এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ পার্ক সার্কাসে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদের অফিসে ইডির হানা
পুজোয় কে কী খাবেন, তা বিজেপি নয়, সাধারণ মানুষ ঠিক করবে: শমীক ৩

কলকাতা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ২১ ভাদ্র ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ৮৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.09.2026, Vol. 20 Issue No. 89, 8 Pages, Price 3.00

মৃত বেড়ে ৭, জালে ছাত্রাবাসের মালিক

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ দিল্লির চাণক্যপুরীর কাছে ভেঙে পড়া পাঁচতলা মেসবাড়ির মালিক হরিরাম বনসলকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ওই ঘটনায় পড়ুয়া-সহ সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। জল গড়িয়েছে হাইকোর্ট পর্যন্ত। দিল্লি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জরুরি শুনানির আবেদন জানানো হয় সোমবারই। বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কারিয়ার বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হবে। মৃতদের পরিবারকে কমপক্ষে এক কোটি টাকা আর্থিক সাহায্যের দাবি জানিয়েছেন মামলাকারী। সঙ্গে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তও নিশ্চিত করতে বলেছেন। ঘটনার পর থেকেই হরিরামের খোঁজ চলছিল। সোমবার রাজস্থানের ভিওয়াড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য দিকে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট পাঁচ জন পুর আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

মেসবাড়ি ভেঙে পড়া নিয়ে সোমবার উচ্চ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অনিকেত কুমার গুপ্ত নামে এক ব্যক্তি। তিনি জানিয়েছেন, দিল্লিতে এমন যত 'পেইং গেস্ট' বা হস্টেল ভবন রয়েছে, সর্বত্র অবিলম্বে পরিকাঠামোগত নিরাপত্তা যাচাই করতে হবে। নিয়মিত এই ধরনের যাচাইয়ের ব্যবস্থা চালু করা দরকার বলেও দাবি করেছেন মামলাকারী।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত সোমবার জানিয়েছেন, স্কুল-কলেজ, হস্টেল, মেসবাড়ি, হাসপাতাল, নার্সিং হোম-সহ জনস্বার্থে ব্যবহৃত যত ভবন দিল্লিতে রয়েছে, নিয়মিত তার নিরাপত্তা যাচাইয়ের নতুন নীতি আসছে। এ বিষয়ে দিল্লি পুরসভার সঙ্গে একত্রে কাজ করবে সরকার। প্রত্যেক ভবনে নিরাপত্তার শংসাপত্র থাকা বাধ্যতামূলক করা হবে। রেখার কথায়, ''অসুরক্ষিত পেইং গেস্ট বা হস্টেল ভবনে আমরা কাউকে থাকতে দেব না। চাণক্যপুরীর ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পড়ুয়াদের বাবা-মায়ের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি। তাঁদের সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে।' এ ছাড়া, সরকারি কোনও কর্মী বা আধিকারিকের গাফিলতি থাকলেও তা বরদাস্ত করা হবে না, জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

দিল্লির ভবনটি ভেঙে পড়ার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বেসমেন্টে চলা সংস্কারের কাজ এবং জল জমার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় দু'তিন দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল। বেসমেন্টে জলও জমে গিয়েছিল। তবু সংস্কারের কাজ থামানো হয়নি বলে অভিযোগ। বেসমেন্টের একটি দেওয়াল ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হচ্ছিল বলে স্থানীয়দের কেউ কেউ দাবি করেছেন।

পুজো উপহার শুভেন্দুর
সনাতন ঐতিহ্যেই উৎসব, অনুদান মিলবে এক লক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর আগে প্রথম সমন্বয় বৈঠক থেকেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুজো কমিটিগুলির জন্য ঐচ্ছিকভাবে এক লক্ষ টাকা সরকারি অনুদান, বিদ্যুতের বিল ও ফায়ার লাইসেন্স ফি সম্পূর্ণ মকুব, বিসর্জনের শোভাযাত্রায় ডিজে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, মহাষ্টমীতে রাজ্যজুড়ে মদের দোকান ও বার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি মহালয়ার আগে কোনও পুজোর উদ্বোধনে অনুমতি না দেওয়ার কথা জানালেন তিনি। একই সঙ্গে স্পষ্ট করলেন, পুজোর অনুমতির জন্য আর কাউকে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হবে না।

সোমবার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে রাজ্যের পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠকের শুরুতেই সকালে প্রকাশিত একটি সরকারি বিজ্ঞাপনে ত্রুটির জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ত্রুটিপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সরকার এ বিষয়ে আরও সতর্ক থাকবে। নতুন বিজেপি সরকারের আমলে এটাই ছিল দুর্গাপুজো উপলক্ষে প্রথম সমন্বয় বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার ঐতিহ্য, সনাতন সংস্কৃতি এবং দুর্গাপুজোর সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে সামনে রেখেই এ বছরের উৎসব আয়োজন করতে চায় সরকার। পুজোর অনুমতি যাতে সহজে মেলে, তার জন্য কলকাতা পুলিশের 'সহজ' পোর্টালেরও আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় বৈঠকে।

ঢাকে কাঠি

- মহালয়ায় ইডেনে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসব শুরু। আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।
- বড় পুজোগুলোকে অনুদান না-নেওয়ার অনুরোধ।
- ছোট পুজোর অনুদান কমে ১ লক্ষ টাকা।
- মাতৃপক্ষের আগে পুজো উদ্বোধন নিষিদ্ধ।
- অষ্টমীতে মদের দোকান, বার বন্ধ।
- কার্নিভাল হবে না।
- সব পুজো কমিটির জন্য বিদ্যুতের বিল সম্পূর্ণ মকুব এবং ফায়ার লাইসেন্সের সমস্ত ফি তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিগত কয়েক বছরের পুজো-পরবর্তী কার্নিভালের প্রথা এবার থাকছে না বলেও ঘোষণা করেন শুভেন্দু। তার পরিবর্তে মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেন্সে চার ঘণ্টার এক বিশাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে রাজ্য সরকার। সেখানে থাকবে তিন দফায় ড্রোন শো, সমন্বিত আতশবাজি, আলোকসজ্জা, প্রযুক্তিনির্ভর ভিজুয়াল উপস্থাপনা এবং দুর্গাপুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা। একই সঙ্গে শহরজুড়ে রোড শো, ব্র্যান্ডিং এবং সৌন্দর্যায়নের কর্মসূচিও নেওয়া হচ্ছে। দিঘা-সহ রাজ্যের ছয়টি শহরেও হবে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুর্গাপুজোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার লক্ষ্যে পর্যটন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ কর্মসূচির কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, বিশ্বমানের সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে দুর্গাপুজোকে প্রতিষ্ঠা করতেই এ উদ্যোগ।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, মহালয়ার আগে অর্থাৎ দেবীপক্ষ শুরুর আগে কোনও পুজোর উদ্বোধনের অনুমতি দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, দুর্গাপুজোর ধর্মীয় পরম্পরা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত। যানজট এড়াতে রাজ্যের জাতীয় সড়কে পুজো করার অনুমতি দেওয়া হবে না। কলকাতার ক্ষেত্রেও রেড রোড, জওহরলাল নেহরু রোড, স্ট্যান্ড রোড, খিদিরপুর রোড, ডিএল খান রোড, ক্যাথিড্রাল রোড, লেনিন সরণি, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, পার্ক সার্কাস কানেক্টর, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড-সহ ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় পুজো করা যাবে না বলে ঘোষণা করেন তিনি।

সবচেয়ে কড়া অবস্থান নেওয়া হয়েছে শব্দদূষণ নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, পুজো কিংবা বিসর্জন; কোথাও ডিজে বাজানো যাবে না। বকরিদ, রথযাত্রা ও মহরমে যেভাবে এই নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে, দুর্গাপুজোতেও একইভাবে তা কার্যকর হবে বলে জানান তিনি। বিসর্জনের ক্ষেত্রেও নতুন নির্দেশিকা ঘোষণা করা হয়েছে। কোজাগরী লদীপুজোর আগের দিন, অর্থাৎ ২৪ অক্টোবরের মধ্যেই বিসর্জন শেষ করার আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে অতীতের মতো জোর করে বিসর্জনের দিন নির্ধারণ করা হবে না বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

ধর্মীয় ভাবাবেগের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, প্রতিমা, মণ্ডপ বা থিম এমন হতে পারবে না, যাতে দুর্গাপুজোর ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে আঘাত লাগে। বিসর্জনের সময় প্রতিমা নামানোর ক্ষেত্রে ক্রেন ব্যবহারের বিষয়েও সংবেদনশীল থাকার নির্দেশ দেন তিনি।

অন্যদিকে, মহাষ্টমীর দিন রাজ্যজুড়ে সমস্ত মদের দোকান এবং বার বন্ধ রাখার ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, অষ্টমীর পবিত্রতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত।

অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার শিক্ষা দপ্তরের অধীন একাধিক অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের পারিশ্রমিক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পৌরহিত্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী জানান, অন্তত ১৩-১৪টি শ্রেণির কর্মীর পারিশ্রমিক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার যারা বাজেটে বঞ্চিত হয়েছিলেন। একই সঙ্গে বন দপ্তরের কর্মীদের ভাতাও বাড়ানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরের প্যারা-শিক্ষক, শিক্ষা বন্ধু, এসএসকে ও এমএসকে-র সহায়ক, সম্প্রসারিকা, মুখ্য সম্প্রসারক, অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার, বিশেষ শিক্ষাবিদ-সহ একাধিক শ্রেণির কর্মীরা ১ নভেম্বর থেকে মাসিক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাবেন। কিছু ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হয়েছে ৬,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, শুধু প্রাথমিক স্তরের ২০,৩৪৩ জন এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরের ২১,৮৪৯ জন প্যারা-শিক্ষক এই সুবিধা পাবেন। এছাড়া ৩০ হাজারের বেশি এসএসকে সহায়ক, ৬ হাজারের বেশি এমএসকে সম্প্রসারিকা এবং অন্যান্য কর্মীরাও ভাতা বৃদ্ধির আওতায় আসছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে বছরে প্রায় ৩৯০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে।

অন্যদিকে, রাজ্য বাজেটের ঘোষণা অনুযায়ী বন দপ্তরেও ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ফরেস্ট রেঞ্জার, ডেপুটি রেঞ্জার, ফরেস্টার, হেড ফরেস্ট গার্ড এবং ফরেস্ট গার্ডদের মাসিক ভাতা ৫,০০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ১,৫০০ বন সহায়কের পারিশ্রমিক ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই নতুন হার কার্যকর হবে ১ অক্টোবর থেকে।

এ ছাড়া প্রাক্তন বিধায়কদের চিকিৎসা ভাতা ৬,০০০ থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে। বিধায়কদের পরিচালিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেবা কেন্দ্রগুলির জন্য মাসিক ৩০,০০০ টাকা অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্তও কার্যকর করা হয়েছে।

মোদীর জন্মদিনে অন্নপূর্ণার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে অন্নপূর্ণা যোজনার অগস্টের টাকা ঢুকবে যোগ্য প্রাপকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে, ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অর্থাৎ, ১৭ সেপ্টেম্বর অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা পাবেন যোগ্য প্রাপকেরা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১ কোটি ৪৮ লক্ষ মহিলাকে এই টাকা দেওয়া হবে। আবার নভেম্বর-ডিসেম্বরে অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ সরকারের অন্য সব জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে আবেদনের সুযোগ মিলবে।

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, কেউ যদি যোগ্য প্রাপক না-হন, তবে অবিলম্বে তাঁরা যেন সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা ছেড়ে দেন। শুভেন্দু জানিয়েছেন, এই তিন ভাতা দেওয়া হয়েছে ৮৩ লক্ষ ৫ হাজার ৯১৯ জন প্রাপককে। তার জন্য বছরে খরচ হবে ১৪ হাজার ৭৭১ কোটি টাকা। তার পরেই শুভেন্দু জানান, বিগত সরকারের আমলে সামাজিক প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে যে অপেক্ষমাণ তালিকা (ওয়েটিং লিস্ট) ছিল, তা পুরোপুরি বাতিল করা হচ্ছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনকল্যাণ শিবিরে যে আবেদনগুলি জমা পড়েছে, সেগুলিই বিবেচনা করা হবে।

বয়স্ক, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য রাজ্য সরকার ভাতা দেয়। আগে এই ভাতার অঙ্ক ছিল এক হাজার টাকা। পালাবদলের পর শুভেন্দুর সরকার সেই ভাতার অঙ্ক বাড়িয়ে দেড় হাজার টাকা করেছে। সোমবার নবান্নে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, বিশেষ ভাবে সক্ষমদের জন্য ভাতা বা প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপকদের হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে তিনি অভিযোগ করেন, এই ভাতাগুলির ক্ষেত্রেও জালিয়াতি হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে শুভেন্দু বলেন, 'সেখানে এক জন পুরুষ বিধবা ভাতা নেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই সব জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রেও বয়স ভাঁড়িয়ে ভুয়ো শংসাপত্র দিয়ে ভাতা নিচ্ছেন অনেকে।' এই সব প্রকল্পে আবেদনপত্রগুলিরও ঝাড়াইবাছাই হচ্ছে বলে জানান শুভেন্দু।

২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি বিধবা মহিলাদের বিধবা ভাতা ছেড়ে অন্নপূর্ণা যোজনায় নাম লেখানোর আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যোগ্য হলে তাঁরা ১৫০০ টাকার পরিবর্তে মাসে ৩০০০ টাকা পাবেন। আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পুরসভা স্তরে আবার জনকল্যাণ শিবির হবে। সেখানেই যে কোনও সামাজিক প্রকল্পে আবেদন করার সুযোগ থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বিশেষ ভাবে সক্ষম মহিলারা শুধু প্রতিবন্ধী ভাতা পাবেন তা নয়, ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সিরা একই সঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকাও পাবেন। ১ লক্ষ ৩৪ হাজার বিশেষ ভাবে সক্ষম মহিলা মোট সাড়ে চার হাজার টাকা করে পাবেন। বিজেপি সরকারের আমলে রাজস্ব আদায় অনেকটাই বেড়েছে বলে দাবি করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্যন্ত বিগত অর্থবর্ষের তুলনায় ১৮ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।'

পাশাপাশি শুভেন্দু জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী মিলিয়ে নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে বিশেষ অনুষ্ঠান করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

গাফিলতি বরদাস্ত নয়, যুবা খুনে কঠোর বার্তা পুলিশকে
ধুলিয়ানে সাসপেন্ড দুই অফিসার, আইসি ক্লোজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে সুজিৎ মণ্ডল হত্যাকাণ্ডে স্থানীয় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। পুলিশি গাফিলতির অভিযোগে দুই পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড, থানার আইসিকে ক্লোজ এবং এসডিপিও-র শাস্তিমূলক বদলির পাশাপাশি জেলার পুলিশ সুপারকে শো-কজ করা হয়েছে। একই সঙ্গে গোটা ঘটনার তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২৮ অগস্ট নিখোঁজ হন ধুলিয়ানের বাসিন্দা সুজিৎ মণ্ডল। পরে তাঁর দেহ খণ্ডবিখণ্ড অবস্থায় উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় সামিউল শেখ, তাজকিরা বিবি এবং জনি শেখ নামে তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, নিহতের স্ত্রী সুমনা মণ্ডল প্রথম থেকেই স্থানীয় পুলিশকে বিষয়টি জানালেও ধুলিয়ান টিওপি ও সামশেরগঞ্জ থানার তরফে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়নি। বিষয়টি সরকারের নজরে আসার পর হোম সচিব ও ডিজিপিকে দিয়ে পৃথক তদন্ত করানো হয়। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই একাধিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ধুলিয়ান টিওপির ইনচার্জ এএসআই সুমন্ত কুমার দাস এবং সামশেরগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই শরিফুল আলমকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সামশেরগঞ্জ থানার আইসি সুব্রত ঘোষকে ক্লোজ করা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে পৃথক বিভাগীয় তদন্ত হবে। ফারাক্কার এসডিপিও শেখ সামসুদ্দিনকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে। জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপার সুরিন্দর সিংকে হোম দপ্তরের পক্ষ থেকে শো-কজ নোটিস দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, শুধু গ্রেপ্তার করাই সরকারের লক্ষ্য নয়, আদালতে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করাও প্রশাসনের উদ্দেশ্য। সেই কারণেই তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া নিহতের পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।

নাবালিকা গর্ভধারণে পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি
স্বামীদের শো-কজের পর মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে নাবালিকা গর্ভধারণ ও বাল্যবিবাহ রুখতে বিজেপি সরকার কড়া অবস্থান নিচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্যের ভিত্তিতে ১৮ বছরের কম বয়সি কিশোরীদের গর্ভধারণের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট স্বামীদের শোকজ নোটিস পাঠানোর পাশাপাশি প্রয়োজন হলে পকসো আইন ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার আওতায় ফৌজদারি মামলা দায়েরের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত মাত্র ছ'মাসে স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৬০ হাজার টিনএজ ডেলিভারির ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে সর্বাধিক মুর্শিদাবাদে ১২,৮৪৭। এরপরেই রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, মালদহ, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর, নদিয়া-সহ একাধিক জেলা।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই সমস্ত ঘটনাই সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রসব হওয়ায় সরকারি নথিতে রয়েছে। তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট পরিবারের কাছে এক মাসের মধ্যে বয়সের প্রমাণপত্র চাওয়া হবে। যদি দেখা যায় মায়ের বয়স ১৮ বছরের কম ছিল, তা হলে পকসো আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হবে।

শুধু স্বামী নন, বাল্যবিবাহে সহযোগিতা করলে কাজি, পুরোহিত, অভিভাবক বা অন্য কোনও সহায়তাকারীর বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ওই পরিবারগুলির কেন্দ্র ও রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাও বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সচেতনতা বাড়ানোই যথেষ্ট নয়। আইন প্রয়োগ করতে হবে। যারা নাবালিকাকে বিয়ে করেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই হবে।'

যদিও সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে আইনি ও সামাজিক মহলে নতুন বিতর্কের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে, সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দম্পতিকে অভিযুক্ত করা হবে, নাকি পরিস্থিতিভেদে তদন্তের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে; তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

৬ অক্টোবর উপনির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর আগেই নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ-সহ চার রাজ্যের ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হবে আগামী ৬ অক্টোবর। ভোটগণনা ৯ অক্টোবর। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উপ নির্বাচন হবে তামিলনাড়ুর দুটি, পুদুচেরির একটি ও অসমের একটি আসনে। এই কেন্দ্রগুলির প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৬ সেপ্টেম্বর ও মনোনয়ন তুলে নেওয়ার শেষ দিন ১৯ সেপ্টেম্বর। তবে বসিরহাট সংসদীয় কেন্দ্রের ভোট ঘোষণা করা হয়নি। হাজি নুরুল ইসলামের মৃত্যুর পর থেকে ওই কেন্দ্র ফাঁকা আছে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

কাফু-মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক, পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ৩ অক্টোবর কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হতে চলা ঐতিহাসিক ভারত-ব্রাজিল আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচের প্রস্তুতি নিয়ে সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি ফুটবলার কাফু। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) সভাপতি কল্যাণ চৌবেও।

মুখ্যমন্ত্রী ম্যাচ আয়োজনে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক প্রশাসনিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বৈঠকে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা, দর্শক ব্যবস্থাপনা, ট্র্যাফিক পরিকল্পনা, প্রোটোকল এবং আন্তর্জাতিক মানের আয়োজন নিশ্চিত করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

দার্জিলিং সফর শেষে কলকাতায় এসে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কাফু। উত্তরবঙ্গে তিনি লেবং স্টেডিয়ামে একটি ফুটবল-সংক্রান্ত কর্মসূচিতে অংশ নেন এবং চা-বাগান এলাকার ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনাও করেন। বৈঠকের পর কাফু বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের এই ম্যাচ শুধু একটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ নয়, ভারতীয় ফুটবলের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তাঁর কথায়, বিশ্বের অন্যতম সফল ফুটবল দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ দেশের তরুণ ফুটবলারদের অনুপ্রাণিত করবে এবং ফুটবল সংস্কৃতির বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ভারত বনাম ব্রাজিল

ভারত এর আগে নিজেদের মাটিতে ব্রাজিলের মতো পাঁচবারের বিশ্বকাপজয়ী দলের বিরুদ্ধে কখনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেনি। ফলে যুবভারতীতে এই ম্যাচ ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহ তুঙ্গে। এআইএফএফ এবং রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর যৌথভাবে ম্যাচ আয়োজনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি, টিকিট বিক্রি এবং অন্যান্য লজিস্টিক ব্যবস্থাপনার কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

রেজিনগর এবং নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ফের ভোটের দামামা। রেজিনগর এবং নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার, ৬ অক্টোবর দুই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। ভোটের ফল ঘোষণা হবে ৯ অক্টোবর। বুধবার, ৯ সেপ্টেম্বর জারি হবে বিজ্ঞপ্তি। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৬ সেপ্টেম্বর। মনোনয়নপত্র পরীক্ষা ১৭ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থী প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৯ সেপ্টেম্বর। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১১ অক্টোবরের মধ্যে গোটা নির্বাচন-প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। কমিশনের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের দুই বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে। রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে শূন্যপদের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে হুমায়ুন কবীরের পদত্যাগ। অন্য দিকে, নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে শূন্যপদের কারণ শুভেন্দু অধিকারীর পদত্যাগ।

শুধু বাংলাই নয়, একই সঙ্গে তামিলনাড়ুর দু’টি এবং পুদুচেরির একটি বিধানসভা কেন্দ্রেও উপনির্বাচন হবে। পাশাপাশি অসমের নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রেও ভোট হবে। অর্থাৎ মোট পাঁচটি বিধানসভা এবং একটি লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ঘোষণা করল কমিশন।

কমিশন জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সব ভোটকেন্দ্রে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট ব্যবহার করা হবে। ভোটার পরিচয়ের ক্ষেত্রে ভোটার কার্ড প্রধান নথি হলেও আধার, প্যান, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স-সহ নির্দিষ্ট কয়েকটি বিকল্প পরিচয়পত্রও গ্রহণযোগ্য হবে।

উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যে জেলার কোনও অংশ সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ছে, সেখানেই তা প্রযোজ্য হবে।

এবার উপনির্বাচনের আগে প্রার্থীদের অপরাধমূলক অতীত নিয়েও কড়া নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। অপরাধের মামলা থাকা প্রার্থীদের প্রচারপর্বে তিন দফায় সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে সেই তথ্য প্রকাশ করতে হবে। একই ভাবে, এমন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া রাজনৈতিক দলকেও নিজেদের ওয়েবসাইট, সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং নির্দিষ্ট সামাজিক মাধ্যমে ওই তথ্য প্রকাশ করতে হবে। ফলে পুজোর মুখে রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে ফের ভোটের আবহ তৈরি হল। আগামী কয়েক দিনেই স্পষ্ট হবে, দুই কেন্দ্রে কোন দল কাকে প্রার্থী করে এবং লড়াই কোন পথে গড়ায়।

শ্রীরামপুরে মমতার মিছিলের অনুমতিতে না পুলিশের নালিশ জানিয়ে হাইকোর্টে তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ১১ সেপ্টেম্বর হুগলির ঐতিহ্যবাহী মাহেশ থেকে শ্রীরামপুর কোর্ট পর্যন্ত প্রস্তাবিত প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে আলোড়ন শুরু হয়েছে। অভিযোগ, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ও মিছিলের অনুমতি না মেলায় এবার সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হল তৃণমূল নেতৃত্ব। সোমবার পুলিশের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়েরের আবেদন জানান চুঁচুড়ার তৃণমূল নেতা অসিত মজুমদার। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। আদালত সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহেই হতে পারে এই মামলার শুনানি।

এদিকে রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুতে সুর চড়াচ্ছে জোড়াফুল শিবির। সেই ধারাবাহিকতায় শ্রীরামপুরের মাহেশ থেকে মহকুমা আদালত পর্যন্ত এক সুবিশাল পদযাত্রার ডাক দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, এই মিছিলে স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি থাকার কথা রয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক তরফে অনুমতি না মেলায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে দলীয় নেতৃত্ব।

বিধায়ক অসিত মজুমদারের স্পষ্ট অভিযোগ, আইন মেনেই প্রতিবাদ মিছিলের অগ্রিম অনুমতি চেয়ে পুলিশের দুয়ারে কড়া নাড়া হয়েছিল। কিন্তু অজানা কারণে পুলিশ অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। অগত্যা বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা রেখেই আদালতের দ্বারে কড়া নাড়তে বাধ্য হয়েছেন তারা। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, হাইকোর্টের সবুজ সংকেত মিললে সাম্প্রতিক সময়ে শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে জেলায় এটিই হতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম বড় রাজনৈতিক পদযাত্রা।

এদিকে এই প্রস্তাবিত কর্মসূচি ও আইনি লড়াইকে কেন্দ্র করে কড়া ভাষায় কটাক্ষ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে পদ্ম শিবিরের তরফ থেকে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তীব্র ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলেন, ‘অনুমতি দেওয়া না দেওয়া প্রশাসনিক বিষয়, তবে কেউ যদি হাঁটতে চান, তিনি হাঁটতেই পারেন। হাঁটাচলা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ভালো।’ এরপরেই তীব্র কটাক্ষের সুরে যোগ করে বলেন, ‘উনি সুস্থ থাকুন, কাজের মধ্যে থাকুন। শুধু শ্রীরামপুর কেন, এপার-ওপার ছোটাছুটি করুন, দিল্লিতে গিয়ে ধরনা দিন, এমনকী প্রয়োজন মনে করলে মঙ্গলগ্রহেও অভিযান চালাতে পারেন। ওঁর যা ইচ্ছে উনি করতেই পারেন, কেউ তো বারণ করছে না!’ আইনি জট কাটলে ১১ সেপ্টেম্বরের পদযাত্রা কতখানি প্রভাব ফেলে এবং আদালত এই অনুমতি সংক্রান্ত জটে কী নির্দেশ দেয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

গণেশ পুজোর প্রস্তুতি...। কুমোরটুলিতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

হালিশহর পুরসভায় সিপিএমের বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেহাল পরিষেবার অভিযোগ তুলে সোমবার বেলায় সিপিএমের বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল হালিশহর পুরসভা চত্বরে। বেহাল রাস্তাঘাটের হাল ফেরানো-সহ পুর কর্মচারীদের বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে সিপিএম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। পুরসভার সামনে বিক্ষোভকারীরা স্লোগান তোলেন। পাল্টা স্লোগান তোলেন বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরাও। একাধিক ইস্যুতে স্মারকলিপি জমা দিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন গার্গী চ্যাটার্জি। স্লোগান পাল্টা স্লোগান ঘিরে পুরসভা চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। হালিশহর থানার পুলিশ তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। সিপিএম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, হালিশহর পুরসভায় বেহাল পরিষেবা। কর্মচারীদের বেতন মিলছে না। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন মিলছে না। চার মাস ধরে ইলেকট্রিক চুল্লি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। তাঁর দাবি, বিজেপির সঙ্গে সেটিং করে প্রাক্তন বিধায়ক সুবোধ অধিকারী এবং কাঁচরাপাড়ার প্রাক্তন পুরপ্রধান কমল অধিকারী এখনও জেলের বাইরে আছেন। ভালো তৃণমূল সেজে সাংসদ পার্থ ভৌমিকও বেঁচে গেলেন। অপরদিকে হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত বলেন, গত ১৫ বছরে তৃণমূল পুরসভাকে দুর্নীতির আখড়া বানিয়ে রেখেছিল। পুরসভার ফান্ড ওরা পুরো শেষ করে দিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, যারা আজ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তাঁরা ৩৫ বছর বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করে রেখেছিল। তাঁর দাবি, বিধায়কের নেতৃত্বে হালিশহর পুরসভার হাল ফেরানোর চেষ্টা চলছে।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনে, ঘোষণা ‘ওয়ান স্টেট, ওয়ান এডুকেশন’-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। সোমবার এই ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, রাজ্যে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে না। ‘ওয়ান স্টেট, ওয়ান এডুকেশন’ নীতিতেই এগোবে সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবেই থাকবে। তবে তার প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকবে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনে। তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের কোনও স্থান নেই। ‘ছাত্র মানে ছাত্র। মেধার মূল্যায়ন হবে মেধা অনুযায়ী। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন বা খ্রিস্টান; সরকারের কাছে সবাই সমান।’ পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বিভিন্ন স্তরে ধর্মভিত্তিক সুবিধা দেওয়ার প্রবণতা ছিল। বর্তমান সরকার সেই নীতি থেকে সরে এসে জাতীয় শিক্ষা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একক শিক্ষা কাঠামো গড়ে তুলতে চায়। বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপের প্রসঙ্গও টেনে তিনি বলেন, বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মেধার ভিত্তিতে সব সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী সমান সুযোগ পাবেন।

জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ইস্ট কাপ্তে পাড়া রোড, নতুনগ্রাম রোড-সহ একাধিক রাস্তা আজ চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। রাস্তার মাঝে গজিয়ে ওঠা ছোট-বড় গর্ত বর্ষার জল ভরে গিয়ে মরণ ফাঁদের আকার নিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূল জমানায় বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কারের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। রাস্তাঘাটের বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার বলেন, তৃণমূল জমানায় নিজেদের পরিবারের মধ্যে টেন্ডার বিলি করা হয়েছিল। তবে পুরানো টেন্ডারগুলো বাতিল করা হয়েছে। ঠিকাদারদের ব্ল্যাকলিস্ট করা হয়েছে। নতুন করে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। পুরসভা এবং

পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তাঘাটের হাল বদলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিকাশি ব্যবস্থার হাল ফেরানোর চেষ্টা চলছে। রাস্তার ধারে বাতিস্তম্ভে বাতি লাগানো হচ্ছে। বিধায়কের দাবি, গত ১৫ বছর তৃণমূল সরকার মানুষের জন্য কাজ করেনি। তাই সাধারন মানুষজন ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বদলির আইনি কাঠামো তৈরি করতে সংশোধনী বিল আনছে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বদলির আইনি কাঠামো তৈরি করতে সংশোধনী বিল আনছে সরকার। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, আগামী ১০ সেপ্টেম্বর বিধানসভার বিশেষ এক দিনের অধিবেশনে ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬’ পেশ করা হবে। বিলটি আইনে পরিণত হলে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের পারস্পরিক বদলি সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি, পুরনো ও অভিজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা প্রশাসনিক কর্মীরা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে সেখানে পরিকাঠামো, গবেষণা, পাঠদান এবং প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়নে সাহায্য হবে। মানবসম্পদের আদান-প্রদানের মাধ্যমে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে বলেও তাঁর দাবি।

বিধানসভার ওই বিশেষ অধিবেশন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলবে। তার আগে প্রথা অনুযায়ী বিলটি রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির শপথ ঘিরে জটিলতা, আমন্ত্রিতদের তালিকায় চমক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি হিসেবে আগামী ৯ তারিখ শপথ নিতে চলেছেন বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে। বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলানোর পর এবার তিনি ভিক্টোরিয়া স্মৃতিবিজড়িত এই ঐতিহাসিক আদালতের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক শীর্ষপদে বসতে চলেছেন। কিন্তু তাঁর এই রাজকীয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এক নজিরবিহীন প্রশাসনিক জটিলতা ও পরিকাঠামোগত চ্যালেঞ্জের মুখে হাইকোর্ট প্রশাসন।

আইন ও আদালত সূত্রের খবর, হাইকোর্টের ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথমবার কলকাতা শহরের প্রথম নাগরিক অর্থাৎ মেয়রকে ছাড়াই সম্পন্ন হতে চলেছে প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ পর্ব। বর্তমানে পুরসভার মেয়র পদ শূন্য থাকায় দীর্ঘদিনের প্রচলিত প্রথা ভেঙে মেয়রকে বাদ রেখেই যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হচ্ছে। তবে মেয়রের অনুপস্থিতির পাশাপাশি আমন্ত্রিতদের তালিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে জোর চর্চা।

রাজভবন ও আইন প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এই অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, যা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক বড় চমক হিসেবেই দেখছেন পর্যবেক্ষক মহল। নতুন প্রধান বিচারপতির ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০ জন বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত থাকতে পারেন। এই তালিকায় রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের ২২ জন কর্মরত বিচারপতিও।

সমস্যা তৈরি হয়েছে মূলত অনুষ্ঠানের স্থান ও আসন বিন্যাস নিয়ে। প্রথা অনুযায়ী হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের শপথ গ্রহণ রাজভবনে হলেও, প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানটি ঐতিহ্য মেনে আয়োজন করা হয় কলকাতা হাইকোর্টের নিজস্ব এজলাসে। কিন্তু ঐতিহাসিক সেই প্রধান কোর্ট রুমের জায়গা অত্যন্ত সীমিত। সেই সীমিত পরিসরের মধ্যে প্রায় একশো জন আমন্ত্রিত অতিথি, হাইকোর্টের মান্যবর বিচারপতিবৃন্দ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বসার সুব্যবস্থা কীভাবে করা সম্ভব, তা নিয়ে চরম হিমশিম খাচ্ছে আদালত কর্তৃপক্ষ।

একদিকে জায়গার অপ্রতুলতা, অন্যদিকে সুরক্ষাবিধি মেনে প্রথাগত নিয়মের রদবদল, সব মিলিয়ে নতুন প্রধান বিচারপতির আগমন ঘিরে কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে এখন প্রশাসনিক ব্যস্ততা তুঙ্গে। সীমিত স্থানকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা যায়, তার চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরিতে দফায় দফায় বৈঠক করছেন হাইকোর্টের আধিকারিকরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী পরিবর্তন

I, Amela Khatun D/o - Hasan Mondal, residing at Village & PO- Kupila, PS - Domkal, Dist- Murshidabad. Amela Khatun & Amala Khatun is the same and identical one person vide affidavit dt- 18/08/2026 before Ld. J.M. 1st class at Berhampore, Murshidabad.

নাম-পদবী পরিবর্তন

I, MD JAMSED S/O Late JALIL ,residing at 14, P. J. Mill Line, Bagkhal, P.O. & P.S. Rishra, Dist. Hooghly, Pin-712248, W.B, have change my name and shell henceforth be known as MD JAMSED ALI as declare before the Ld Judicial Magistrate 1st Class at Serampore Court Hooghly W.B, vide affidavit no 17876 Dated 20/08/2026. MD JAMSED @ MD JAMSHED and MD JAMSED ALI all are the same and one identification person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 01/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15226 নং এফিডেভিট বলে আমি Tapas Dulay ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mantu Dulay ও M. Dulay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 15/05/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 12215 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Mehabub Alam & Md. Mehabub Alam, আমার স্ত্রী Moriam Bibi & Moriam Khatun ও আমার পুত্র Md Parvez Alam & Md. Parvez Alam, R/o. College More, Itachuna, Pandua, Hooghly-712147, W.B., সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। যে নামগুলি আমার, আমার স্ত্রী ও আমার পুত্রের বিভিন্ন নথিপত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত এফিডেভিট বলে আমি ভুল নামগুলি পরিবর্তন করিয়া সঠিক নাম, আমার Md Mehabub Alam, আমার স্ত্রী Moriam Bibi ও আমার পুত্র Md Parvez Alam লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

গত 02/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 20858 নং এফিডেভিট বলে আমি Sumal Biswas, S/o. Late Sailendra Biswas, R/o. Chhoto Khejuria, Adcconagar, Mogra, Hooghly-712121, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ইলেকট্রিক বিলে (Consumer ID No. XXXXX0772, Meter No. XXXX4908) আমার সঠিক নাম Sumal Biswas-এর পরিবর্তে Sunil Biswas লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Sumal Biswas লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Sumal Biswas & Sunil Biswas S/o. Late Sailendra Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

গত 07/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15550 নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjoy Pal S/o. Khelaram Pal ও Sanjay Pal S/o. K R Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15220 নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjoy Singh S/o. Satrughan Singh ও Sanajay Singh S/o. S Singh, Satrugan Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 07/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 04 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Irshad ও Mohammad Irsad S/o. Md Khalil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 28/02/2025, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 224 নং এফিডেভিট বলে আমি, Manisa Das D/o. Late Narayan Das, R/o. Melki Kutubpur, Melki, Gurap, Hooghly-712149, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে (Being Card No. XXXX XXXX 7516) আমার সঠিক নাম Manisa Das-এর পরিবর্তে Monasha Das লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Manisa Das লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Manisa Das ও Monasha Das D/o. Late Narayan Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 07/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 28 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Sahajan Ali S/o. Sk Younus Sa ও Sk Sahajan S/o. Sk Younus সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 20935 নং এফিডেভিট বলে আমি, Sabita Hembram D/o. Laxman Hembram, R/o. Gazina Daspur, Pandua, Hooghly-712146, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার কার্ডে (Being Card No. RVU1902550) আমার সঠিক নাম Sabita Hembram-এর পরিবর্তে Gurubari Hemram লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Sabita Hembram লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Sabita Hembram ও Gurubari Hemram D/o. Laxman Hembram সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Dev Gupta** S/O Rajput Gupta residing at 1st Floor, Room No. 11A, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700001 do hereby declare vide affidavit in the Court of the Executive Magistrate, Howrah dated 03.09.2026 that presently the spelling of my name exists in my all papers as **‘Dev Gupta’** but I like to change the spelling of my principal name from **Dev** to **‘Ddev Gupta’** and accordingly from this day, I will be known in my intents and purposes as **‘Ddev Gupta’. Ddev Gupta** and Dev Gupta is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Asish Das S/o -** Radharani Das (Mother) & Pran Krishna Das (Father) resident at Vill+ P.O.- Gobardhanpur P.S.-Pingla, Dist.-Paschim Medinipur, Pin-721131 hence by declare vide affidavit no.-23580, dt.-05.09.26 before the court of 1st class judicial Magistrate, Paschim Medinipur that due to wrongly entered **Mohd Aarif C/o - Mohd Abdul** in my Aadhaar Card being no.356933859171. My original name is **Asish Das S/o- Radharani Das** as per my Passport vide no. S2441338.I declare that from today I will be known as **Asish Das**, **S/o-Radharani Das**, which is my actual name.

CHANGE OF NAME

I, **Dasari Spandana** Daughter of Dasari Tirupati, aged about - 19 years, by faith-Hindu, resident of Arambati P.O: Nimpura, P.S: Kharagpur (Town), District: Paschim Medinipur Pin: 721304, West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare that **Dasari Spandana** Daughter of Dasari Tirupati and **D. Spandana** daughter of Dasari Tirupati is same one and identical person and none else being myself. Vide affidavit number- 10637 dated on- 11th August 2026 before the 1st class Magistrate, Kharagpur, Paschim Medinipur.

AFFIDAVIT

I, **Rahit Sk** S/O Amirul Sk residing at Hikampur, Muktinagar, P.O. & P.S. - Berhampore, Dist. - Murshidabad, PIN - 742102, W.B. do hereby declare vide affidavit in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Berhampore dated 28.08.2026 that my actual name is **Rahit Sk** which has been recorded in my Birth Certificate being No. B/2025/ 1758953, Old Regn. No. DH/U/ MSD/8082, date of Regd. 30/07/2007 and my W.B.B.S.E. all documents but my name has been written as **Rahid Sk** in my Aadhaar Card being No. 5543 4398 9199. **Rahit Sk** and **Rahid Sk** i.e. myself am the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **Smt. MAYA SEN,** W/O Sri Sekher Chandra Sen and D/O Late Haran Majumder residing at Udayan, P.O. - Unsani, P.S. - Jagacha, District - Howrah, West Bengal, PIN - 711302, hereby declare vide affidavit no. 0362 dated 21.08.2026 before the Ld. Judicial Magistrate, (1st Class) at Alipore that prior to my marriage, I was known as **MAYA MAJUMDER** D/O Haran Majumder (since deceased) and after marriage with **Sekhar Chandra Sen**, I am known as **MAYA SEN** and it is my actual name which is recorded in my Aadhaar, Voter, PAN Card and Bank Pass Book but due to inadvertence in my Passport being Type P, being no. N9923571, my name has been recorded as **MAJUMDER SEN MAYA** and my father's name as **HARAN CHANDRA MAJUMDER. MAYA SEN** and **MAJUMDER SEN MAYA** i.e. myself am the self and one identical person. **HARAN MAJUMDER** and **HARAN CHANDRA MAJUMDER** i.e. my father is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, (জেলা - হুগলী, থানা - শ্রীরামপুর, জে. এল. নং - ১৩, মৌজা - দক্ষিণ রাজাধরপুর, আর. এস. খতিয়ান নং - ১৫৩, দাগ নং - ১০১৮, ২৪, পরিমাণ ০১ কাঠা ০১ ছটাক, দাগ নং - ২৩, পরিমাণ ০১ কাঠা ১০ ছটাক, মোট ০৩ কাঠা ০১ ছটাক ১০ স্কোয়ারফুট সম্পত্তি লইয়া) শ্রীরামপুর সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালতে **শ্রী তাপস ঠাকুর**, পিতা- স্বর্গীয় বিশ্বনাথ ঠাকুর, **শ্রীমতী প্রণতি ঠাকুর**, স্বামী- স্বর্গীয় বিশ্বনাথ ঠাকুর, সাকিম - ভট্টাচার্য বাগান, রাজাধরপুর, পোঃ - মল্লিকপাড়া, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, **শ্রীমতী ইলা ঠাকুর**, স্বামী - স্বর্গীয় সুনিলচন্দ্র ঠাকুর, সাকিম - "আনন্দ" ১০ এ, কে. এল. গোস্বামী স্ট্রীট, শ্রীরামপুর, পোঃ - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী এর বিরুদ্ধে দেওয়ানী ১১/১৮ নং মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে আপনার কোন বক্তব্য থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে পরবর্তী ১ এক মাস কাল সময়ের মধ্যে হুজুর আদালতে স্বয়ং আসিয়া বা কোন উকিলবাবু মারফৎ আসিয়া হাজির হইয়া উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ নিজ বক্তব্য দাখিল করিবেন অন্যথায় মোকর্দ্দমার একতরফা শুনানী হইবে।

বাদীপক্ষের উকিলবাবু
রিমা দাস

আদালতের অনুমতি অনুসারে
পার্থসারথি পাল , সেরেস্তাদার
শ্রীরামপুর সিভিল জজ
(সিনিয়র ডিভিশন) আদালত

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী আবেদ আলি, ঠিকানা- বাদুড়িয়া, থানা- বাদুড়িয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-এর ১৫১৩০২১০৩/২০১৫ নম্বর মূল নিবন্ধিত দলিলটি গত ০২-০৮-২০২৬ তারিখে আমার হেফাজত থেকে হারিয়ে গেছে এবং এই বিষয়ে তিনি বাদুড়িয়া থানায় ৩০-০৮-২০২৬ তারিখের ২৩০১ নম্বর জিডি মূলে একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।
যদি কেউ দলিলটি খুঁজে পান, তবে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে তা অবহিত করবেন।

জয়দীপ মুখার্জী
অ্যাডভোকেট
৭, এন.পি.বি লেন
কলকাতা - ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. Civil Judge (Sr. Divn.) 2nd Court at Uluberia.
Ref. Title Suit No. 155/2024.
রেজাউল হোসেন সেখ ওরফে সেখ রেজাউল হোসেন
বনাম
নরেন্দ্রনাথ দত্ত দিং

এতদ্দ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী **রেজাউল হোসেন সেখ ওরফে সেখ রেজাউল হোসেন**, পিতা - সওকত হোসেন সেখ, সাকিন - আয়দা, পোঃ - আয়দা কিসমত, থানা- বলাগড়, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৫১২ তাহার নিম্ন 'ক' ও 'খ' **তপশীল** সম্পত্তির বিভাগ বন্টন, ঘোষনা, ইনজাংশানের নিমিত্তে **(১) নরেন্দ্রনাথ দত্ত,** পিতা - তুলসী চরন দত্ত, **(২) সত্যেন কুমার দত্ত,** পিতা - মৃত সুরেন্দ্র দত্ত, **(৩) প্রণতী চৌধুরী,** স্বামী-মানস কুমার চৌধুরী, সর্ব সাকিন - সেয়াগোড়ী, পোঃ - খড়িয়প, থানা - জয়পুর, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৪০১- এদের বিরুদ্ধে মাননীয় হুজুর আদালতে উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। সেকারনে উক্ত বিষয় কাহারো কোনো ওজর-আপত্তি থাকিলে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিজে অথবা নিজ নিযুক্ত আইনজীবী দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। নচেৎ আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

'ক' তপশীল সম্পত্তি: জেলা - হাওড়া, থানা - জয়পুর, মৌজা - সেয়াগোড়ী, এল. আর. খতিয়ান নং সমূহ ৪৮৫, ১০৪৮, ২২৭৮, ২৯৭৯, ৩০৭৪, ৩১২২ এর অন্তর্গত এল. আর. দাগ নং - ৭১৫, পরিমান ৮০ শতক শালি সম্পত্তি সাথে ত্রিতল গৃহ সম্পত্তি যেটি অবস্থিত এল. আর. খতিয়ান নং - ২২৭৮ এর অন্তর্গত এল. আর. দাগ নং - ৭১৫ ।

'খ' তপশীল সম্পত্তি: জেলা - হাওড়া, থানা - জয়পুর, মৌজা-সেয়াগোড়ী, এল.আর. খতিয়ান নং - ২২৭৮ এর অন্তর্গত এল. আর. দাগ নং - ৭১৫, ২৩.৫০ শতক সম্পত্তির উপর ত্রিতল গৃহ সম্পত্তি। আদেশানুসারে,

প্রমথেশ বৈদ্য, সেরেস্তাদার
উলুবেড়িয়া সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন
সেকেন্ড কোর্ট জেলা - হাওড়া।

নোটীশ

In the Court of Ld. 3rd ADJ Medinipur
জে. মিস নং-৯৮/২০২৫ সাল

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও থানা খড়গপুর (লোকাল) অন্তর্গত মাদপুর গ্রামের পারিবারিক ঠাকুর শ্রী শ্রী "রঘুনাথ জীউ ঠাকুরের পক্ষে মুখ্য সেবাইত - **তাপস পাল & 2 Oths.**
....দরখাস্তকারীগন

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর (লোকাল) থানার অন্তর্গত মাদপুর গ্রামের সর্বসাধারন অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের উক্ত ঠাকুর জীউর নামিত নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি যাহা মাদপুর গ্রামে অবস্থিত তাহা বিক্রয় করিবার কারনে উক্ত আদালতে অত্র দরখাস্তকারী উক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার/আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটীশ প্রাপ্তীর ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিল বাবুগনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল বর্নিত সম্পত্তির বিবরণ
জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-খড়গপুর (লোকাল), মৌজা-মাদপুর, জে.এল নং- ৩৮৫, খতিয়ান নং-৪৯০, ৫৮৬ দাগে জল ২৮ ডেঃ, ৫৯৭ দাগে জল ৩০ ডেঃ, ৫৯৮/১১৪০ দাগে জল ১৬ ডেঃ, ৬২০ দাগে জল ৪১ ডেঃ

ইতি- আদেশানুসারে;
Subrata Sen, সেরেস্তাদার,
Bench Clerk I/II, Additional District Judge, 3rd Court, Paschim Medinipur, 28/07/2026,

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে ঈশ্বর বাদল চন্দ্র মালিক পিতা ঈশ্বর সত্যচরণ মালিক খরিদসূত্রে প্রাপ্ত জমির মালিক হইয়া নিজের নাম ব্লক অফিসে নামপত্তন করেন। ১৯৮৯ সালে বাদল চন্দ্র মালিক এবং তার স্ত্রী যমুনা মালিক ১৯৯২ সালে পরলোক গমন করেন। এরপর তার পুত্র 1) যুধিষ্ঠির মল্লিক, 2) অশোক মল্লিক, 3) সুশীল মল্লিক, 4) শ্রীমতী অনু বাগ স্বামী মদন বাগ 5) সন্ধ্যা মালিক স্বামী ঈশ্বর ভীম মালিক এরা সকলে ওয়ারিশন বলে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। 1 হইতে 5 নম্বরের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার ও [illegible]

স্বাক্ষরিত/-প্রবীর কুমার রায়
অ্যাডভোকেট, আলিপুর জজ'স কোর্ট

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, মৃত [illegible] Title Suit No. 239/2000-এর পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি নিজ নিজ নামে রেকর্ড/নামজারি করান। [illegible] Deed No. 328/2013, DSR-I, Hooghly [illegible] Power of Attorney সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করেন, উক্ত Power of Attorney-এর ভিত্তিতে M/S DIMENSION @ DIMENTION-এর কর্ণধার শ্রীমতী অর্চনা দত্ত ও শ্রীমতী সার্বাণী রায় চৌধুরী, Developer হিসেবে, Charanjit Apartment-এর Flat No. F-1, প্রথম তলা, আনুমানিক 716 বর্গফুট, ২২.০২.২০১৬ তারিখের Registered Sale Deed No. 1042/2016-এর মাধ্যমে ANJANA BOSE, MOUMITA SHIL এবং MOUSUMI BOSE @ MOUSUMI BOSE MAZUMDER-এর নিকট বিক্রয় করেন, ADSR, Chinsurah-এ রেজিস্ট্রিকৃত। ক্রেতাগণ BL&LRO, Chinsurah-Mogra Block-এ নামজারির আবেদন করেছেন। তফসিল: Mouza–Kapasdanga, J.L. No.–10, R.S. Dag No.–1395, L.R. Plot No.–3156, L.R. Khatian Nos.–4270 ও 4271, Holding No.–946/406, Ward No.–8, Chinsurah Municipality, Hooghly। কোনো আপত্তি, দাবি, অধিকার, স্বত্ব, মালিকানা বা স্বার্থ থাকলে নির্ধারিত 30 দিনের সময়ে প্রমাণসহ জানাতে হবে। অন্যথায় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-প্রবীর কুমার রায়
অ্যাডভোকেট, আলিপুর জজ'স কোর্ট

জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, **শ্রী বিশ্বনাথ মণ্ডল,** পিতা–স্বর্গীয় স্নেহাংশু শেখর মণ্ডল, ১৭২, পশ্চিম বালাগড়, পোঃ সাহাগঞ্জ, থানা–চুঁচুড়া, জেলা–হুগলি– ৭১২১০৪, Central Bank of India, Singur Branch-এর নিকট ঋণ সুবিধার জন্য আবেদন করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, সম্পত্তির **১৯৫৯ সালের ০২৮২৯ নং Original বিক্রয় দলিল, DSR, Hooghly-তে রেজিস্ট্রিকৃত,** যা উক্ত সম্পত্তির Mother Deed, হারিয়ে গেছে। **এ বিষয়ে চুঁচুড়া থানায় GDE No. 1786 dated 30.04.2026** দায়ের করা হয়েছে এবং ‘The Morning India’ পত্রিকায় ১৮.০৭.২০২৬ ও ‘Ekdin’ পত্রিকায় ০৯.০৫.২০২৬ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত দলিল বা সম্পত্তি সম্পর্কে কারও কোনও দাবি, স্বত্ব, অধিকার বা আপত্তি থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে হবে; অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি বা আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। **তফসিল:** জেলা–হুগলি, মৌজা–বালাগড়, R.S. Dag No.–332, L.R. Dag No.–521, L.R. Khatian No.–1518, Holding No.– 1053, Ward No.–4, H.C. Municipality.

স্বাঃ/-
শ্রী ইন্দ্রজিৎ হাজরা,
BM, Central Bank of India,
Singur Branch
Mob: +91 94741 35430

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণদের জানানো হইতেছে যে মুল দলিল যাহা এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া, অফিসে ২০০৯ সালে রেজিস্ট্রীকৃত, যাহার দলিল নাম্বার ০৩৪০২/২০০৯, বুক নং-০১, ভল্যুম নং-১৪, পাতা ২১৫২-২১৬১, (যেখানে সুলতান মাহামুদ সেখ এবং তাহার আমমোক্তার সর্বানন্দ ঘোষ বিক্রেতাগন এবং কুবির চন্দ্র দাঁ ক্রেতা), এবং একই অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত, যাহার দলিল নাম্বার ১৫২৪/২০১৬, বুক নং-০১, ভল্যুম নং-৬১৬, পাতা ২৪০০৭-২৪০২০, (যেখানে কুবির চন্দ্র দাঁ বিক্রেতা এবং সৌমিক কুমার দত্ত ক্রেতা), উভয় দলিলের জেলা হুগলী, সাবরেজিষ্ট্রী অফিস পান্ডুয়া, থানা-পান্ডুয়া, মৌজা-বন্তিকা, জে.এল. নং-০৭, আর.এস. দাগ নাম্বার-১১১ এবং এল.আর. দাগ নাম্বার- ১২৮, যাহার হাল এল.আর. খতিয়ান নং-৬৬৯০, শিপ্রা দে নামে রেকর্ড ভুক্ত), জমি বাংলা মাপে ৫.৯৭ শতক, যাহা আমার মক্কেল শিপ্রা দে হারাইয়া ফেলেছেন এবং সেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি জি.ডি. ই. ০৪.০৯.২০২৬ তারিখে বৈঁচি টাউন আউট পোস্ট, পান্ডুয়া থানার অধিনে রুজু করা হইয়াছে, যাহার নং-৪০,তারিখ ০৪.০৯.২০২৬ এবং একটি হলফনামা (এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চুঁচুড়া কোর্ট হুগলী, যাহার নং-৩২, তারিখ ০১.০৯.২০২৬) জমা করেছেন। যদি কোনও ব্যক্তির বা সংস্থার উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বত্ত্বের অধিকার থাকে বা উক্ত দলিলে কোনও দাবি থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি থেকে ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে নিচে উল্লেখিত ব্যক্তির সঙ্গে তথ্য প্রমান সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় মনে করা হবে সম্পত্তিতে কোনো দায় নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকৃত হবে না।

শুভ্রজিৎ দত্ত
এ্যাডভোকেট
চুঁচুড়া কোর্ট
মোবাইল নং-৭০০৩৪৩১৭৬১

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, লিপিকা মন্ডল স্বামী- মানুয়েল মন্ডল, সাং- ডনবস্কো পাড়া, পো:- দয়াবাড়ি, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৫৬ পক্ষে বিগত ইংরেজি 11/05/2026 তারিখে I- 5110/2026 আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার মানুয়েল মন্ডল পিতা-মৃত রাফায়েল মন্ডল, সাং- ডনবস্কো পাড়া, পো:- দয়াবাড়ি, থানা-রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৫৬। তপশীল জে. এল ১৫২, মৌজা দয়াবাড়ি, এল. আর খতিয়ান নং ৫১৫০, আর. এস দাগ নং ৩০ ও ৩৫, বর্তমান এল. আর দাগ নং ৫৫, মোট জমির পরিমাণ ১০ শতক। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট-II B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)আজমিরা বিবি ওরফে মোসাম্মৎ আজমিরা খাতুন**, স্বামী কামালউদ্দিন, সাকিম পাটনা, মহানাদ, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৯, **২)তাহলিমা খাতুন ওরফে মোসাম্মৎ তাহমিনা খাতুন**, স্বামী সেখ বাবলু, সাকিম তালডাঙ্গা কাজীপাড়া, বুড়োশিবতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৫, **৩)কোহিনুর বেগম ওরফে মোসাম্মৎ কোহিনূর খাতুন**, স্বামী আবু হোসেন, সাকিম ভোতর, ভাস্তাড়া, গুড়াপ, হুগলী- ৭১২৩০৩, ১-৩নং এর পিতা মরহুম সেখ ইলিয়াস আলি ওরফে মহাম্মদ ইলিয়াস, **৪)সেখ রফিকুল হাসান, ৫)সেখ আজিত রহমান**, ৪-৫নং এর সাকিম দামপুর, আমড়া, দাদপুর, হুগলী- ৭১২১৪৯, **৬)সুরাইয়া ইয়াসমিন**, স্বামী সাহিদ মন্ডল, সাকিম কাদীপাড়া, বাবনান, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, **৭)হাসান ভাই সাহিনা বেন ওরফে সাহিনা বিবি**, স্বামী হাসান সেখ, সাকিম শ্রীরামপুর, কালনা, বর্ধমান-৭১৩৪০৯, ৪-৭নং এর পিতা মরহুম সেখ আসগার আলি, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২২/০৬/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05736/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(৮)সেখ আসরাফ আলি,** পিতা মরহুম সেখ ইলিয়াস আলি ওরফে মহাম্মদ ইলিয়াস, সাকিম আমড়া, দাদপুর, হুগলী- ৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ২২/০৮/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-09917/ 2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ আব্দুল রহিম,** পিতা মরহুম সেখ আব্দুল খালেক, সাকিম দামপুর, আমড়া, দাদপুর, হুগলী- ৭১২১৪৯, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা দামপুর, ১০ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮১ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক ৯৫০ তথা হাল এল.আর. ১০৩৪ নং দাগে, শুনা জমি ষোল আনায় ১০ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সেখ আব্দুল রহিম,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা- দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- সেখ আসরাফ আলি, আমমোক্তার

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১ ভাদ্র ১৪৩৩, মঙ্গলবার

নজরদারি থেকে জরুরি পরিষেবা, কলকাতা পুলিশ পেল ৫০টি বাইক ও ১টি গাড়ি

ভিআইপি কনভয়ে পাইলট কারের বদলে বাইকের প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুলিশের যানবাহনে এবার যুক্ত হল ৫১টি নতুন গাড়ি ও বাইক। সোমবার লালবাজারে এক অনুষ্ঠানে একটি বেসরকারি গাড়ি নির্মাতা সংস্থা কলকাতা পুলিশকে ৫০টি দু'চাকার বাইক এবং একটি চারচাকার গাড়ি উপহার দেয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন যানগুলি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পতাকা উত্তোলনের পর নতুন যানবাহন নিয়ে একটি র‍্যালিও বের করে কলকাতা পুলিশ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন এই যানগুলি শহরের পুলিশি কাজ, জরুরি পরিষেবা এবং বিভিন্ন এলাকায় নজরদারির কাজে ব্যবহার করা হবে বলে সূত্রের খবর। নতুন বাইক ও গাড়ি যুক্ত হওয়ায় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছনো এবং জরুরি পরিস্থিতিতে পরিষেবা দেওয়ার সুবিধা বাড়বে বলেই মনে করছে প্রশাসন।

সোমবারের এই অনুষ্ঠানে পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, নতুন যানবাহন জরুরি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। তাঁর মতে, কম সময়ের মধ্যে আরও দ্রুত পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে। ভিআইপি নিরাপত্তা ও কনভয় নিয়েও এদিন একটি প্রস্তাব দেন পরিবহণমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, পাইলট কারের কারণে অনেক সময় শহরে যানজট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেই কারণেই ভবিষ্যতে ভিআইপি কনভয়ের ক্ষেত্রে পাইলট কারের বদলে বাইক ব্যবহার করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে প্রস্তাব রাখেন তিনি।

শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার প্রশ্নে সম্প্রতি আরও কিছু উদ্যোগের বিষয় সামনে আনা হয়। গত মাসে কলকাতার ট্রাম পরিষেবাকে নতুনভাবে সাজানোর সম্ভাবনা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন অর্জুন সিং। কলকাতায় নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেল বার্নার্ড লিঞ্চের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা হয়। বিজেপির অভিযোগ, পূর্বতন তৃণমূলের সরকার কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রাম পরিষেবার দিকে যথেষ্ট নজর দেয়নি। বিজেপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান রাজ্য সরকার বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়েকটি রুটে ফের ট্রাম চালুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। ট্রামের আধুনিকীকরণের পাশাপাশি রাজ্যের পরিবহণ পরিষেবা কী ভাবে আরও উন্নত করা যায়, সেই বিষয়েও আলোচনা চলছে বলেই জানান পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং।

পুজোয় কে কী খাবেন, তা বিজেপি নয়, সাধারণ মানুষ ঠিক করবে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে রাজ্যে সাধারণ মানুষ কে কি খাবে, তা বিজেপি নয়, সাধারণ মানুষ নিজেই ঠিক করবেন। সোমবার দুর্গাপুজোতে আমিষ-নিরামিষ বিতর্ক নিয়ে বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট করলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গে কে কী খাবেন বা কী পরবেন, তা নিয়ে বিজেপির কোনও বক্তব্য নেই, বাঙালির খাদ্যাভ্যাসকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তাই নিয়ে ফের একবার নিজের দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, মাছ-মাংস বা নিরামিষ খাবার বেছে নেওয়ার অধিকার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, সেখানে বিজেপি বা অন্য কারোর কিছু বলার নেই। সম্প্রতি বাগেশ্বর ধামের প্রধান ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর নিরামিষ খাওয়ার আবেদন প্রসঙ্গ নিয়ে শমীক বলেন, একজন সাধক হিসেবে তিনি নিজের মতামত বা পরামর্শ দিতেই পারেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কী খাবেন, সেই সিদ্ধান্ত অন্য কেউ ঠিক করে দিতে পারেন না। তা বাঙালির নিজস্ব বিষয়।

সোমবার শমীক আরও বলেন, বাঙালি তার দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাস মেনেই চলবে। কেউ মাছ-মাংস খাবেন, কেউ নিরামিষ খাবেন। এই পছন্দের মধ্যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রশ্ন নেই বলেই তাঁর দাবি। কাউকে কী খেতে হবে, তা নির্ধারণ করে দেওয়া বিজেপির নীতি নয়।

এভাবেই সোমবার খাদ্যাভ্যাস নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করার পাশাপাশি বিজেপির আসন্ন কর্মসূচি নিয়েও বলেন শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছরের প্রশাসনিক যাত্রা মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে। একই সঙ্গে তাঁর সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং সাধারণ মানুষের জীবনে তার প্রভাব নিয়েও প্রচারের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এক মাসব্যাপী এই কর্মসূচিকে শুধু রাজনৈতিক প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে না বিজেপি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে দলের। একেবারে বুথ স্তর পর্যন্ত বিজেপি কর্মীরা মানুষের কাছে পৌঁছবেন বলে জানান শমীক। এছাড়াও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য মানুষ যাতে সেই সুবিধা পান, সে ব্যাপারেও তাঁরা কাজ করবেন। মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে 'সেবা সংকল্প অভিযান'কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে বিজেপি।

কলকাতা হাইকোর্টে বড় জয় মহুয়া মৈত্রের

বাতিল কৃষ্ণনগর আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিতর্কিত মন্তব্যের জল বহুদূর গড়ালেও অবশেষে কলকাতা হাইকোর্টে বড়সড় আইনি স্বস্তি পেলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর বিরুদ্ধে নদিয়ার কৃষ্ণনগর জেলা আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং মামলা সংক্রান্ত পূর্বের যাবতীয় নির্দেশ খারিজ করে দিল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। এখানেই শেষ নয়, বিতর্ক ও নিরপেক্ষতার স্বার্থে কৃষ্ণনগর আদালত থেকে এই মামলা একলপ্তে বিধাননগরের বিশেষ এমপি-এমএলএ আদালতে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিরা। হাইকোর্টের এই রায়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে ঘাসফুল শিবির। ঘটনার সূত্রপাত গত জুলাই মাসে। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের একটি বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে নতুন কার্যকর হওয়া 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'-র একাধিক কঠোর ধারায় সাংসদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। মামলায় তাঁকে একাধিকবার সশরীরে হাজিরার জন্য সমন পাঠায় কৃষ্ণনগরের তৃতীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। কিন্তু ব্যস্ততা ও অন্যান্য আইনি কারণ দেখিয়ে মহুয়া হাজিরা না দেওয়ায়,

শেষমেশ গত মাসে তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে নদীয়ার ওই নিম্ন আদালত।

নিম্ন আদালতের এই পরোয়ানাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কালবিলম্ব না করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কৃষ্ণনগরের সাংসদ। প্রথম দিনই গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত। সোমবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি আর্যক দত্তের ডিভিশন বেঞ্চে এই হাইপ্রোফাইল মামলার চূড়ান্ত শুনানি ছিল। শুনানিপর্ব শেষে ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দেয়, কৃষ্ণনগর জেলা আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং তা খারিজ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে নিম্ন আদালতের সমস্ত নির্দেশ বাতিল করে মামলাটি কলকাতার বিধাননগর বিশেষ এমপি-এমএলএ আদালতে পাঠায় হাইকোর্ট।

আইনজীবীদের সূত্রে খবর, মহুয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যে ধারাগুলিতে মামলা রুজু হয়েছে, সেগুলি যথেষ্ট কড়া। যার মধ্যে রয়েছে ধারা ৭৯-তে নারীর শ্লীলতাহানি ও মর্যাদাহানির চেষ্টা। পাশাপাশি রয়েছে ধারা ১৯৬-এ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা উসকে দেওয়ার চক্রান্ত। এছাড়াও রয়েছে, ধারা ২৯৯-তে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা। পাশাপাশি রয়েছে ধারা ৩৫১-য় অপরাধমূলক ভয় দেখানোর অভিযোগ। সঙ্গে রয়েছে ধারা ৩৫৩(২)-তে সমাজে বৈরিতা বা বিদ্বেষ ছড়ানোর লক্ষে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য পেশ।

উল্লেখ্য, আইনি এই জটিলতার পাশাপাশি সাংসদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও কড়া অবস্থান নিয়েছে হাইকোর্ট। সম্প্রতি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে, মহুয়া মৈত্র যখনই নিজের লোকসভা কেন্দ্র কৃষ্ণনগরে পা রাখবেন, রাজনৈতিক হয়রানি ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তাঁর সুরক্ষায় সর্বক্ষণ দু'জন সশস্ত্র পুলিশকর্মী মোতায়েন রাখতে হবে।

দমকল বিভাগের নোটিসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর খালি করার জন্য রাজ্যের দমকল বিভাগের দেওয়া নোটিসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টে তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলা দায়ের করার আর্জি জানায় কালীঘাট শিবির। আদালত সেই মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে। আগামী শুক্রবার এই মামলার শুনানি হতে পারে বলে হাইকোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে।

আদালত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের একটি বহুতলের সপ্তম ও অষ্টম তলায় ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল দপ্তরটি রয়েছে। সম্প্রতি ওই ভবনের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে দমকল বিভাগ দেখতে পায়, সপ্তম ও অষ্টম তলায় অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা একেবারেই যথাযথ নয়। এমনকী ওই ভবনের ফায়ার এনওসি-র মেয়াদও ফুরিয়ে গিয়েছে। এরপরই নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে ভবনটি অবিলম্বে খালি করার জন্য মালিকপক্ষকে নোটিস ধরায় দমকল। তার ভিত্তিতেই দপ্তর খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় সাংসদের কার্যালয়কে। দমকলের এই নির্দেশের পেছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে দাবি করে আদালতের দরজায় কড়া নাড়ে তৃণমূল। সোমবার শুনানির আর্জি শুনে বিচারপতি কৃষ্ণ রাও কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ পেশ করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর তো সেখানে ভাড়াটিয়া হিসেবে রয়েছে। ফায়ার সেফটির দায়িত্ব তো ভবনের মালিকের। তবে স্থান খালি করার জন্য কি আদৌ ভাড়াটিয়াদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়েছিল?' একই সঙ্গে মূল মালিকপক্ষ কেন আদালতের শরণাপন্ন না হয়ে চুপ করে রয়েছে, তা নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারপতি। উল্লেখ্য, ক্যামাক স্ট্রিটের এই দপ্তরটি নিয়ে জলঘোলা নতুন নয়। মালিকপক্ষের অভিযোগ ছিল, অভিষেকের লোকজনেরা জোর করে ওই অংশটি দখল করে রেখেছেন এবং এই সংক্রান্ত একটি ভাড়া সংক্রান্ত মামলা ইতিমধ্যে নিম্ন আদালতে বিচারাধীন। সেই মামলায় নিম্ন আদালত অবশ্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখারই নির্দেশ দিয়েছিল। হাইকোর্টে এদিন সেই নির্দেশের কথাও তুলে ধরেন তৃণমূলের আইনজীবীরা।

অন্যদিকে, দমকলের নোটিসে বলা হয়েছিল, সপ্তম ও অষ্টম তলায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায় ভবনের মালিকের হলেও তিনি ফায়ার সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণের জন্য কোনও পদক্ষেপ করেননি।

পার্ক সার্কাসে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদের অফিসে ইডির হানা

বেআইনি লেনদেনের অভিযোগে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোর হতে না হতেই শহর কলকাতায় ফের সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। সোমবার সকালে পার্ক সার্কাস এলাকায় আচমকাই হানা দিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। ইডি সূত্রে খবর, মূল লক্ষ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হকের মালিকানাধীন উর্দু সংবাদপত্র 'আখবার-ই-মশরিক'-এর মূল কার্যালয়। সকাল থেকেই এই অভিযানকে কেন্দ্র করে পার্ক সার্কাস সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, উক্ত উর্দু সংবাদপত্রটির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে একাধিক অসঙ্গতিপূর্ণ আর্থিক লেনদেনের হদিশ মিলেছে। বেশ কিছু বেআইনি ও ভুয়ো আর্থিক কারবারের সূত্র ধরেই এই অভিযান চালানো হচ্ছে। ইডি আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, ওই সংবাদপত্রের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে বড়সড় অর্থের হেরফের করা হয়ে থাকতে পারে। সেই লেনদেনের উৎস এবং প্রকৃত গন্তব্য জানতেই মূলত সোমবার সকালে এই তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়।

এদিকে সূত্রে খবর, এদিন সকাল থেকেই নিরাপত্তার স্বার্থে পুরো দপ্তর চত্বর ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তল্লাশি প্রক্রিয়া চলাকালীন যাতে বাইরে থেকে কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে না পারেন কিংবা ভিতর থেকে কোনও নথি সরিয়ে ফেলা না যায়, তার জন্য অফিসের মূল দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেন তদন্তকারীরা। ভেতরের সমস্ত কাগজপত্র, আর্থিক সংক্রান্ত নথি এবং কম্পিউটার সার্ভার খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, পার্ক সার্কাসের এই উর্দু সংবাদপত্রটির ব্যাপ্তি নেহাত কম নয়। জানা গিয়েছে, কলকাতা ছাড়াও দিল্লি, রাঁচি, আসানসোল, শিলিগুড়ি, ভোপাল, লখনউ এবং শ্রীনগর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয় 'আখবার-ই-মশরিক'। যার ফলে গোটা দেশের একাধিক রাজ্যের শাখা থেকে হওয়া লেনদেনের হিসাবও ইডির আতসকাঁচের নিচে রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দৈনিকটির ডিরেক্টর পদে রয়েছেন খোদ তৃণমূল সাংসদ নাদিমুল হক। ফলে এই আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে তাঁর ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, দপ্তরে নথি তল্লাশির পাশাপাশি সাংসদ নাদিমুল হককেও মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ইডি আধিকারিকরা। এর পেছনে অন্য কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির হাত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ডেঙ্গু নিধন অভিযান শেষ হতেই প্রকাশ্যে তিলোত্তমার ভয়াবহ ছবি

আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজারের কাছাকাছি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিনদিনের ডেঙ্গু নিধন অভিযান 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' শেষ হতেই প্রকাশ্যে এল তিলোত্তমার আশঙ্কাজনক ছবি। স্বাস্থ্যদপ্তর ও কলকাতা পুরসভার যৌথ সমীক্ষায় ধরা পড়েছে শহরের উত্তরাঞ্চলে ঘরে ঘরে জ্বরের প্রকোপ আর দক্ষিণ কলকাতাজুড়ে চলছে মশার অবাধ রাজত্ব। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজারের গণ্ডি ছুঁইছুঁই। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে আগামী অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুরসভা সূত্রে খবর, স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন জ্বরে আক্রান্তদের। টানা দু'দিনের বেশি জ্বর বা ডেঙ্গুর উপসর্গ থাকলে সংশ্লিষ্টদের দ্রুত নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই তল্লাশি অভিযানেই উঠে এসেছে বরোভিত্তিক ডেঙ্গু ও মশার লার্ভার এই পরিসংখ্যান।

এদিকে জ্বরের দাপট উত্তর ও মধ্য কলকাতায় পুরসভার সমীক্ষা অনুযায়ী, জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যার দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে বরো নম্বর ২ অর্থাৎ শ্যামবাজার, হাতিবাগান, শোভাবাজার এলাকা। সেখানে ৩৫ জন জ্বরে আক্রান্ত, যা শহরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর পরেই রয়েছে বরো নম্বর ৯ অর্থাৎ আলিপুর, একবালপুর, চেতলা ও মোমিনপুর অঞ্চল, যেখানে ৩১ জনের শরীরে জ্বরের খোঁজ মিলেছে। তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে বরো নম্বর ৮ অর্থাৎ ভবানীপুর, গড়িয়াহাট ও রাসবিহারী এলাকা। মশার লার্ভার মুক্তাঞ্চল দক্ষিণ কলকাতা জ্বরের পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন এলাকায় জমা জলে এডিস মশার লার্ভার রমরমা দেখা গিয়েছে। পরিত্যক্ত টায়ার, আইসক্রিমের কাপ, ও ক্ষতিকর মাটির ভাঁড়ে জমা জল থেকে ছড়াচ্ছে মশা। লার্ভা মেলার নিরিখে প্রথম স্থানে রয়েছে বরো নম্বর ১০ অর্থাৎ নিউ আলিপুর, টালিগঞ্জ, কসবা, রথতলা, ঢাকুরিয়া, গড়ফা, লেক গার্ডেন্স, কাটজুনগর ও বিজয়গড় এলাকা। এই বরোর ৮১, ৮৯ এবং ৯১ থেকে ১০০ নম্বর ওয়ার্ড জুড়ে মোট ৩২৬টি স্থানে মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বরো নম্বর ১১-র ২১৭টি স্থান এবং তৃতীয় স্থানে থাকা বরো নম্বর ১৪-র ১৪৬টি এলাকা থেকে মশার লার্ভা উদ্ধার করা হয়েছে।

পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, বিপদের কেন্দ্রবিন্দু ফাঁকা জমি ও নির্মাণস্থল সমীক্ষায় শহরের বেশ কিছু চরম বিপজ্জনক পকেট চিহ্নিত করেছেন পুরকর্মীরা। তাঁদের দেওয়া তথ্য অনুসারে, শহরের ৭৬টি নির্মীয়মাণ বহুতলে জল জমে থাকতে দেখা গিয়েছে। এর পাশাপাশি ৫৬টি পরিত্যক্ত ফাঁকা জমি চিহ্নিত করা হয়েছে, যা দ্রুত পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, শহরের ২৮টি পুকুর ও জলাশয় পলি ও আবর্জনায় বুজে রয়েছে, যা ডেঙ্গু মশার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে।

'যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়!'

অভিষেকের বিরুদ্ধে লাগাতার এফআইআরে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধারে জোড়া বা একাধিক মামলা ও এফআইআর দায়েরের ঘটনায় চরম অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিধানসভার ভোটের পর থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হচ্ছে বলে পর্যবেক্ষণ আদালতের। মূলত তাঁর স্বপ্নের 'সেবাশ্রয়' স্বাস্থ্যশিবিরকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া দুর্নীতি ও চিকিৎসায় গাফিলতির মামলায় সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দিল, এখনই রাজ্য পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট বিভাগ অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারবে না। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত মিলল তাঁর অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, নিজের সংসদীয় এলাকায় দু'দফায় 'সেবাশ্রয়' শীর্ষক নিদান ও চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করেছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই জনকল্যাণমূলক শিবিরকে নিশানা করে বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববি বিষ্ণুপুর থানায় বেআইনি কার্যক্রম ও গাফিলতির অভিযোগ তোলেন। পরে রবীন্দ্রনগর থানাতেও একই ধাঁচের অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগকারীর দাবি, কোনো রকম মেডিক্যাল স্ট্যাটুটারি বোর্ড বা ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইনের অনুমতি না নিয়েই এক্স-রে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফির মতো পরীক্ষার মেশিন চালানো হয়েছে। পাশাপাশি একাধিক রোগীর ভুল চিকিৎসার মতো গুরুতর সুর চড়ানো হয়।

এদিন শুনানির শুরুতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'গত ২১ মে থেকে একই ধরনের অভিযোগ শুনে শুনে আদালত ক্লান্ত। একই ব্যক্তি যিনি নির্বাচনে হেরেছেন, তিনিই বারবার গিয়ে একই অভিযোগ ঠুকছেন! অন্তত তিনটি মামলা দেখলাম যার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই।' বিচারপতি অত্যন্ত কড়া সুরেই হুঁশিয়ারি দেন, 'এনাফ ইজ এনাফ অর্থাৎ'। পরিস্থিতি যদি এই দিকেই গড়ায়, তবে আদালতের আদেশ বা অনুমতি ছাড়া অভিষেকের বিরুদ্ধে নতুন করে আর কোনও এফআইআর দায়ের করা যাবে না, এমন কড়া নির্দেশ দিতে বাধ্য হব।'

এরই প্রেক্ষিতে আদালতের নজরে আনা হয়, তৃণমূল শাসক হিসেবে থাকাকালীন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে একসময় লাগাতার এফআইআর করা হচ্ছিল এবং তখন হাইকোর্ট তাঁর রক্ষাকবচ হিসেবে নির্দেশ দিয়েছিল যে আদালতের অনুমতি ব্যতিরেক কোনও এফআইআর হবে না। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ ও অয়ন ভট্টাচার্যরা সেই উপমার প্রসঙ্গ টেনে দেখান যে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এই ধরনের মামলা করা হচ্ছে। এর জবাবে বিরোধী পক্ষের আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করেন, নির্বাচনে হেরেছেন বলেই কি অভিযোগ করার অধিকার থাকবে না? কারণ, একজন নয়, বহু মানুষ এর শিকার হয়েছেন।

তদুপরি, বিচারপতির যুক্তিনিষ্ঠ প্রশ্নে ব্যাকফুটে চলে যায় অভিযোগকারী পক্ষ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ভুল চিকিৎসার অভিযোগ যদি উঠেও থাকে, তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে তো ডাক্তার হিসেবে চিকিৎসা করেননি। তাহলে কোন যুক্তিতে তাঁকে সরাসরি যুক্ত করে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আর্জি জানানো হচ্ছে? তাছাড়া ভুল চিকিৎসা হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ পেশ করা হয়নি কেন তা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি।

সম্পাদকীয়

বেসরকারি পুঁজির দরজা খুলে দিতেই মহাকাশ গবেষণায় আসছে ভারতের সাফল্য

কয়েক বছর আগে দেশ জোড়া তুমুল বিতর্কের মাঝে মহাকাশ গবেষণায় বেসরকারি পুঁজির দরজা খুলে দিয়েছিল ভারত। এই নিয়ে কম সমালোচনা হজম করতে হয়নি মোদি সরকারকে। কিন্তু সিদ্ধান্তে অটল ছিল কেন্দ্রীয় সরকার। আজকে দাঁড়িয়ে গত ৫ বছরের তথ্য বলছে, এর সুফল পেতে শুরু করেছে দেশ। মহাকাশ গবেষণায় বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ যত বাড়ছে, স্পেস সেক্টরে ততই বড় লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে ভারত। আইএনএসপিএসিই বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেস প্রোমোশন অ্যান্ড অথরাইজেশন সেন্টারের চেয়ারম্যান পবন কে গোয়েঙ্কার কথাতেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁর কথায়, পাঁচ বছর আগে দুটি মূল লক্ষ্য সামনে রেখে ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্র বেসরকারি সংস্থাগুলির জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। প্রথমত, আইএসআরও বা ইসরোকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া, দ্বিতীয়ত, মহাকাশ ক্ষেত্রে বড় পরিসরে কাজ করার জন্য বেসরকারি শিল্পকে সুযোগ করে দেওয়া। তাঁর দাবি, পাঁচ বছর পর দেখা যাচ্ছে, সেই দুই লক্ষ্যই ধীরে ধীরে বাস্তব রূপ পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ইসরোর ইওএস-০৫ মিশনকে বড় সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন পবন গোয়েঙ্কা। একইসঙ্গে তাঁর দাবি, এটা তো কেবল শুরু। পাঁচ বছর আগে ভারতে যেখানে হাতে গোনা কয়েকটি মহাকাশ স্টার্টআপ ছিল, বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে সাড়ে চারশো পেরিয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতের বেসরকারি সংস্থাগুলিও ইতিমধ্যে রকেট উৎক্ষেপণ করে সেটিকে কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতাও অর্জন করে ফেলেছে। যাকে খুব বড় সাফল্য হিসেবেই দেখছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। এই প্রসঙ্গে ভারতের লক্ষ্যও জানিয়েছেন তিনি। যা অত্যন্ত উৎসাহজনক।তাঁর মতে, এবার ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল মহাকাশ ক্ষেত্রের এই অগ্রগতিকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়া। সেই লক্ষ্যেই ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ৫০টি রকেট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যা শুধু সরকারি উদ্যোগে সম্ভব নয়। বেসরকারি সংস্থাগুলিকে সমান ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই এগোবে দেশ।

শব্দছক ২৬৩

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. কোন সময়ে ৩. ইংরেজীতে পাইন এ্যাপেল ৬. গ্রাউন্ডনাটের বাংলা ৭. রাজস্থানে মরুভূমি ৮. প্রভু ১০. মা কালীর প্রিয় ফুল ১২. হিন্দুধর্মে বেদের সংখ্যা ১৩. মুষরে থাকা ১৫. সহযোগীতা ১৭. দ্বারে স্থাপন করা মাটির পাত্র ২০. সফেদ ২১. প্রচণ্ড ২২. কার্তিকী পূর্ণিমায় গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাচ ২৪. মৃত্যুর পরে পাপীদের শাস্তি পাবার স্থান ২৫. আমরণ ২৬. উদ্দেশ্যসহ পায়চারী

ওপর-নিচ: ১. টক-কশাটে মিশ্রিত চাটনীর আনাজ ২. মুসলমান সম্রাট ৩. সমগ্র জনগণ ৪. জগন্নাথ দেবের যান ৫. বক্র-র বিপরীত ৯. রসহীন ১১. বাঁ-হাতের দিক ১৩. শিল্পী দৈত্য ১৪. শ্রীরামচন্দ্র ১৬. হাস্য করা ১৮. বেসামাল ১৯. সমাধান ২১. আবির্ভাব ২৩. সমস্ত

সমাধান ২৬২ — পাশাপাশি: ১. আশা ২. বেকসুর ৪. লোহা ৬. নামকরা ৮. কামার ১০. রত ১১. বিরল ১২. লক্ষ্মণ ১৪. ভূত ১৬. রাবণ ১৭. গরমিল ১৯. পমা ২০. কলতান ২১. যশ

ওপর-নিচ: ১. আপনার ২. বেহারা ৩. সুরকার ৪. লোক ৫. নর ৭. মতলব ৯. মালভূমি ১৩. ক্ষণকাল ১৫. তলদেশ ১৬. রাজা ১৭. গগন ১৮. রমা

আজকের দিন

■ **১৯৪১** — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান ও ফিনিশ বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে লেনিনগ্রাদের উপর তাদের নৃশংস, বহু বছরব্যাপী অবরোধ শুরু করে।

■ **১৯৬৬** — কিংবদন্তীসম সাই-ফাই টেলিভিশন সিরিজ স্টার ট্রেক-এর সর্বপ্রথম পর্ব ('দ্য ম্যান ট্র্যাপ') এনবিসি-তে সম্প্রচারিত হয়েছিল।

জন্মদিন

আশা ভোঁসলে

১৯২৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন।*
১৯৩৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী ভবিষ্যতে ক্রমশ ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্য হয়ে উঠবে?

অসীম সুর চৌধুরী

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্যতম জনক হিসাবে যার নাম উচ্চারিত হয় তিনি হলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী জন ম্যাকার্থি। তাঁর অন্যান্য সহযোগীরা ছিলেন হার্বার্ট এ সায়মম, মার্ভিন মিনস্কি, অ্যালেন নিউয়েল প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। ১৯৫৬ সালে আমেরিকার ডারমাউথ কলেজের এক সম্মেলনে ড. ম্যাকার্থি প্রথম 'আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স' কথাটা ব্যবহার করেন। সেই থেকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আজকের 'চ্যাট জিপিটি'তে এসে পৌঁছেছে। কয়েক দশক ধরেই আমরা ধাপে ধাপে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্তরণ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে। গুগল ম্যাপের সাহায্য নিয়ে কোনও অজানা ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছি। অনেক ই- কমার্স সংস্থার ওয়েবসাইটে ঢুকলে এদের অ্যাসিসট্যান্ট আপনার কাছে সমস্যা জানতে চাইবে। আপনি কিছু লিখলেই তারা তার উত্তর দেবে। এগুলো সবই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন।

কয়েক মাস আগে জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান 'ভলকার তুর্ক' বলেছেন, তজেনারেটিভ এআই আধুনিক যুগের ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্য হয়ে উঠতে পারে।ত

জেনারেটিভ এআই হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি বিশেষ ধরন যা নিজে থেকেই নতুন লেখা, ছবি, অডিও এবং ভিডিও তৈরি করতে পারে।

মিঃ তুর্ক আরও বলেছেন, তজেনারেটিভ এআই-এর অসাধারণ প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক লাভের জন্য এর ব্যবহার মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রভাবশালী প্রযুক্তি কোম্পানীগুলো জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালু করলে মানবাধিকার সবার আগে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের প্রতি হুমকি তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।ত মিঃ তুর্ক আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন,দযথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা ও বিধিনিষেধ না থাকলে এআই সিস্টেম আধুনিক যুগের ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্যে পরিণত হবে। বিভিন্ন দেশের সরকারের দায়িত্ব রয়েছে একসঙ্গে যুক্ত হয়ে এই পরিণতি প্রতিরোধ করা।ত

শুধু জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ই নয়, আরও অনেকেই এ আই নিয়ে উদ্বেক প্রকাশ করেছেন। তবে এর পক্ষে বলার লোকও কম নেই। এই

(১)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আই ব্যাপারটা কী? একে নিয়ে কেনই বা এত হৈ চৈ আবার উদ্বেগও ? গোঁড়া থেকে জেনে নেওয়া যাক।

সোজা কথায় বলতে গেলে, এআই হচ্ছে কম্পিউটার দ্বারা প্রদর্শিত বুদ্ধি। এই পদ্ধতিতে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কম্পিউটার দ্বারা অনুকরণ করার চেষ্টা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে 'মেসিন লার্নিং' ও 'ডিপ লার্নিং' এর মতো বিশেষ ধরনের ভাষাগুলো কম্পিউটারকে মানুষের মতো ভাবতে সাহায্য করে। মেসিন তখন বুদ্ধিমত্তা দেখায়। এআই মানুষের যুক্তি, সমস্যা ও পরিকল্পনাগুলো উপলব্ধি করে তার সমাধান বাতলাতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্যতম জনক হিসাবে যার নাম উচ্চারিত হয় তিনি হলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী জন ম্যাকার্থি। তাঁর অন্যান্য সহযোগীরা ছিলেন হার্বার্ট এ সায়মম, মার্ভিন মিনস্কি, অ্যালেন নিউয়েল প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। ১৯৫৬ সালে আমেরিকার ডারমাউথ কলেজের এক সম্মেলনে ড. ম্যাকার্থি প্রথম 'আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স' কথাটা ব্যবহার করেন। সেই থেকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আজকের 'চ্যাট জিপিটি'তে এসে পৌঁছেছে।

কয়েক দশক ধরেই আমরা ধাপে ধাপে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্তরণ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে। গুগল ম্যাপের সাহায্য নিয়ে কোনও অজানা ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছি। অনেক ই- কমার্স সংস্থার ওয়েবসাইটে ঢুকলে এদের অ্যাসিসট্যান্ট আপনার কাছে সমস্যা জানতে চাইবে। আপনি কিছু লিখলেই তারা তার উত্তর দেবে। এগুলো সবই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন। এছাড়া এ আই-এর কেরামতি দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দিয়েছে, ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি চালিয়েছে, রোগীর পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে বর্তমানের রোগ সারিয়েছে। তাই আমাদের প্রতিদিনের জীবনে এআই প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সাম্প্রতিককালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রয়োগ হচ্ছে 'চ্যাট জিপিটি'।

চ্যাট জেনারেটিভ প্রি-ট্রেইনড ট্রান্সফর্মার বা সংক্ষেপে চ্যাট-জিপিটি হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটা 'চ্যাটবট' অর্থাৎ আলাপচারিতা করার মাধ্যম। এখানে আমাদের নানারকম প্রশ্নের জবাব নিয়ে সে হাজির। আমরা যেভাবে যে ফরম্যাটে চাইব, সে সেইভাবেই উত্তর দেবে। বিশাল তথ্যভাণ্ডার রয়েছে এর কাছে। গুগল বা মাইক্রোসফট এজের মতো সার্চ ইঞ্জিনগুলোর কাছে কোনও অনুসন্ধান করতে গেলে তারা এই সম্বন্ধীয় লিঙ্কগুলো আমাদের কাছে হাজির করে। কিন্তু চ্যাট-জিপিটি সরাসরি উত্তর দিয়ে দেয় যার সিংহভাগই সঠিক।

(২)

২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর উদ্বোধন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চ্যাট- জিপিটি সারা পৃথিবীতে বেশ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে। আগমনের মাত্র দু'মাসের মধ্যেই প্রায় ১০ কোটি মানুষ এটা ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।

আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোর একটা সংস্থা 'ওপেন এআই', যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করছে, তারাই চ্যাট-জিপিটির উদ্ভাবক। মাত্র দশ বছর আগে তৈরি হওয়া এই কোম্পানির মূল লক্ষ্য হল নিরাপদ ও সুবিধাজনক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করা। এর আগে এরা জিপিটি-৩ নামে একটা অ্যাপ বানিয়েছিল যা কিনা প্রায় মানুষের মতো নানা রচনা ও প্রবন্ধ লিখতে পারত। এরপর এদের 'ডেল- ই' নামের অ্যাপ লেখা পড়ে ছবিও বানাতে লাগল। আর তারপর চ্যাট-জিপিটির উন্নত সংস্করন তো দুনিয়াকে মাত করে দিয়েছে। হালে এদের নতুন সংস্করন জিটিপি , ৫ এর উদ্বোধন হল ৭ই আগস্ট ২০২৫।

চ্যাট-জিপিটি অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে টেক্কা দিয়ে তার থেকে অনেক কম সময় ও ভালোভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পারে। কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হল,

- কাস্টমার পরিষেবা সকল ধরনের প্রশ্নোত্তর ও সমস্যার সমাধান এরা মানুষের থেকে তাড়াতাড়ি করতে পারবে।
- লেখালেখি কোনও গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ লেখা, সারাংশ বানানো কিংবা অনুবাদ করা, সব ব্যাপারেই চ্যাট-জিপিটি সিদ্ধহস্ত।
- সহকারী কোনও ব্যক্তিগত কাজ বা সময় কাটানোর জন্য ভার্চুয়াল সহকারী হিসাবে এরা দারুণ কাজ করে। কোনও বিষয়ে পরামর্শ দিতেও এরা পিছপাও হয় না।
- স্বাস্থ্যসেবা এই ক্ষেত্রতে চ্যাট - জিপিটি বিরাট অবদান রাখতে পারবে। লাখ লাখ মানুষের তথ্য বিশ্লেষণ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চিকিৎসকের থেকেও আরও বেশি কার্যকরী ওষুধ রোগীকে দিতে পারবে।

চ্যাট-জিপিটির হাত ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই উত্তরণে যেমন অনেক মানুষ উৎসাহিত, তেমনি অনেকের মধ্যে শঙ্কা ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ২০২৩ সালে বিশ্বের কিছু নামি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান একটা খোলা চিঠি প্রকাশ করেছিলেন। তাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণা বন্ধ রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। ওই চিঠিতে সই করেছেন টেসলা ও টুইটারের মালিক ইলন মাস্ক, অ্যাপল কোম্পানির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ ওজনিয়াক এবং আরও কিছু সম্মানীয় ব্যক্তিও

(৩)

প্রতিষ্ঠান। তাঁরা সতর্ক করেছেন যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যে প্রতিযোগিতা চলছে তা একদিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তখন এআই মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে লড়াই চালাবে এবং সমাজ ও মানবতার জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া নানা ভুয়ো খবর প্রচার করে আমাদের সমাজকে কলুষিত করতে পারে। তাঁদের আশঙ্কা, এআইয়ের জন্য প্রচুর মানুষ চাকরি হারাবেন। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক 'গোল্ডম্যান স্যাক্স' তার সাম্প্রতিক রিপোর্টে এই আশঙ্কাকে আরও শক্তিশালী করেছে। তাদের প্রতিবেদন বলছে, ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ চাকরি হারাবেন বা চাকরি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন।

তবে অনেক বিশেষজ্ঞ আবার এআই নিয়ে এই আশঙ্কাকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না। 'ওপেন এআই' এর সিইও স্যাম অল্টম্যান তাঁদের মধ্যে একজন। ভবিষ্যতে অনেকের চাকরি ছাঁটাই হতে পারে একথা স্বীকার করেও মি. অল্টম্যান কয়েক বছর আগে বলেছিলেন যে, এ আই ছাপাখানার মতো শিল্পে পরিণত হতে পারে এবং ভবিষ্যতের অর্থনীতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বড় ধরনের প্রভাব থাকবে। আমেরিকার সেনেটর জন হাওলে বলেছেন যে, এআই একটা বৈপ্লবিক প্রযুক্তি যাকে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আবার অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন যে, নতুন প্রযুক্তি আসা মানেই খারাপ তা বলা যাবে না। যখন কম্পিউটার প্রথম প্রবেশ করে তখন অনেকের আশঙ্কা ছিল যে অফিস, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি জায়গায় প্রচুর কাজ চলে যাবে।বাস্তবে কিছু হয়ত গেছে কিন্তু তার জায়গায় অনেক নতুন নতুন চাকরির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

২০২৫ এর ৭ই আগস্ট জিপিটি,৫ এর আগমন উপলক্ষে নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মিঃ অল্টম্যান। তিনি বলেছেন, এই জিপিটি,৫ এ বিশেষজ্ঞদের মতো সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। আগে যে কাজ করতে বিপুল সময় ও মেধার প্রয়োজন হতো, এখন তা সহজেই হয়ে যাবে। তিনি দাবি করেছেন, কাস্টোমার সাপোর্ট থেকে শুরু করে মার্কেটিং প্ল্যান, আইনি নথি ইত্যাদি সবটাই করা সম্ভব জিপিটি,৫ দিয়ে। তাই অল্প সময়ে অল্প লোক দিয়ে তৈরি করে ফেলা যাবে পুরো কাজটা।

ভবিষ্যত অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে স্যাম অল্টম্যান বলেছেন, এর কাঠামো আমূল বদলে যেতে পারে। এ আই এমন ভাবে ধন উৎপাদন করবে যে বৃহত্তর ভাবে সমাজ তার থেকে লাভ পাবে। কিন্তু এ আই এর যেভাবে অগ্রগতি হচ্ছে তাতে পরে কী হবে, সেটা বলা মুশকিল। মিঃ অল্টম্যান মনে করেন এ আই খুব দ্রুত কাজ করে বটে কিন্তু মানুষের থেকে কিছু ক্ষেত্রে এখনও পিছিয়ে রয়েছে।

(৪)

কিন্তু স্যাম অল্টম্যান যতই বলুন না কেন ভবিষ্যতে এ আই নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার যায়গা নেই। কোন ব্যক্তির নানা অভিব্যক্তির প্রচুর ছবি সংগ্রহ করে সেগুলোকে এ আই এর সাহায্যে নিখুঁত নকল ভিডিও ও গলার স্বর বানানো এখন জল ভাত। আমরা খালি চোখে আসল ও নকলের ফারাক বুঝতে পারি না। অপরাধমনস্ক মানুষেরা অসত্য সংবাদগুলোকে এ আই প্রযুক্তি দিয়ে বানিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয়ক্ষেত্রেই এটা ব্যাপক কুপ্রভাব বিস্তার করতে পারে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন সিনেমা তারকা, রাজনীতিবিদ ও নামকরা সেলিব্রিটিরা। তার কারণ এদের ছবি ও কণ্ঠস্বর ইন্টারনেট ও সমাজ মাধ্যম খুব সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু এ আই এর কুপ্রভাব যেভাবে ডালপালা ছড়াচ্ছে তা একদিন সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ঢুকে পড়ে সমাজকে ভীষণ ভাবে কলুষিত করতে পারে। এইভাবে একটা মিথ্যা সংবাদ বা ভিডিও, সারা দেশকে তোলপাড় করে দিতে পারে বা দাঙ্গা সংগঠিত করতে পারে। কোন সুখী দম্পতির বিশ্বাস ও ভালবাসা এক নিমেষে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে একটা আপত্তিকর জাল ভিডিওর দৌলতে। কারো দেহের উপর অন্যের মাথা জুরে কোনও অশ্লীল ভিডিওটা বানানোটা সাইবার অপরাধীদের কাছে এখন মামুলি ব্যাপার।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই বাড়বাড়ন্তে অনেক উন্নত দেশও প্রমাদ গুণছে। ভবিষ্যতে এদের ক্ষতিকর প্রভাব সমাজে যাতে না পড়ে সেইজন্য বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যে আইন বানাতে শুরু করে দিয়েছে। প্রথম ইউরোপীয় দেশ হিসাবে ইতালি চ্যাট- জিপিটি বন্ধ করে দিয়েছে। এই দলে আছে রাশিয়া, চিন, ইরান, সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া সমেত আরও কিছু দেশ। আমেরিকা কয়েক বছর আগেই এই ধরনের প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করার আইন পাশ করেছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নও বসে নেই। তারাও একটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণের আইনের খসড়া বানিয়েছে। ব্রিটেনও এআই নিয়ন্ত্রণের দিকনির্দেশনা তৈরি করছে। কিন্তু এখন দেখার যে ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে থাকবে, না আমাদের বুদ্ধিকেও ছাপিয়ে গিয়ে হয়ে উঠবে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্য।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

সাফল্যকে জীবনের চেয়ে বড় করে দেখতে নেই। তাতে ব্যর্থতাই বড় হয়ে ওঠে, বেঁচে থাকার আনন্দই চলে যায়। জীবনকে উপভোগ করে বেঁচে থাকাটাও এক বড় সাফল্য।

কোট-আনকোট

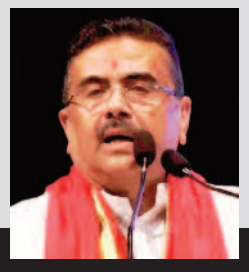

অভিযোগ এসেছে বিগত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে এই বাল্যবিবাহের হার অনেক গুণ বেড়েছে! বাল্যবিবাহ রুখতে এবার থেকে বাড়ি বাড়ি অভিযান হবে। বাল্যবিবাহ যে করবে, যারা সেই বিয়ে দেবে, তাদের কড়া শাস্তি হবে। বন্ধ হবে সব সরকারি ভাতা। যারা বাল্যবিবাহ করছে, সেই স্বামীদের শোকজ করা হচ্ছে। জেল হতে পারে পুরোহিত-কাজিদের!

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ছত্তিশগড়ে গ্রেপ্তার বাংলার ২৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক

বাংলাদেশে ‘পুশব্যাকের’ আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জঙ্গিপুর: বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে ছত্তিশগড়ে ২৩ জন পরিযায়ী শ্রমিককে গ্রেপ্তার করল সেখানকার পুলিশ। ধৃতরা সকলেই জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি,সামশেরগঞ্জ ব্লকের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের জায়গা হয়েছে ডিটেনশন ক্যাম্পে। বাংলাদেশে ‘পুশব্যাক’ আতঙ্কে পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারবর্গ কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। ঘরে ফেরানোর জন্য প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন। সংসারের হাল ফেরানোর তাগিদে ঘর ছেড়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন ওই ২৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক। মাথায় ছিল একটাই চিন্তা, পরিবারের মুখে দু’মুঠো খাবার তুলে দেওয়া। তাদের মুখে হাসি ফেরানো। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে তাঁদের কপালে জুটল ‘বাংলাদেশি’র

তকমা। ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে বাংলাদেশি নাগরিক সন্দেহে মুর্শিদাবাদের সুতি ও সামশেরগঞ্জ এলাকার ২৩ জন পরিযায়ী শ্রমিককে গ্রেপ্তারের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে। তাঁদের রায়পুরের একটি ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। খবর বাড়িতে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন আত্মীয় পরিজনেরা।

জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বিলাসপুরের একটি স্থানীয় থানার পুলিশ আচমকাই ওই শ্রমিকদের থানায় ডেকে পাঠায়। পুলিশের ডাকে থানায় যাওয়ার পর তাঁদের আটকে রাখা হয়। পরে রায়পুরে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। রবিবার বিলাসপুর জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়াদের মধ্যে রয়েছেন সামশেরগঞ্জের ধানঘরা এলাকার মোস্তাকিম শেখ, তাঁর ভাই সাবির শেখ, সফিকুল ইসলাম, নাসিরুদ্দিন শেখ এবং সুতির হাড়োয়া এলাকার লাল্টু শেখ সহ বেশ কয়েকজন। প্রায় দু’মাস আগে কাজের সন্ধানে বিলাসপুরে গিয়েছিলেন তাঁরা। হাঁড়ি, বাসনপত্র ও ঘরোয়া সামগ্রী নিয়ে এলাকায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করেই চলত তাঁদের সংসার। সেখানে কার্যত হকারি করতেন। তাঁদের সকলের কাছেই ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ নথি রয়েছে বলে দাবি পরিবারের। পরিবারের দাবি, ছত্তিশগড়ে পৌঁছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্থানীয় থানায় জমা দিয়েই তাঁরা কাজ শুরু করেছিলেন। তারপরও কেন তাঁদের ‘বাংলাদেশি’ বলে গ্রেপ্তার করা হল? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না স্বজনেরা। গ্রেপ্তার হওয়া শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা কান্নাভেজা কণ্ঠে জানিয়েছেন, ‘আমরা এ দেশেরই নাগরিক। আমাদের কাছে সমস্ত বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। কাজ করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা চাই, কাগজপত্র যাচাই করে দ্রুত শ্রমিকদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।’ দূর রাজ্যে প্রিয়জনকে আটকে রাখার খ বর পেয়ে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন পরিবারগুলি। কারও বাবা, কারও ভাই, কারও স্বামী, উপার্জনক্ষম মানুষগুলির অনুপস্থিতিতে সংসার কীভাবে চলবে, সেই চিন্তাও গ্রাস করেছে তাঁদের। এখন প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে পরিবারগুলি। তাঁদের একটাই আবেদন, ‘বাংলাদেশি’ তকমা দেওয়ার আগে আগে নাগরিকত্ব পরিচয় যাচাই করা হোক। দ্রুত ঘরের মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এদিকে প্রশাসন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই শ্রমিকদের বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। যোগাযোগ করা হচ্ছে ছত্রিশগড় পুলিশের সঙ্গেও। পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী সোনা বিবি বলেন, চার মাস হল ওখানে গিয়েছে। হকারি করে। আধার ভোটার সব প্রমাণ আছে। তাও কেন ধরল জানিনা। একই দাবি, গিয়াসুদ্দিন মোল্লা, রহিম শেখেরও।

বিজ্ঞপ্তি

পলশুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত (তেহট্ট-২ পঞ্চায়েত সমিতি), পলশুন্ডা, পলাশীপাড়া, নদীয়া। Memo No. 633/PAL- I/26, Dt. 07.09.2026 অনুযায়ী পঞ্চায়েতে এলাকার জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, এই গ্রাম পঞ্চায়েতে চুক্তির ভিত্তিতে একজন কালেকটিং সরকার নিয়োগ করা হবে। পঞ্চায়েত থেকে ২১-০৯-২০২৬ পর্যন্ত আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৩-০৯-২০২৬, বিকেল তিনটে পর্যন্ত। বিস্তারিত জানতে পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন। প্রধান, পলশুন্ডা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত।

GANGADHARPUR SIKSHAN MANDIR
Gangadharpur, Howrah

Wanted a Professor for M.Ed Section Qualification as per NCTE & University norms.
Apply through :-
Email: gsmbed@hotmail.com
Mob. 7980006776

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of Unknown Male Deadbody, found on 17.07.2026, at about 18.20 hrs. Lying inside the track of Bandel - Katwa line at K.M 04/04-04/05 UP/M/L inside the track between station Bandel and Bansberia. Description of the Deadbody is: Age - 45 Yrs (Approx), Sex: Male, Complexion-Sallow, Height- 5 Feet 7 Inch, Build- Medium, Hair - Black, Wearing - White blue check half shirt and Black track suit. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, CID, West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.
ICA - D 1359(3)/2026

ফর্ম সি
[রুল ৯ (১) দেখুন]
পাবলিক নোটিশ

[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি (অ্যাপ্লিকেশন টু অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি ফর ব্যাঙ্করাপসি প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারান্টারস টু কর্পোরেট ডেবটরস) রুলস, ২০১৯-এর রুল ৯(১)-এর অধীনে]
শ্রী প্রদীপ কুমার বাজাজ (মেসার্স মোহন মোটর বিজনেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পার্সোনাল গ্যারান্টার)-এর পাওনাদারদের অবগতির জন্য

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কোড-এর সেকশন ৬০-এর অধীনে ব্যাঙ্করাপসির ক্ষেত্রে ৪ পিবি মানি টাওয়ার, ৩১/৪১, সাহাপুর, বিনোভা ভবন কলকাতা-৭০০০৩৮ ঠিকানায় বসবাসকারী শ্রী প্রদীপ কুমার বাজাজ-এর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্করাপসি (দেউলিয়া) প্রক্রিয়া শুরু করার আদেশ দিয়েছেন [আদেশ প্রাপ্তির তারিখ ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।]
শ্রী প্রদীপ কুমার বাজাজ-এর পাওনাদারদের এতদ্বারা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে ব্যাঙ্করাপসি ট্রাস্টি শ্রী ভিকি ডাং-এর কাছে বি-৪১, ২য় ফ্লোর, গঙ্গা রাম বাটিকা, বিষ্ণু গার্ডেন পার্ট-ওয়ান, বিষ্ণু গার্ডেন, নতুন দিল্লি-১১০০১৮, বিষ্ণু গার্ডেন পার্ট-ওয়ান, পশ্চিম, ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অফ দিল্লি, ১১০০১৮ ঠিকানায় প্রামাণ্য নথিপত্র সহ তাঁদের দাবি জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
পাওনাদারদের দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হলো ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। পাওনাদাররা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে, অথবা হাতে হাতে অথবা রেজিস্টার্ড পোস্ট বা স্পিড পোস্ট বা কুরিয়ারের মাধ্যমে তাঁদের দাবি জমা দিতে পারেন।
ব্যাঙ্করাপসি ট্রাস্টির অতিরিক্ত বিবরণ শ্রী ভিকি ডাং, বি-৪১, ২য় ফ্লোর, গঙ্গা রাম বাটিকা, বিষ্ণু গার্ডেন পার্ট-ওয়ান, বিষ্ণু গার্ডেন, নতুন দিল্লি-১১০০১৮, vikkydang@gmail.com, ৯৯৫৩৭৯০৫৩৮, আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-003/00359/2021-2022/13763, এএফএ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত বৈধ। যোগাযোগের ইমেইল আইডি bt.pradipkumarbajaj@gmail.com
দ্রষ্টব্য : প্রামাণ্য নথিপত্র সহ মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর দাবি জমা দিলে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬ এবং অন্য কোনো প্রযোজ্য আইনের বিধান অনুযায়ী জরিমানা বা কারাদণ্ড হতে পারে।
তারিখ : ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
স্থান : নতুন দিল্লি

ভারী বৃষ্টি হলেই বাঁকুড়ায় বিচ্ছিন্ন কয়েকশো গ্রাম

প্রায় ৩০টি সেতু জলের তলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভারী বৃষ্টি হলেই লন্ডভন্ড হয়ে যায় বাঁকুড়া জেলার পরিবহন ব্যবস্থা। প্রতি বছর বর্ষা বা নিম্নচাপের ভারী বৃষ্টির জল স্রোতে জেলার বিভিন্ন এলাকায় সেতু ভেঙে বা ডুবে গিয়ে পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এতে সমস্যায় পড়েন জেলার বেশ কয়েকশ গ্রামের বাসিন্দা। এমনটাই অভিযোগ বাঁকুড়াবাসী। তাঁদের বক্তব্য, গত ১৫ বছর রাজ্যে একই সরকার থাকলেও এনিয়ে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দীর্ঘ উদাসীনতা ও অবহেলায় নিকাশী ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে জেলাবাসীদের। ভারী বৃষ্টি হলে দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, শিলাবতী, দামোদর, শালী ইত্যাদি জেলা সব কয়টি নদী এমনকি জোড় খালগুলি রূদ্র রূপ নেয়। এতে জোড়খাল বা নদীগুলির ওপর থাকা কজওয়ে বা সেতুগুলি ডুবে এমনকী ভেঙে পর্যন্ত যায়। জেলায় কমপক্ষে ২৫ থেকে ৩০টি সেতু ভারী বৃষ্টিতে ডুবে যায়। এতে কয়েকশো গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বারকেশ্বর নদীর জল বাড়লে তিনটি গুরুত্বপূর্ন সেতু বা কজওয়ে ডুবে যায়। বাঁকুড়া-২ ব্লকে দ্বারকেশ্বরের নদীর ওপর থাকা ভাদুল সুর্পানগর কজওয়ে ডুবে যাওয়ায় সুর্পানগর, সানতোড় ও বালিয়াড়া সহ প্রায় ২০টি গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বাঁকুড়া শহরের সঙ্গে। এতে প্রায় ১০ কিমি বেশি রাস্তা ঘুরে ধলডাঙ্গা হয়ে এই যাতায়াত করতে হয়। একই অবস্থা দ্বারকেশ্বর নদীর ওপর থাকা মিনাপুর কজওয়ে। ভারীবৃষ্টি হলে এই কজওয়ে ডুবে যায়। এতে বাঁকুড়া শহরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বাঁশি ও আড়ালবাঁশি সহ ৭টি গ্রামের বাসিন্দারা। এতে ৭-৮ কিমি পথ ঘুরে রাজগ্রাম বা ধলডাঙা হয়ে যাতায়াত করতে হয়। দ্বারকেশ্বরের ওপরে থাকা কেঞ্জাকুড়া সেতুর একই অবস্থা।এই সেতুটি কেঞ্জাকুড়া থেকে কমলপুর হয়ে পুরুলিয়া যাওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়ে থাকা কমলপুর সংলগ্ন অসংখ্য গ্রামের বাসিন্দারা এইনসেতু দিয়ে মাত্র দু’কিমি পথ পার হয়ে সহজেই কেঞ্জাকুড়া গ্রামে পৌঁছে যেতে পারেন। এই সেতু ডুবে গেলে ১৫ থেকে ১৭ কিলোমিটার ঘুরতে হয়। বাঁকুড়ার নিজস্ব ও ভালবাসার নদী গন্ধেশ্বরী। সারা বছর শুখা থাকলেও লাগাতার বৃষ্টির ফুলেফেঁপে বিধ্বংসী রূপ নেয়। এই নদীটির ওপর থাকা জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ন কজওয়ে বা সেতু জলের তলায় চলে যায়। ছাতনা থেকে শুশুনিয়া যাওয়া প্রধান সড়কের ওপর থাকা সেতুটি ডুবে গেলে পর্যটন কেন্দ্র, ডোকরা,পট, লোকশিল্পী ও পাথর শিল্পীদের ৭-১০ গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন ছাতনা থেকে আগয়া হয়ে শুশুনিয়া যেতে হয়। দ্বিতীয়টি হল বাঁকুড়া উগরাডিহি, রানিগঞ্জ রাজ্য সড়কের ওপর থাকা মানকানালি সেতু। এটি ডুবে গেলে বাঁকুড়া-উগড়াডিহি রাস্তার ওপর থাকা ৪০ থেকে ৪৫ গ্রামের বাসিন্দারা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি এই সেতুর একটি অংশ ধসে পড়েছে। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠেছে। সেতু পার হতে গিয়ে সম্প্রতি জলের তোড়ে উলটে গেছে একটি ডাম্পার। অন্যদিকে অল্প ভারী বৃষ্টিতে

সিমলাপালের পাথরডাঙা কজওয়ের ওপর দিয়ে শিলাবতী নদীর জল বইতে থাকে। এতে লক্ষ্মীসাগর-হাড়ামাসড়া-বাঁকুড়ার মত গুরুত্ব রাস্তায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এতে সমস্যায় পড়েন তালড্যাংরা ও সিমলাপাল ব্লকের প্রায় ৪০-৪৫ টি গ্রামের মানুষজন। বিশেষ প্রয়োজনে তাঁদের প্রায় সাত-আট কিলোমিটার ঘুরে সিমলাপাল সেতু হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। তবে ভারী বৃষ্টি হলে বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম রাস্তার ওপরে সিমলাপালে শিলাবতী নদীর উপরে থাকা সেই সেতু বা কজওয়েটিও ডুবে যায়। এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে জঙ্গলমহল। অন্যদিকে দামোদর নদের ওপর থাকা বিহারীনাথ সেতু বাঁকুড়া জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন অস্থায়ী কাঠ ও বাঁশের সেতু। পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল ও বার্নপুর অঞ্চলের সঙ্গে বাঁকুড়ার শালতোড়া ও বিহারীনাথ পাহাড় অঞ্চলকে সরাসরি যুক্ত করে রয়েছে এই সেতু। প্রতিদিন শিক্ষা, জীবিকা, চিকিৎসা ও পর্যটন ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে ৪০-৪৫; গ্রামের বেশ কয়েক হাজার মানুষ এই সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত করেন। ভারীবৃষ্টি বা বর্ষাকালে দামোদরের তীব্র জলের তোড়ে প্রায়ই ভেসে যায় সেতুটি। তখন নিয়ামতপুর, ডিসেরগড় ব্রিজ অথবা মেজিয়া ব্রিজ হয়ে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার পথ ঘুরে যাতায়াত করতে হয়। পাকা সেতুর

দাবিতে গত কয়েক দশক ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা ‘দামোদর বিহারীনাথ সেতুবন্ধন কমিটি’ গঠন করে লাগাতার আন্দোলন ও বিক্ষোভ দেখিয়ে আসছেন। ভারী বৃষ্টিতে শালী নদীর ওপরে থাকা গঙ্গাজলঘাটির রনিয়াড়া ভাসাপুল, সোনামুখী ব্লকের হামিরহাটির কাছে সতীঘাট সেতু ও ইন্দাস ব্লকের ভগবতীপুর এলাকায় থাকা অস্থায়ী কাঠ ও বাঁশের সেতু ডুবে বা ভেঙ্গে যায়।রনিয়াড়া সেতু ডুবলে ১২ থেকে ১৫টি গ্রামের বাসিন্দারা সমস্যায় পড়েন।সোনামুখী ব্লকের হামিরহাটির কাছে থাকা ওই সেতুটি হামিরহাটি, পিয়ারবেড়া ও ধুলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৪০টি গ্রামের মানুষের ‘লাইফলাইন’। এটি ডুবে গেলে সমস্যায় পড়েন প্রায় ৪০টি গ্রামের মানুষ। প্রায় চার বছর আগে একটি পিলার বসে যাওয়ায় ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে সেতুটি। ইন্দাস ব্লকের ভগবতীপুর এলাকায় থাকা বাঁশের সাঁকোটি শালী নদীর জলের তোড়ে ভেসে যায়। এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে শালী নদীর দুপাড়ে থাকা প্রায় ১০-১২ গ্রাম। স্থানীয় গ্রাম ষোল আনা ও গ্রাম পঞ্চায়েত সম্মিলিত ভাবে শালী নদীর ওপর এই বাঁশের সাঁকো তৈরী করে। তাই সাঁকো বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। অসহায়ের মত দেখ তে হয়।জেলার প্রতিটি নদীর ওপর থাকা গুরুত্বপূর্ন সেতুগুলি ভারী বৃষ্টি হলে ডুবে যায়। চলতি বর্ষায় তিনবার এঘটনা ঘটেছে। শুধু নদী নয় জেলা জুড়ে থাকা অসংখ্য খালের সেতুগুলিও ডুবে যায়। পাত্রসায়ের ব্লকের জামকুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের দুমনি খালের ওপর থাকা ভাসা পোল ডুবে বা ভেঙে পড়ে। এতে ব্লক শহরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে প্রায় ২০ থেকে ২৫টি গ্রামের মানুষ। ছাতনা ও মেজিয়া প্রধান রাস্তার ওপর থাকা মাতাবেল খালের জলস্তর বেড়ে যাওয়ার ফলে কজওয়েটি সম্পূর্ণ জলের তলায় চলে যায় এবং মেজিয়া-ছাতনা রাজ্য সড়কে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়ে।

নদিয়ায় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কৃষ্ণনগর: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের নির্দেশিকা মোতাবেক এবং জেলা জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের তত্ত্বাবধানে ও নদিয়া জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ৫ সেপ্টেম্বর জেলার চার মহকুমা- সদর কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, কল্যাণী ও তেহট্টে সুসজ্জিত ও রঙিন ভ্রাম্যমান প্রচার গাড়ির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৬-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হল। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপনকে সামনে রেখে এই প্রচার অভিযান চলবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই ভ্রাম্যমান প্রচার গাড়ির মূল উদ্দেশ্য হল, সাক্ষরতার আলো জেলার প্রতিটি ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতে ছড়িয়ে দেওয়া। বিশেষ করে ‘উল্লাস’ পোর্টাল তথা নব ভারত সাক্ষরতা কর্মসূচি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। প্রচারের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে, কীভাবে ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে নিরক্ষর মানুষজন শিক্ষার্থী হিসেবে এবং আগ্রহী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক হিসেবে এই পোর্টালে যুক্ত হতে পারবেন এবং শিক্ষা শেষে কীভাবে ডিজিটাল

সার্টিফিকেট পাবেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সাক্ষরতার বার্তাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ।

মাখলায় বিজেপির পরিচালনায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলায় উত্তরপাড়া বিজেপি মণ্ডল ২-এর পরিচালনায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন রক্তদান শিবিরে। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী ও উত্তরপাড়া মণ্ডল ২ সভাপতি গৌতম মাঝি, উত্তরপাড়া মণ্ডল ২ বিজেপি মহিলা মোর্চা সভাপতি সবিতা সিং-সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। এই শিবিরে মোট ৯০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরাও। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উত্তরপাড়া মণ্ডল ২ সভাপতি গৌতম মাঝি।

পরিষেবা নিয়ে উত্তরপাড়া পুরসভায় বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যে পালা বদলের পর বিভিন্ন পুরসভা নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে প্রশাসক বসেছে। উত্তরপাড়া পুরসভায় পৌর পরিষেবা নিয়ে বিজেপি দলেরই বিক্ষোভ! নিকাশি থেকে রাস্তাঘাট শংসাপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রেও টালাবাহানর মুখে পরতে হচ্ছে। সোমবার তাই বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীরা পুরসভায় গিয়ে ক্ষোভ দেখান। তাদের অভিযোগ, নাগরিকরা পরিষেবা পাওয়ার জন্য পুরসভায় দরবার করছেন কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে না। বিজেপি নেতা পঙ্কজ রায় বলেন,‘আমাদের রাজ্য সরকার যে জনসেবা মূলক কাজগুলো করছে, যার সুবিধা পৌরসভার মাধ্যমে নাগরিকদের পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছে না। পুরসভার বোর্ড ভেঙেছে কিন্তু এখনও আগের মতোই চলছে। সেই কারণে আমরা পুরসভায় এসেছি প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলতে।’

বন্যাকবলিত ঘাটালে নিজেই ত্রাণ পৌঁছলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বন্যাকবলিত ঘাটালে নিজেই ডিঙি চালিয়ে কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জলবন্দি মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করলেন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। ঘাটাল পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নিশ্চিন্দীপুর এবং ১০

নম্বর ওয়ার্ডের গড়প্রতাপনগর এলাকায় ডিঙি নিয়ে পৌঁছে বন্যাদুর্গত মানুষের হাতে ত্রিপল-সহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন বিধায়ক। জলমগ্ন এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথাও শোনেন। জলবন্দি অবস্থায় বিধায়ককে কাছে পেয়ে খুশি বন্যাদুর্গত এলাকার বাসিন্দারাও। দুর্যোগের সময় তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেলেন বানভাসি মানুষজন।

কাঁচা কলা তাড়াতাড়ি পাকিয়ে দিতে বিষাক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তারকেশ্বরে কাঁচা কলা তাড়াতাড়ি পাকিয়ে দিতে এবং বেশ কিছু দিন সতেজ রাখতে ব্যবহার করা হচ্ছে বিষাক্ত কেমিক্যাল। স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার কথা ভাবছেন অনেকেই। কিন্তু তাতেও যে বিপদ। এবার কলাতেও মিলল বিষ! কলা বিক্রেতাদের বাড়িতে হানা দিয়ে এমনই ভয়ঙ্কর কেমিক্যাল পেলেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা।

তারকেশ্বরের বৈদ্যপুর চৌমাথা এলাকায় বেশ কয়েকজন কলা ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। কলা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়, কাঁচা কলা তাঁরা পাকান কীভাবে? তখনই কেমিক্যালের বোতল খুঁজে পান খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। কলা বিক্রেতাদের বিষাক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার দেখে হকচকিয়ে যান আধিকারিকরাও।

মূলত কাঁচা কলা বা কোনও ফল পাকাতে ইথানিল গ্যাস ব্যবহার করা হয় এবং তা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যেই পাকানো হয়। ফল পাকাতে অন্য কোনও কেমিক্যাল এবং কার্বাইড ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র ইথানিল সঠিক নিয়ম মেনে ব্যবহার করে কলা পাকানোর ক্ষেত্রে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের ছাড়পত্র আছে। কিন্তু সেই নিয়ম আর মানা হচ্ছে কই? তারকেশ্বরের ওই কলা ব্যবসায়ীদের সঠিক নিয়ম মেনে কলা পাকানোর জন্য হাতেকলমে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে। খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিক শুভজিৎ গাঙ্গুলি বলেন, ‘একদমই নিয়ম মেনে কলা পাকানো হচ্ছে না। ভীষণ আন-হাইজেনিক পদ্ধতিতে, ডেচকির মধ্যে জল নিয়ে তাতে কীটনাশক, কেমিক্যাল মিশিয়ে কলা পাকানো হচ্ছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কলা পেকে যাচ্ছে, সুন্দর রঙ আসছে। এগুলিই বাজারে যাচ্ছে। এই কলা খেলে মানুষের ক্ষতি হবে।’

SBI **এসবিআই হোম লোন সেন্টার হাওড়া (১০২৬৩)**
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মূল বিক্রয় দলিল হারানো সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, গ্রাম- পাকুড়িয়া, পোঃ- কেশাপাত, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১৩৯ ঠিকানায় বসবাসকারী (১) শ্রী সরোজ সামন্ত, পিতা- নিরঞ্জন সামন্ত এবং **(২) শ্রীমতী ইন্দ্রাণী সামন্ত**, স্বামী- সরোজ সামন্ত-কে **৩১৮৫৯০২২৪৬১ নম্বর অ্যাকাউন্ট** -এর মাধ্যমে একটি হোম লোন অনুমোদন করা হয়েছিল এবং **শ্রী সরোজ সামন্ত ও শ্রীমতী ইন্দ্রাণী সামন্ত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসপিসি হাওড়া, ৯, জি.টি. রোড (দক্ষিণ), হাওড়া-৭১১১০১**-এর কাছে মূল দলিল জমা দিয়েছিলেন, যার দলিল নং **১-০৩৬১৪/২০১১**, যা এ.ডি.এস.আর. রানিহাটির কার্যালয়ে ২০১১ সালের জন্য **বুক নং ১**, ভলিউম নং ৮, পাতা ১৭২১ থেকে ১৭৪৭-এ নিবন্ধিত, যার তারিখ ১০.০৮.২০১১, যা জেএল নং ২৯, আরএস দাগ- ৪১৪ এবং ৪১৬, আরএস খতিয়ান নং- ৪৪২ এবং ৪৪৩, এলআর খতিয়ান নং- ১৬৯৭ এবং ১৬৯৮, আন্দুল নিউ মার্কেট, পোঃ- আন্দুল মৌড়ি, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া- ৭১১৩০২-এর ২য় ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ২এফ -এর সাথে সম্পর্কিত। আসল টাইটেল ডিডটি রাখার জন্য পর্যাপ্ত এবং যুক্তিসঙ্গত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও এটি হারিয়ে গেছে এবং/বা স্থানান্তরিত হয়েছে। উক্ত দলিলটি হারানো/স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টি গত **২৯.০৮.২০২৬ তারিখে** হাওড়া সিটি পুলিশ স্টেশনে (হাওড়া সিটি থানায়) সাধারণ ডায়েরিতে **জি.ডি.ই. নং ২৫৩৮** হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে।
উপরোক্ত সম্পত্তি/দলিলে কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে যে কোনো ব্যক্তিকে এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এই ধরনের কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার,
তারিখ : ০৮.০৯.২০২৬ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার হাওড়া-৭১১১০১**

SBI **এসবিআই কদমতলা হাওড়া (০৪৭৯০)**
১৪৪, নরসিংহ দত্ত রোড, কদমতলা, হাওড়া,
পিন-৭১১১০১, ইমেল : sbi.04790@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মূল বিক্রয় দলিল হারানো সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, ৬৫/৪, কালাচাঁদ নন্দী লেন, থানা- ব্যাঁটরা, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১০১ ঠিকানায় বসবাসকারী প্রয়াত শ্রী শ্যামল কুমার মুন্সীর স্ত্রী **শ্রীমতী জয়াবতী মুন্সীকে ৪০৮৮০৬৬৫৩০৬ নম্বর অ্যাকাউন্ট** -এর মাধ্যমে একটি হোম লোন অনুমোদন করা হয়েছিল এবং শ্রীমতী জয়াবতী মুন্সী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কদমতলা শাখা, হাওড়া-৭১১১০১**-এর কাছে আসল দলিল জমা দিয়েছিলেন, যার **দলিল নং ০৪৪৩১/২০২২**, যা এ.ডি.এস.আর. ২ -এর কার্যালয়ে ২০২২ সালের জন্য বুক নং ১, ভলিউম নং ০৫১৩-২০২২, পাতা ১৪৯৭১৫ থেকে ১৪৯৭৪৪-এ নিবন্ধিত, যার তারিখ ০৪.০৪.২০২২, যা এইচএমসি হোল্ডিং নং ৫, পরান চন্দ্র দাস রোড (পূর্বতন ৫৪/৪ ইছাপুর রোড নামে পরিচিত), এইচ.এম.সি ওয়ার্ড নং ৪৩, পোঃ- কদমতলা এবং থানা- ব্যাঁটরা, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১০১-এর অধীনে **৩ কাঠা ৪ ছটাক** পরিমাপের বাস্তু জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবনের সাথে সম্পর্কিত। উক্ত দলিলটি হারানো/স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টি গত **২৮.০৮.২০২৬ তারিখে** ব্যাঁটরা থানায় সাধারণ ডায়েরিতে **জি.ডি.ই. নং ১৪০৭** হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। মূল টাইটেল ডিডটি রাখার জন্য পর্যাপ্ত এবং যুক্তিসঙ্গত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও এটি হারিয়ে গেছে এবং/বা স্থানান্তরিত হয়েছে।
উপরোক্ত সম্পত্তি/দলিলে কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/অথবা স্বার্থ থাকলে যে কোনো ব্যক্তিকে এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এই ধরনের কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।

শাখা ম্যানেজার
তারিখ : ০৮.০৯.২০২৬ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কদমতলা, হাওড়া**

logica
লজিকা ইনফোওয়ে লিমিটেড
রেজি. অফিস : ২, সাকলাত প্লেস, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০৭২;
CIN : L30007WB1995PLC073218
+৯১ ৩৩ ৪০৫৮ ০০০০; info@logicainfoway.com, www.logicainfoway.com

৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এবং ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের **৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম")** আগামী **বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** ... [illegible]

তারিখ : ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
স্থান : কলকাতা
লজিকা ইনফোওয়ে লিমিটেড-এর পক্ষে
প্রিয়াঙ্কা গেরা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

বিন্দাওয়ালা বাণিজ্য লি.
CIN : L67120WB1981PLC033799
রেজিস্টার্ড অফিস : রুম নং ২১৪, ২য় ফ্লোর
৬৪, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেল : info@bindawala.com, **যোগাযোগ নং :** ৯৮৩১১-২৬০৬৩

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বিন্দাওয়ালা বাণিজ্য লি. -এর সদস্যদের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০ টায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় রুম নং এম-২১৪, ২য় ফ্লোর, ৬৪এ, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১-এ অনুষ্ঠিত হবে :
২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২০২৫-২৬ সালের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির জন্য ওয়েবসাইট লিঙ্ক www.bindawala.com-এ উপলব্ধ রয়েছে।
এতদ্বারা কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার অনুবর্তিতায় আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির মেম্বারস রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস-এর জন্য কাট-অফ তারিখ - ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বুধবার) নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সিক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডের বিধানসমূহ মেনে, কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের এজিএম-এ বিবেচিত হওয়ার জন্য প্রস্তাবিত সমস্ত রেজোলিউশনে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য এনএসডিএল -এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা এজিএম-এর তারিখের আগে (‘রিমোট ই-ভোটিং’) অথবা এজিএম চলাকালীন (‘ই-ভোটিং’) এনএসডিএল দ্বারা প্রদত্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারেন।
সদস্যদের এতদ্বারা আরও জানানো হচ্ছে যে :
(ক) বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত কার্যাবলী এনএসডিএল দ্বারা প্রদত্ত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটিংয়ের দ্বারা সম্পাদন করা যেতে পারে;
(খ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে;
(গ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে;
(ঘ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের উদ্দেশ্যে কাট-অফ তারিখ (‘কাট-অফ তারিখ’) হলো বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬;
(ঙ) যে কোনো ব্যক্তি, যিনি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স এস.কে. ইনফোসলিউশনস প্রা. লি., ডি/৪২ কাটজুনগর, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২, (শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য ফোন নং ০৩৩-২২১৯ ৬৭৯৭, ইমেল : skcdilip@gmail.com)-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন;
(চ) এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে;
১) উপরে উল্লিখিত সময় এবং তারিখের পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না;
২) যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ব্যবহার করে তাদের ভোট দেননি, তাদের এজিএম চলাকালীন এনএসডিএল দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হবে;
৩) একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে এজিএম চলাকালীন পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না;
৪) রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিদেরই দেওয়া হবে যাদের নাম কাট-অফ তারিখে ডিপি এবং আরটিএ দ্বারা পরিচালিত মেম্বারস রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল ওনার্স-এর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
৫) সদস্যদের এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী নির্দেশাবলী অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
(ছ) এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bindawala.com-এ এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.comé-এ প্রদর্শিত হচ্ছে।
(জ) রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং সম্পর্কিত সমস্ত চিঠিপত্র/জিজ্ঞাসা/অভিযোগ শ্রী লতেশ মেহতা, কোম্পানি সেক্রেটারি, বিন্দাওয়ালা বাণিজ্য লি., রুম নং এম-২১৪, ২য় ফ্লোর, ৬৪এ, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, ইমেল info@bindawala.com, ফোন ০৩৩-৪০০৩০৯০৯-এর ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে।

বিন্দাওয়ালা বাণিজ্য লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
ভগবান দাস বিন্দাওয়ালা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন : ০০৩৪২৬৩৯
স্থান : **কলকাতা**
তারিখ : **০৭.০৯.২০২৬**

JG CHEMICALS
জে. জি. কেমিক্যালস লিমিটেড
অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি@৫, ইউনিট নং ১৫১১, স্ট্রিট নং ১৮, বিএন ব্লক, সেক্টর-৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১, ভারত,
ইমেল : corporate@jgchem.com | ওয়েব : www.jgchem.com
CIN : L24100WB2001PLC093380

২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (‘এমসিএ’) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (‘সেবি’) কর্তৃক জারিকৃত প্রাসঙ্গিক সার্কুলার এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ (‘আইন’) এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (‘লিস্টিং রেগুলেশনস’)-এর অন্যান্য বিধান মেনে, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির **২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (‘এজিএম’) বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ০৩.৩০ মিনিটে** ভিডিও কনফারেন্স (‘‘ভিসি’’) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (‘‘ওএভিএম’’)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে কোম্পানির ২৫তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যায়।

২৫তম এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সোমবার, ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিকভাবে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো হয়েছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি এবং/অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের) (‘‘ডিপি’’)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

১. আইনের ধারা ১০৮ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, এবং তার সাথে পঠিত দ্য কোম্পানিস (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর প্রবিধান ৪৪, এবং প্রযোজ্য এমসিএ সার্কুলার মেনে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কার্যাবলী ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটিং অর্থাৎ এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের দ্বারা সম্পাদন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে কোম্পানি এনএসডিএল -এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।
২. রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০ টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায় (আইএসটি) শেষ হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। এজিএম-এও ই-ভোটিং উপলব্ধ করা হবে এবং যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে তারা পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হলো বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (‘কাট-অফ তারিখ’) তারিখে ডিপোজিটরিগুলি দ্বারা পরিচালিত মেম্বারস রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল ওনার্স রেজিস্টারে যে ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে, শুধুমাত্র তিনিই রিমোট ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি এজিএম-এ ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৩. যে সদস্যরা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে শেয়ার অর্জন করেছেন, তাদের ভোট দেওয়ার জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৪. রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত হওয়ার নির্দেশাবলীও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।
৫. একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রী অরুণ কুমার খাণ্ডেলিয়া (FCS 3829, CP 2270), মেসার্স কে অরুণ অ্যান্ড কোং, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে।
৬. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, অনুগ্রহ করে www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখুন অথবা (০২২) ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করুন অথবা evoting@nsdl.com-এ এনএসডিএল-কে একটি অনুরোধ পাঠান। ঠিকানা- ট্রেড ওয়ার্ল্ড, ‘‘এ’’ উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বই - ৪০০০১৩।

২৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.jgchem.com-এ, যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে তাদের ওয়েবসাইট, যেমন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই)-এর www.nseindia.com-এ, বিএসই লিমিটেড (বিএসই)-এর www.bseindia.com-এ এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ উপলব্ধ করা হয়েছে।

শেয়ারহোল্ডারদের আরও জানানো হচ্ছে যে আয়কর আইন, ২০২৫-এর বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি দ্বারা প্রদত্ত এবং বণ্টিত লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে। এই সম্পর্কিত যোগাযোগ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.jgchem.com-এ উপলব্ধ।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
জে.জি. কেমিক্যালস লিমিটেড
স্বা/-
স্বাতী পোদ্দার
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৭.০৯.২০২৬

মালদায় বন্যায় ভিটেহারাদের জন্য গড়ে তোলা হবে ‘মডেল ভিলেজ’: গৌড়চন্দ্র মণ্ডল

গঙ্গার জলে প্লাবিত ভুতনি থানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গঙ্গার লাগাতার ভাঙনে অসংখ্য পরিবারগুলির ভিটেমাটি তলিয়ে গিয়েছে নদীগর্ভে। মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে এখন স্কুলের কয়েকটি ঘর। মাত্র সাতটি ঘরে গাদাগাদি করে দিন কাটাচ্ছেন প্রায় ৫০টি পরিবারের প্রায় ৩০০ জন মানুষ। ইংরেজবাজার ব্লকের মিলকি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসকোল গ্রামে গঙ্গার ভাঙনে ঘরবাড়ি হারিয়ে বর্তমানে খাসকোল হাইস্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির দাবি, প্রায় ১৫ দিন ধরে বিক্ষিপ্তভাবে ভাঙন চলছে। রবিদাসপাড়া, মণ্ডলপাড়া, কাশিপাড়া ও শেখপাড়ায় ভাঙনের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। ইতিমধ্যেই একাধিক বাড়ি গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। ভাঙনের আতঙ্কে অনেক পরিবার বাড়িঘর ভেঙে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরিয়ে স্কুলের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। দুবেলা কোনওরকমে খিচুড়ি, অন্যবেলা ডিম-ভাত খেয়েই কোনওরকমে দিন কাটছে দুর্গতদের। এদিকে, সোমবার দুপুরে ওই এলাকার

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান মানিকচক বিধানসভার বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল। নৌকায় ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শনের পর স্কুলের ত্রাণ শিবিরে গিয়ে দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন। স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবি জানালে বিধায়ক জানান, নতুন জায়গায় ‘মডেল ভিলেজ’ তৈরি করে বাড়ি, শৌচাগার, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যদিকে, ভুতনির বাঁধ ভাঙতেই গঙ্গার জলে প্লাবিত হয়েছে ভুতনি থানা। আপাতত ভুতনি সেতু সংলগ্ন এলাকায় অস্থায়ীভাবেই এই থানা পরিচালনার কাজ চালানোর কথা জানিয়েছেন পুলিশ সুপার অনুপম সিং। ইতিমধ্যে ভুতনি থানার অন্তর্গত উত্তর ও দক্ষিণ চণ্ডিপুর এবং হিরাদনন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২০০ পরিবার বন্যার কবলে পড়ে বিভিন্ন স্কুলগুলিতেই আশ্রয় নিয়েছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত রাজ্যের সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু এবং মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতির বিষয়গুলি খোঁজ নিয়েছেন। পাশাপাশি মালদার জেলাশাসক রাজর্ষি সিং কাপুর ইতিমধ্যে ভুতনি এলাকার প্লাবনের পরিস্থিতির বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ভুতনির বন্যা পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে মালদায় আসতে পারেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সফর সম্পর্কিত এখনও সেভাবে বিশদ কোনও তথ্য জানানো হয় নি। ভুতনি থানার কেশরপুর এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা জিয়াউল হক, বাদশা শেখ, রবি মন্ডলদের অভিযোগ, ‘গত বছরের মতো এবছরও বন্যা পরিস্থিতিতে ভুতনির সঙ্গে মানিকচকের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এলাকায় বিধায়ক, মন্ত্রী ও প্রশাসনের কর্তারা আসছেন ঠিকই। নামমাত্র ত্রাণ মিলছে। কিন্তু বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আমাদের জানানো হচ্ছে না। প্রতিবছর এরকম চলতে থাকলে একটা সময় ভুতনি এলাকাটি গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে যাবে।’ অবিলম্বে ভুতনিকে বাঁচাতে গেলে স্থায়ী বাঁধ তৈরীর প্রয়োজন রয়েছে।’ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুতনি থানার কার্তিকটোলা, পুলিনটোলা, গিরিধারিটোলা, কেশরপুর, কালুটনটোলা, বসন্তটোলা এলাকায় হুহু করে গঙ্গার জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে। অসংখ্য পরিবার নিজেদের ঘর বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। ভুতনি থানার প্রায় ৪০টি এলাকার চাষের জমি জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে। রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়েছে। রাজ্যের সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা হবিপুরের বিধায়ক জোয়েল মুর্মু বলেন, ‘মালদার খাসকোলে যেমন গঙ্গার ভাঙন চলছে। ঠিক তার উল্টো দিকে ভুতনি ও রতুয়ার থানার মহানন্দাটোলা বিলাইমারি-সহ আরও বেশ কিছু এলাকার বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব রকম সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে।’

‘কাটমানি খেলে ভিতরে যেতে হবে’

আরামবাগে কড়া বার্তা দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ‘যে কাটমানি খাবে, তাকেই ভিতরে যেতে হবে। এমনকি কাটমানি খাওয়া নেতাদের ভিতরে যেতে হবে।’ আরামবাগে বিজেপি নেতাদের বিস্ফোরক বার্তা দিলীপ ঘোষের। শত ব্যস্ততার মাঝেও রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এবারে সাংগঠনিক কাজে আরামবাগ এলেন। এদিন আরামবাগের দৌলতপুরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বিজেপি কর্মী, নেতা ও বিধায়কদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেন। তার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ‘মোদির জনসেবার ২৫ বছর উপলক্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর দেশজুড়ে চলবে ‘সেবা সংকল্প অভিযান। জনতার কাছে তার জীবনীকে পৌঁছে দিতে চাই আমরা। প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকদের বাড়িতে আশীর্বাদের প্রদীপ জ্বালানো হবে। সেই সেবা কার্যক্রম প্রতিটা জেলা থেকে শুরু করে মণ্ডল ও বুথ স্তর পর্যন্ত হবে। সেজন্য এমএলএ, এমপি এবং বিজেপি কর্মী নেতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে পঞ্চায়েতে দুর্নীতির আখড়া চলছে, এই র‌্যাকেট ভাঙতে পঞ্চায়েত মন্ত্রী

হিসেবে আপনি কি পদক্ষেপ নেবেন।’ সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন বলেন, ‘দুর্নীতি যেই করুক, ছাড় পাবেনা শাস্তি সে পাবেই। এইজন্য পঞ্চায়েতগুলিতে স্পেশাল অডিট করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতগুলিতে তিন বছরের বেশি যারা কাজ করেছেন প্রায় ১১০০ কর্মচারিকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। এখানেই ওরা গন্ডগোল করত। বাকি বাকি কিছু সাসপেন্ডও করা হয়েছে। মানুষ এত বছর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা যাতে সঠিকভাবে সরকারি পরিষেবা পান তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলীয় অন্দরে ক্ষোভ। দলের যারা দায়িত্বে আছে তাদের দমিয়ে রাখা হচ্ছে।’ এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘ক্ষোভের কোনও কারণ নেই। দলীয় কাজ চলছে। সবাই কাজ করা সুযোগ পাবে। অনেক পঞ্চায়েতেই প্রশাসক বসে গেছে। যে পঞ্চায়েত গুলিতে প্রশাসক নেই। সেখানে সেক্রেটারি সহ সরকারি কর্মীরা পরিচালনা করবে। আরামবাগে আগে রাজনীতি হতো মারামারি হতো এবারে উন্নয়ন হবে।’ আবাস যোজনার টাকা বাড়ানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এটা কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা। এর সাথে রাজ্য সরকার প্রতিটি বাড়ির জনয় ২৭টা লেবার দেবে। এক লক্ষ ২০ হাজার টাকার সঙ্গে প্রায় ২৭টা লেবার নিয়ে দেড় লক্ষ টাকার কাছাকাছি হয়ে যাবে।’ সবমিলিয়ে এদিন পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ উন্নয়নের পাশাপাশি বিজেপি নেতাদের কাঠমানি থেকে দূরে থাকার বার্তা দেন।

যাদবপুর-কাণ্ডের প্রতিবাদে বালুরঘাটে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা এবং ক্যাম্পাসের ভেতরে কথিত দেশবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদে বালুরঘাটে সরব হলো এবিভিপি। সোমবার বালুরঘাট কলেজের সামনে সংগঠনের উদ্যোগে একটি পথসভা ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী এবিভিপি সদস্যরা হাতে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও গেরুয়া পতাকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের ঘটনার প্রতিবাদ জানান। পাশাপাশি বামপন্থী ও নকশালপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে একাধিক স্লোগান দেন তারা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অস্বাভাবিক ও অসামাজিক কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে এবং তার প্রতিবাদ করায় তাঁদের কর্মী-সমর্থকদের ওপর পরিকল্পিত হামলা চালিয়ে আহত করা হয়েছে। কর্মসূচিস্থলে এবিভিপির বালুরঘাট নগর সম্পাদক দীপ হালদার অভিযোগ করে বলেন, ‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধভাবে দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে এবং ক্যাম্পাসকে নেশার আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। এর প্রতিবাদে আমাদের রাষ্ট্রবাদী ছাত্র-ছাত্রীরা সরব হলে নকশালপন্থীরা তাঁদের ওপর হামলা চালায় এবং অনেকেই আহত হন। এই ধরনের সহিংসতার প্রতিবাদেই আমরা বালুরঘাট কলেজের সামনে আন্দোলনে নেমেছি।’ বালুরঘাট কলেজের সামনের এই কর্মসূচিকে ঘিরে এবিভিপি সদস্যদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাঙ্গনে সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক হিংসা ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার পাশাপাশি প্রশাসনকে অবিলম্বে দ্রুত ও উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

পুনর্বাসন ছাড়া বাড়ি ভাঙার অভিযোগ ইসিএলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই বাড়ি ভাঙতে আসার অভিযোগ উঠল ইসিএল-এর বিরুদ্ধে। তারই প্রতিবাদে সোমবার কেন্দা এরিয়ার সিএল জামবাদ এলাকায় ইসিএল কর্তৃপক্ষের দলের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে ওই এলাকায় বসবাস করলেও আজ পর্যন্ত পানীয় জলের মতো ন্যূনতম পরিষেবাটুকুও ঠিকমতো মেলেনি। তার উপর পুনর্বাসনের কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না করেই বাড়িঘর ভেঙে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। গ্রামবাসীদের সাফ কথা, আগে পুনর্বাসন, তারপর উচ্ছেদ। মাথার উপর ছাদ নিশ্চিত না করে কোনওভাবেই বাড়ি ভাঙতে দেওয়া হবে না। তাঁদের দাবি, পুনর্বাসনের পাশাপাশি এলাকায় পানীয় জল-সহ প্রয়োজনীয় মৌলিক পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ইসিএল-এর বাড়ি ভাঙার যে কোনও উদ্যোগের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। বিক্ষোভে উপস্থিত পাণ্ডবেশ্বর মণ্ডলের উপ-সভাপতি বিনোদ মিস্ত্রি বলেন, গ্রামবাসীদের দাবি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বসবাস করা মানুষজনকে হঠাৎ করে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পরিস্থিতিতে ফেলা যায় না। পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা না করে কোনও পরিবারের বাড়ি ভেঙে দেওয়া মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত নয় বলেই তাঁর দাবি। তাঁর বক্তব্য, উন্নয়ন বা এলাকার নিরাপত্তার বিরুদ্ধে নন গ্রামবাসীরা। কিন্তু উন্নয়নের নামে কাউকে রাতারাতি উচ্ছেদ করে দেওয়া যায় না। ইসিএল কর্তৃপক্ষকে আগে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি জল-সহ প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিও নিশ্চিত করতে হবে। গ্রামবাসীদের হুঁশিয়ারি, জল ও পুনর্বাসনের সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি ভাঙার কোনও পদক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না। বিক্ষোভে পাণ্ডবেশ্বর মণ্ডল-২-এর উপ-সভাপতি বিনোদ মিস্ত্রি, শক্তি প্রধান কালেশ্বর পাসওয়ান, চাঁদ বাউড়ি-সহ এলাকার অন্যান্য গ্রামবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

আসানসোলে পর্দাফাঁস

‘মিনি জামতারা’র ৯ সাইবার অপরাধী ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের চোখের সামনে কুলটির নিয়ামতপুর হরিজন পাড়া কার্যত গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় ‘জামতারা’ সাম্রাজ্য।

সোমবার সকালে এই চক্র পাকড়াও করতে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। সন্দেহভাজন একাধিক তালাবন্ধ বাড়ির ভারী তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করেন তদন্তকারীরা। ভেতরে ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। লক্ষ্য করা যায় ঘরের আনাচেকানাচে বসানো ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়া সিসিটিভি ক্যামেরা, যা দিয়ে বাড়ির বাইরের গতিবিধির ওপর নজর রাখা হতো। তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ মোবাইল, ল্যাপটপ, হার্ডডিস্ক, এটিএম কার্ড ও নতুন সিম। এই যৌথ অভিযানে পুলিশ অন্তত ১০ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। তদন্তকারীদের মতে, এই নিয়ামতপুর হরিজন পাড়ার এই চক্র একেবারে ঝাড়খণ্ডের কুখ্যাত জামতারা কিংবা নারায়ণগঞ্জের ধাঁচে তৈরি। এর জাল শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নেই, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিদেশেও এই চক্র কোটি কোটি টাকার ওটিপি ও অনলাইন জালিয়াতি চালিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অতীতে এই এলাকায় অভিযানে গিয়ে একাধিকবার বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল পুলিশকে। কিন্তু এবার প্রযুক্তিগত নজরদারি ও টাওয়ার লোকেশন ধরে এই চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার বলেন ওই পাড়ার মোট ২৮ জন সাইবার ক্রিমিনাল হিসাবে চিহ্নিত। এখনো পর্যন্ত ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শ্রীরামপুরের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রীরামপুরের দে বাগানের বাড়ি থেকে নিমুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত নিমু শ্রীরামপুর পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর ঝুমা শীলের স্বামী। বছর ছয়েক আগে বিজেপি নেতা কবীর শঙ্কর বসুর উপরে হামলার ঘটনায় ফের তৃণমূল নেতা নিমু শীলকে গ্রেপ্তার করল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। ২০১৭ সালের পুরোনো একটি মামলায় শ্রীরামপুরের প্রাক্তন কাউন্সিলর রাজেশ শাহকেও পুলিশ তাঁর শ্রীরামপুরের চটকল লাগোয়া বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

ধৃতদের রবিবার শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তদের চার দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। যদিও ধৃতরা দাবি করেছেন, রাজনৈতিক চক্রান্ত করে তাঁদের ফাঁসানো হয়েছে। ২০২০-তে শ্রীরামপুরের ভাগীরথী লেনের একটি বহুতলে ভাড়া থাকছিলেন বিজেপির নেতা, আইনজীবী কবীর শঙ্কর বসু। অভিযোগ, ওই দিন সন্ধ্যায় তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের লোকজন তাঁর উপরে চড়াও হয়ে হামলা চালায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপরেও পাথর ছোড়া হয়। তাঁকে গভীর রাত পর্যন্ত গৃহবন্দী করে রাখা হয় বলে অভিযোগ দায়ের করেন কবীর। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে শ্রীরামপুর থানায় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। এর পরে নিমু শীলকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও এ দিন আদালতে যাওয়ার পথে নিমু নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন। কবীর বলেন, ‘আমার মামলা এত দিন নেওয়া হয়নি। রাজ্যে পালাবদলের পরে আমি অভিযোগ দায়ের করেছি। বিচারকের সামনে গোপন জবানবন্দি দিয়েছি। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে। আইন আইনের পথে চলছে।’

রোগী মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বমি ও পেট খারাপের সমস্যা নিয়ে দু’দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর এক যুবকের মৃত্যু হওয়ায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে চরম উত্তেজনা শুরু হয়। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা। এই মৃতের নাম শাহ আলম মল্লিক (৩৬)। তার বাড়ি মাচাতোড়া এলাকার তেঁতুলিয়া গ্রামে। পরিবারের অভিযোগ, দু’দিন আগে বমি ও পেট খারাপের সমস্যা নিয়ে শাহ আলমকে সিমলাপাল ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। তাঁকে বেডে ভর্তি করা হয়নি। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেঝেতে শুইয়ে রেখে চলছিল চিকিৎসা। তবে স্যালাইন ও ওষুধ দেওয়া হলেও প্রয়োজনীয় কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারে। এই অভিযোগগুলিই তুলছেন তার বাবা রুকুব উদ্দিন মল্লিক। রবিবার রাতভর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিজনেরা ও পড়শিরা। তাঁদের অভিযোগ, শাহ আলম মল্লিকে সরকারিভাবে ভর্তি করা হয়নি এবং শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কেন অন্যত্র পাঠানো হল না কেন তা নিয়ে সরব হন তারা। এই প্রশ্নগুলির কোনও উত্তর এখনও স্বাস্থ্য কেন্দ্র দিতে পারেনি। এবিষয়ে বাঁকুড়ার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শ্যামল সরেনকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, বিষয়টি তার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। চিকিৎসায় গাফিলতি হয়ে ছিল কি-না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

খনিতে মৃত্যু হল শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: খনির ভিতরে পর্যাপ্ত হাওয়া নেই শ্রমিক নেতাদের এমনই অভিযোগ। আর সেই ‘হাওয়ার অভাবেই’ অন্ডালের শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারিতে মৃত্যু হল ইসিএলের শ্রমিক নন্দলাল হরিজনের। ঘটনাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে খনির ভিতরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। শ্রমিক নেতাদের অভিযোগ, খনির গভীরে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকায় বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতেই নন্দলালের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি তাঁদের। খনি শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের সরব হয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। ঘটনার কারণ এবং খনির ভিতরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা নিয়ে ইসিএলের আধিকারিকদের বক্তব্য জানতে চাওয়া হলেও তাঁরা এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ফলে শ্রমিক নেতাদের অভিযোগের পাশাপাশি জোরালো হচ্ছে আরও একটি প্রশ্ন, নিরাপত্তার ঘাটতি থাকলে তার দায় কার?

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

দুর্গাপুর জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং : ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪, [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বোলপুর শাখা**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **০৯.০৪.২০২৬ তারিখে একটি দাবি নোটিশ** জারি করেছিলেন, যাতে ঋণগ্রহীতা শ্রী শিশির মন্ডল এবং সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী উম্মে সালমা বেগম-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৪,৬০,০৭০.৯২ **টাকা + ০৯.০২.২০২৬ থেকে চার্জ না করা সুদ (কথায় চার লক্ষ ষাট হাজার সত্তর টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা এবং সেই সাথে ০৯.০২.২০২৬ থেকে চার্জ না করা সুদ)** পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ০১ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বোলপুর শাখা** (প্রতিষ্ঠানের নাম)-এর **৪,৬০,০৭০.৯২ টাকা** এবং এর উপর সুদের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
মৌজা- ছোটশিমুলিয়া, জেএল নং- ১৪৮, এলআর প্লট নং- ২৩৭৩ এবং ২৪০৫, এলআর খতিয়ান নং- ১১১২, ক্ষেত্রফল- ৩.০০ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি- ভিটি, যা বাহিরী পঞ্চসোয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, এডিএসআর বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩১২৪০-এর অধীনে অবস্থিত আবাসিক সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার সাথে সংযুক্ত ভবন। উক্ত সম্পত্তিটি ২০-০২-২০১৫ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং- ১২৯৬ অনুযায়ী উম্মে সালমা বেগমের নামে রয়েছে।
সীমানা : উত্তরে : সোমসুনিহার বেগমের জমি দ্বারা; দক্ষিণে : সেখ কামালের বাড়ি দ্বারা; পূর্বে : মানিক ডোমের জমি দ্বারা; পশ্চিমে : প্রায় ১০ ফুট পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা।

তারিখ : ০১.০৯.২০২৬, স্থান : বোলপুর **চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট
লার্জ (এসএএমএল) কলকাতা শাখা
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ই-মেইল : samlkolkata@indianbank.co.in

Ref. No.: IB/SAML/KOL/BGPL/2026-27/452 **তারিখ ২৯.০৮.২০২৬**

প্রতি,
১. **মেসার্স বসুন্ধরা গ্রিন পাওয়ার লি., (ডিরেক্টর : শ্রী রঞ্জন কুমার বড়াই, শ্রীমতী সুপর্ণা ভট্টাচার্য এবং শ্রী প্রসেনজিৎ রায়), নিবন্ধিত কার্যালয়** ২৯বি, যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৩২।
২. **শ্রী রঞ্জন কুমার বড়াই, পিতা- রত্নেশ্বর বড়াই (মেসার্স বসুন্ধরা গ্রিন পাওয়ার লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর),** সুভাষপল্লী, থানা- ইংলিশ বাজার, মালদহ, পিন-৭৩২ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ।
৩. **শ্রী গোবর্ধন মন্ডল, পিতা- কালিপদ মন্ডল (মেসার্স বসুন্ধরা গ্রিন পাওয়ার লিমিটেড-এর ডিরেক্টর),** ৮৩/১, রবার্টসন রোড, ৬ নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩ ১৬৫।
৪. **শ্রী প্রসেনজিৎ রায়, পিতা- প্রবোধ চন্দ্র রায় (মেসার্স বসুন্ধরা গ্রিন পাওয়ার লিমিটেড-এর ডিরেক্টর),** সি/৮, পোদ্দারনগর কলোনি-২, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২।
৫. **শ্রী তেজ নারায়ণ গুপ্তা,** পিতা- মহাবীর প্রসাদ গুপ্তা **(মেসার্স বসুন্ধরা গ্রিন পাওয়ার লিমিটেড-এর গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত মহাবীর প্রসাদ গুপ্তা, ১৪৯, বি. টি. রোড, পোঃ- টিটাগড়, থানা- খড়দহ, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০ ১১৯।

অ্যাকাউন্ট(গুলি) ফ্রড হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করার আগে কারণ দর্শানোর নোটিশ
অ্যাকাউন্ট(গুলি) মেসার্স বসুন্ধরা গ্রিন পাওয়ার লি. (বর্তমানে ভ্রামরী দেবী কৃষি উদ্যোগ লি.), শাখা এসএএম লার্জ কলকাতা

মহাশয়/মহাশয়া,
আপনার অনুরোধে, ব্যাঙ্ক তার **বি. কে. পাল অ্যাভিনিউ শাখা, কলকাতা (পেরেন্ট ব্রাঞ্চ)**-এর মাধ্যমে সোল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অধীনে ঋণগ্রহীতা কোম্পানি মেসার্স বসুন্ধরা গ্রিন পাওয়ার লি.-কে বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধার জন্য **১১.৪৫ কোটি টাকা** অনুমোদন করেছিল, যেখানে **মেসার্স বসুন্ধরা গ্রিন পাওয়ার লি. এবং এর ডিরেক্টর ও গ্যারান্টাররা অর্থাৎ শ্রী রঞ্জন কুমার বড়াই, শ্রী গোবর্ধন মন্ডল, শ্রী প্রসেনজিৎ রায় এবং শ্রী তেজ নারায়ণ গুপ্তা** নথিপত্র/চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কোম্পানির ক্রেডিট সুবিধা **২৯.০১.২০১৬ তারিখে** অনুমোদিত হয়েছিল। **অ্যাকাউন্টটি ২৪.০৭.২০১৮ তারিখে এনপিএ** -তে পরিণত হয়। **২৯.০৮.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া ব্যালেন্স হলো ২৯.৮৫ কোটি টাকা।**
মেসার্স বসুন্ধরা গ্রিন পাওয়ার লি. এবং এর ডিরেক্টর ও গ্যারান্টাররা অর্থাৎ শ্রী রঞ্জন কুমার বড়াই, শ্রী গোবর্ধন মন্ডল, শ্রী প্রসেনজিৎ রায় এবং শ্রী তেজ নারায়ণ গুপ্তা অনুমোদনের শর্তাবলী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।
প্রতারণা পরীক্ষার জন্য ব্যাঙ্ক দ্বারা গঠিত ব্যাঙ্কের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (ফ্রড এক্সামিনেশন কমিটি), তাঁদের সামনে উপস্থাপিত নথিপত্র থেকে অ্যাকাউন্টে প্রতারণামূলক কার্যকলাপ সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন এবং ২৮.০৮.২০২৬ তারিখে যথাযথ আলোচনার পর আরবিআই নির্দেশিকা অনুসারে ফ্রড হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করার আগে ঋণগ্রহীতা কোম্পানি **মেসার্স বসুন্ধরা গ্রিন পাওয়ার লি. এবং এর ডিরেক্টর ও গ্যারান্টার অর্থাৎ শ্রী রঞ্জন কুমার বড়াই, শ্রী গোবর্ধন মন্ডল, শ্রী প্রসেনজিৎ রায় এবং শ্রী তেজ নারায়ণ গুপ্তাকে** কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করার অনুমোদন দিয়েছেন।
উক্ত কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করেছে :
ত্রুটিপূর্ণ টাইটেল / অসম্পূর্ণ বন্ধক : শ্রী তেজ নারায়ণ গুপ্তা (গ্যারান্টার)-এর নামে থাকা ১৪৯, বি. টি. রোড, টিটাগড়, খড়দহ, কলকাতা - ৭০০ ১৯১-এ অবস্থিত সম্পত্তিটি ঋণগ্রহীতা কোম্পানি **মেসার্স বসুন্ধরা গ্রিন পাওয়ার লি. (বর্তমানে ভ্রামরী দেবী কৃষি উদ্যোগ লি.)** দ্বারা **৮.২৫ কোটি টাকার টার্ম লোন লিমিট এবং ৩.২০ কোটি টাকার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল** সুবিধা পাওয়ার জন্য ২৮.০৬.২০১৬ তারিখে ব্যাঙ্কের অনুকূলে নিবন্ধিত বন্ধক রাখা হয়েছিল। **অ্যাকাউন্টটি ২৪.০৭.২০১৮ তারিখে এনপিএ-তে পরিণত হয়** এবং পরবর্তীতে সারফায়েশি পদক্ষেপ শুরু করা হয়। তবে, সারফায়েশি পদক্ষেপের সময়, এটি প্রকাশ্যে আসে যে ব্যাঙ্কের অনুকূলে নিবন্ধিত বন্ধক তৈরির আগেই ঋণগ্রহীতা কোম্পানি এবং তার ডিরেক্টরদের যোগসাজশে বন্ধকদাতা/গ্যারান্টার দ্বারা উক্ত সম্পত্তিটি প্রতারণামূলকভাবে তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি/হস্তান্তর করা হয়েছিল। এইভাবে, ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখার সময় সম্পত্তিতে কোনো বৈধ স্বত্ব বা স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও বন্ধকদাতা/গ্যারান্টার অন্যায়ভাবে বন্ধক তৈরি করেছিলেন।
বন্ধকের আগে সম্পাদিত বিক্রয় লেনদেনের বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হলো :

ক্র. নং	নিবন্ধন কার্যালয় এবং দলিল নং	ফ্লোর / ফ্ল্যাট নং	এরিয়া	কার কাছ থেকে কার কাছে স্থানান্তরিত
১.	ডিএসআর-১, দলিল নং ৪৫৬৭/২০১৬	১ম ফ্লোর ২য় ফ্লোর ৩য় ফ্লোর ৪র্থ ফ্লোর	১৯৭০.৭৩ ১৯৭০.৭৩ ১৯৭০.৭৩ ১৯৭০.৭৩	তেজ নারায়ণ গুপ্তা থেকে সুরেশ গুপ্তাকে, ২৭.০৬.২০১৬ তারিখে উপহার দেওয়া হয়েছে
২.	বিকেপিইউআর দলিল নং ১০৪১৪/২০১০	১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ১/এ	৫৮০-৬৯৬	তেজ নারায়ণ থেকে গীতা সাউ
৩.	বিকেপিইউআর দলিল নং ১০৪০৭/২০১০	১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ১/এ	১০৪৫-১২৫৪	তেজ নারায়ণ থেকে পরেশ নাথ সাউ
৪.	বিকেপিইউআর দলিল নং ১০৪০৬/২০১০	২য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ২/এ	৫৮০-৬৯৬	তেজ নারায়ণ থেকে দয়া শঙ্কর
৫.	বিকেপিইউআর দলিল নং ১১২৮৮/২০১০	খোলা ছাদ ৪র্থ ফ্লোর	১৬৪১	তেজ নারায়ণ থেকে রাজেশ জয়সওয়াল
৬.	বিকেপিইউআর দলিল নং ৩১৩/২০১২	২য় ফ্লোর ফ্ল্যাট নং ২/বি	১০৪৫-১২৫৪	তেজ নারায়ণ থেকে রীতা জয়সওয়াল
৭.	ডিএসআর-১, দলিল নং ৭২৩৫/২০১৪	১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ১/এ	৫৮০-১২৫৪	গীতা সাউ থেকে নির্মল, গোপাল, বিজয়
৮.	বিকেপিইউআর দলিল নং ১৫৬৩/২০১৪	১ম ফ্লোর, ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ১/বি	৪৭৫-৫৭০	পরেশ নাথ সাউ থেকে ইমরান
৯.	ডিএসআর-১, দলিল নং ৭২৩৬/২০১৪	১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ১/বি	৫৮০-১২৫৪	পরেশ নাথ সাউ থেকে নির্মল, গোপাল, বিজয় সাউ

ঋণগ্রহীতা কোম্পানি, এর ডিরেক্টর(গণ) এবং গ্যারান্টারদের পক্ষ থেকে প্রতারণার উপরোক্ত প্রমাণ বিবেচনা করার পর, কমিটি প্রাথমিকভাবে বিষয়ভিত্তিক অ্যাকাউন্ট(গুলি)-তে প্রতারণার উপাদান(গুলি) লক্ষ্য করেছে।
আপনি যদি চান, তাহলে আপনি এই নোটিশ প্রাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অসদাচরণ/ভুলত্রুটি/অসম্মতির বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কের কাছে একটি রিপ্রেজেন্টেশন/সাবমিশন জমা দিতে পারেন এবং ব্যাখ্যা করতে পারেন যে কেন আপনাকে ফ্রড হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত নয়।
এছাড়াও আপনি একটি ব্যক্তিগত শুনানির অধিকারী এবং অনুরোধের ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত শুনানির জন্য একটি সুযোগ প্রদান করা হবে। আপনি যদি ব্যক্তিগত শুনানির বিকল্প বেছে নেন, তাহলে আপনাকে কমিটির সামনে আপনার উপস্থিতি এবং রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য তারিখ, সময় এবং স্থান জানানো হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো রিপ্রেজেন্টেশন না পাওয়া গেলে এবং নির্দিষ্ট তারিখে এবং বা মঞ্জুর করা বর্ধিত সময়ের মধ্যে কমিটির সামনে উপস্থিত না হলে, ব্যাঙ্ক উপলব্ধ উপকরণ বা রেকর্ডের ভিত্তিতে আদেশ দেওয়ার জন্য আরও এগিয়ে যাবে।
অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে যদি ফ্রড হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক আরবিআই, সিবিল এবং অন্যান্য ক্রেডিট ইনফরমেশন কোম্পানিকে ঋণগ্রহীতা কোম্পানি এবং তার ডিরেক্টর(দের) এবং গ্যারান্টারদের নাম জানাবে এবং আইনের অধীনে প্রযোজ্য উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
আপনার বিশ্বস্ত,
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী (ফ্রড এক্সামিনেশন কমিটির পক্ষে)

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বহরমপুর মেইন শাখা
৩১৫, নেতাজী রোড, পোঃ এবং থানা- খাগড়া
জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ১০৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১)-এর শর্তাংশ দেখুন]
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১)-এর শর্তাংশের সাথে পঠিত স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সুরক্ষিত পাওনাদার, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর মেইন শাখার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **প্রতীকী দখল** নেওয়া হয়েছে এমন নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা স্থাবর সম্পত্তি, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর মেইন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর পাওনা আদায়ের জন্য ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **১৭,০২,৫৮২.০০ টাকা** (সতেরো লক্ষ দুই হাজার পাঁচশো বিরাশি টাকা) (বিবি ১৪,৮৮,৮৪০.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ২,১৩,৭৪২.০০ টাকা) এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ / চার্জ এবং ব্যয় সহ **ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা : শ্রী আমজাদ হোসেন,** পিতা- কেতাব সেখ, প্লট নং ৩৩৪/৯২৮, ডন বস্কো নগর, বালিয়াডাঙ্গা, থানা- বহরমপুর, মনীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, বহরমপুর, পিন-৭৪২ ১০৩, পশ্চিমবঙ্গ। আরও ঠিকানা - হরহরিয়াচক ইসলামপুর মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য **২৮.০৯.২০২৬ তারিখে “যেখানে যেমন আছে”, “যেমন আছে যা আছে” এবং “যাই থাক না কেন”** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	এ) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা(দের) নাম বি) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায় চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. **ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা :** **মহ. আমজাদ হোসেন,** পিতা- কেতাব সেখ, প্লট নং ৩৩৪/৯২৮, ডন বস্কো নগর, বালিয়াডাঙ্গা, থানা- বহরমপুর, মনীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, বহরমপুর, পিন-৭৪২ ১০৩, পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়াও হরহরিয়াচক ইসলামপুর মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ২. **গ্যারান্টার শ্রীমতী মাসুমা সরকার,** স্বামী- মহ আমজাদ হোসেন প্লট নং ৩৩৪/৯২৮, ডন বস্কো নগর, বালিয়াডাঙ্গা, থানা- বহরমপুর, মনীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, বহরমপুর, পিন-৭৪২ ১০৩, পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়াও হরহরিয়াচক ইসলামপুর মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ খ) **বহরমপুর মেইন শাখা**	খতিয়ান নং এলআর ৫৩৪৬, এলআর প্লট নং ৩৩৪/৯২৮, জে.এল. নং ৭৯-এ ডন বস্কো নগর, গ্রাম শিবনগর বদরপুর-এ অবস্থিত জমি এবং ভবন, ক্ষেত্রফল ১৪৩৭.৪৮ বর্গফুট, দলিল নং I-11229 তারিখ ৩০.১২.২০১০ অনুযায়ী, এডিএসআর - সদর, বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির পরিমাপ উত্তর- ৩১ ফুট ০৩ ইঞ্চি; দক্ষিণ- ৩১ ফুট ০৩ ইঞ্চি; পূর্ব- ৪৬ ফুট ০১ ইঞ্চি; পশ্চিম- ৪৬ ফুট ০১ ইঞ্চি। **সম্পত্তির সীমানা :** উত্তরে : ১০ ফুট রাস্তা, দক্ষিণে : লেআউট প্লট নং ২১ এবং ২৫, তুহিনা খাতুনের সম্পত্তি, পূর্বে : লেআউট প্লট নং ২০, জয়নাল আবেদিনের সম্পত্তি, পশ্চিমে : লেআউট প্লট নং ১৮, নাজির সেখ-এর সম্পত্তি।	**১৭,০২,৫৮২.০০ টাকা** (সতেরো লক্ষ দুই হাজার পাঁচশো বিরাশি টাকা) (বিবি ১৪,৮৮,৮৪০.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ২,১৩,৭৪২.০০ টাকা) যা ০৭.০৯.২০২৬ **তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ / চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ৪১, ৪০,০০০.০০ টাকা (*) (একচল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা) খ) ৪,১৪,০০০.০০ টাকা (চার লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB10965289320 ঙ) ব্যাঙ্ক জানে না চ) প্রতীকী দখল

(*বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের বেশি হওয়া উচিত)

ই-অকশনের তারিখ ও সময় তারিখ - ২৮.০৯.২০২৬; সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত।
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https//baanknet.com

বিডারদের অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর ওয়েবসাইট (https//baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড, হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা এবং ইএমডি অবস্থার জন্য, অনুগ্রহ করে support.BAANKNET@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির আলোকচিত্র এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https//baanknet.com দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
https//baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : এটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / গ্যারান্টার(দের)-এর উদ্দেশ্যেও একটি নোটিশ

তারিখ ০৭.০৯.২০২৬ / স্থান বহরমপুর **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

মস্কোয় আটক ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার, কেন্দ্রের দ্বারস্থ পরিবার

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর: মস্কোয় আটক এক ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার। জানা গিয়েছে, তিনি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। তাঁর স্ত্রীয়ের দাবি, যুবককে জোর করে রুশ সেনাতে ভর্তি করানোর চেষ্টা চলছিল। তবে কী কারণে তাঁকে আটক করা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। যুবককে দেশে ফেরাতে ইতিমধ্যেই কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার।

চন্দনকে দেশে ফেরাতে ইতিমধ্যেই কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের দ্বারস্থ হয়েছে তাঁর পরিবার। ভিডিও বার্তায় কান্নায় ভেঙে পড়েন স্নেহা। তিনি বলেন, 'সন্তানকে নিয়ে আমি এখানে আটকে পড়েছি। আমি রুশ ভাষা বুঝি না। চন্দনের কী ঘটছে, কেন তাঁকে আটক করা হয়েছে, তা জানা যাচ্ছে না।'

জানা গিয়েছে, যুবকের নাম চন্দন গুপ্তা। স্ত্রী স্নেহা গুপ্তা এবং ১০ বছরের পুত্রসন্তানকে নিয়ে তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই মস্কোতে বাস করছিলেন। রবিবার দুপুরে চন্দনকে আটক করে পুলিশ। এরপরই সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও বার্তা দেন স্নেহা। সেখানে তিনি দাবি করেন, চন্দন নয়ডার একটি সংস্থায় ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত। সংস্থা থেকেই তাঁকে রাশিয়ায় পাঠানো হয়। এরপরই বৈধ 'ওয়ার্ক ভিসা' নিয়ে সপরিবারের তিনি মস্কোতে আসেন। স্নেহার আরও দাবি, তাঁর স্বামী কোনও অন্যায় করেননি।

গুয়াহাটিতে স্ত্রীকে খুনে করে মাথা ফ্রিজে ঢোকাল স্বামী

গুয়াহাটি, ৭ সেপ্টেম্বর: ফিরল শ্রদ্ধা ওয়ালকারের খুনের বীভৎস স্মৃতি। শ্রদ্ধার দেহ ৩৫টি টুকরো করার অভিযোগ উঠেছিল প্রেমিক আফতাবের বিরুদ্ধে। এবার গুয়াহাটিতে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল স্ত্রীকে হত্যা করে তাঁর মাথা ফ্রিজে রাখার। মাথা কেটে ফ্রিজে ঢোকানো! আঙুলও টুকরো টুকরো করে কাটা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে অসমের গুয়াহাটির বশিষ্ঠপুর এলাকায়। একটি ফ্ল্যাটের ফ্রিজ থেকে উদ্ধার হয় ২৫ বছর বয়সি এক বধূর কাটা মাথা। প্লাস্টিকে মুড়িয়ে রাখা হয়েছিল ওই কাটা মাথাটিকে। অভিযোগ, খুন করা হয়েছে তাঁকে। ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে অভিযুক্ত স্বামী।

২৫ বছর বয়সি রিয়া তালুকদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রামানুজন গোস্বামীর। তাঁরা হাতিগাঁও অঞ্চলে থাকতেন। প্রতিবেশীদের দাবি, গত সোমবার রাতে তাঁদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। ক্রমে তা প্রবল আকার ধারণ করে। এরপর রামানুজন রাত আটটা নাগাদ বেরিয়ে যায় বলে দাবি আশপাশের বাসিন্দাদের। মঙ্গলবার রাতের দিকে বাড়িটি থেকে পচা গন্ধ বেরচ্ছিল। দ্রুত খবর যায় পুলিশে। পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হলে দেখা যায়, রিয়ার মাথা কালো প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। দেখা যায় মহিলার হাতের আঙুলও কাটা।

জানা গিয়েছে, ফ্যান্সি বাজারের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মার্কেটে কাজ করতেন রিয়া। তাঁর মা-বাবা জীবিত নেই। আত্মীয় বলতে একমাত্র ভাই। রিয়ার হত্যাকাণ্ডকে অত্যন্ত নৃশংস বলে বর্ণনা করেছেন তদন্তকারীরা। অভিযোগ, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে রিয়াকে তাঁর স্বামীই খুন করেছে। তাঁরা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ওই বধূর মাথা কেটে আলাদা করে তা একটি পলিথিন ব্যাগে ভরে ফ্রিজে রেখেছিলো। এ ছাড়া তাঁর আঙুলগুলিও কেটে ফেলা হয়েছিল। কিছু অংশ কুকুরকে খাইয়ে দেওয়া হয়।

সংবাদসংস্থা এএনআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গুয়াহাটি পুলিশ কমিশনারেটের এডিসিপি (পূর্ব) অনুরাগ শর্মা নিশ্চিত করেছেন, এই মামলায় রিয়ার স্বামী রামানুজন গোস্বামী প্রধান অভিযুক্ত। তিনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন। পুলিশের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাও জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে যে মৃতদেহ উদ্ধারের প্রায় ৪৮ ঘণ্টা আগে নৃশংস ভাবে খুন করা হয় রিয়াকে। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (জিএমসিএইচ) পাঠানো হয়েছে বলে খবর।

৫০৪ কোটির ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারি
হরিয়ানায় ৬ আমলা-সহ ১৯ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট

চণ্ডীগড়, ৭ সেপ্টেম্বর: হরিয়ানার আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের ৫০৪ কোটি টাকার তহবিল আত্মসাৎ মামলায় তৃতীয় চার্জশিট দিল সিবিআই। এই চার্জশিটে মোট ১৯ জন অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে হরিয়ানা ক্যাডারের ছ'জন হাই-প্রোফাইল আইএএস কর্তার নাম রয়েছে। সরকারের একাধিক বিভাগ ও সংস্থা জড়িত ৫০৪ কোটি টাকার আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায়। তাই রাজনৈতিক মহলেও শোরগোল ছড়িয়েছে।

সংবাদ সংস্থার খবর, এই মামলায় নতুন ১৯ জনকে যুক্ত করার পর চার্জশিটে মোট অভিযুক্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৭ জনে। সিবিআই এখন পর্যন্ত ৫৪টি স্থানে তল্লাশি চালিয়েছে। ২৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এবং প্রায় ২০ কোটি টাকার সোনা-সহ বিপুল পরিমাণ নথি ও ডিজিটাল প্রমাণ উদ্ধার করেছে। জানা গিয়েছে, এই সরকারি আমলারা ব্যাঙ্কের কর্তাদের সাথে যোগসাজশ করে হরিয়ানা সরকারের আটটি বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার গণতহবিল অনিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় স্থানান্তরিত করেন। ৫০৪ কোটি টাকা ভুয়া কোম্পানির অ্যাকাউন্টে সরিয়ে নেওয়া হয়। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের প্রাক্তন কর্মী ঋভব ঋষি ও অভয় কুমার এবং তাদের ব্যবসায়িক অংশীদার স্বস্তিক দেশ প্রজেক্টের স্বাতী সিঙ্গলা ও অভিষেক সিঙ্গলা গ্রেপ্তার হতেই এই কেলেঙ্কারির ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে।

পঞ্চকুলার বিশেষ সিবিআই আদালতে এই চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। হরিয়ানার ইতিহাসে এই প্রথম একসঙ্গে এতজন আইএএস কর্তা কোনও ফৌজদারি মামলায় বিচারের মুখোমুখি হতে চলেছেন। সিবিআই-এর চার্জশিটে নাম থাকা ছয় আইএএস কর্মকর্তা হলেন, মোহাম্মদ শায়িন (হরিয়ানা পাওয়ার জেনারেশন কর্পোরেশনের প্রাক্তন এমডি), সাকেত কুমার (উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত বিভাগের প্রাক্তন কমিশনার ও সচিব), বিনীত গর্গ (হরিয়ানা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান), প্রদীপ কুমার (হরিয়ানা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য সচিব (যিনি গত জুনে অবসরের দিনই গ্রেপ্তার হন), রাম কুমার সিং (পাঞ্চকুলার প্রাক্তন পুর কমিশনার) এবং পঙ্কজ আগরওয়াল (হরিয়ানা রাজ্য কৃষি বিপণন বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান)।

তারুণ্যের লড়াইয়ে ডার্বি জমাল ইস্টবেঙ্গল, তারকাখচিত মোহনবাগান থামল ১-১ গোলে

ময়দান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডার্বিতে জয় না এলেও ইস্টবেঙ্গলের তরুণ ফুটবলাররা বুঝিয়ে দিলেন, বড় ম্যাচের চাপ সামলানোর ক্ষমতা তাঁদের রয়েছে। কলকাতা লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বারাসত বিদ্যাসাগর স্টেডিয়ামে মোহনবাগানের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল লাল-হলুদ। ম্যাচের ফল লিগের হিসাব বদলাতে না পারলেও ২ দলের পারফরম্যান্সে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে দিল।

ইস্টবেঙ্গল আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, সিনিয়র দলের কোনও ফুটবলারকে এই ম্যাচে নামানো হবে না। তাই চাকু মান্ডি, মনোতোষ মাজি, গৌরব সাউ, আকাশ হেমরাম, অঙ্কন ভট্টাচার্য, তন্ময় দাসদের উপরেই ছিল দায়িত্ব। বিপরীতে মোহনবাগানের প্রথম একাদশে ছিলেন শুভাশিস বোস, রাহুল ভেকে, আপুইয়া, মনবীর সিং ও সাহাল আবদুল সামাদের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলার।

প্রথমার্ধে অবশ্য মোহনবাগানই নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইস্টবেঙ্গলের তরুণরা কয়েকটি ভালো আক্রমণ তৈরি করলেও শেষ মুহূর্তে তাল কেটে যায়। ৩৭ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে আসা বল ধরে সুযোগ কাজে লাগান মনবীর। ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার গৌরব সাউ কিছুটা এগিয়ে থাকায় তাঁর শট আটকানোর সুযোগ কমে যায়। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় সবুজ-মেরুন।

দ্বিতীয়ার্ধে বদলে যায় ইস্টবেঙ্গলের চেহারা। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে তারা। প্রথম ২০ মিনিটেই একাধিকবার গোলের সুযোগ তৈরি হয়। কখনও শুভাশিসের গায়ে লেগে বল ফিরে আসে, কখনও বারে লাগে শট। আকাশ হেমরামের গতি বারবার সমস্যায় ফেলে মোহনবাগানের রক্ষণকে।

অবশেষে ৬৫ মিনিটে আসে কাঙ্ক্ষিত গোল। কর্নার থেকে আসা বলে মহম্মদ বিলালের দুর্দান্ত হেডে সমতা ফেরে ইস্টবেঙ্গল। এরপর শেষ পর্যন্ত রক্ষণ সামলে যায় তারা। ৮৩ মিনিটে গৌরব সাউয়ের দুরন্ত সেভ ম্যাচের অন্যতম সেরা মুহূর্ত হয়ে ওঠে।

১-১ ফলেই শেষ হয় ডার্বি। সুপার সিক্সে আর ডার্বি নেই। তবে এই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের তরুণদের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো দেখাল। একই সঙ্গে মোহনবাগানের ফিটনেস ও জয়ের মানসিকতা নিয়েও নতুন করে ভাবার অবকাশ তৈরি হল।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
BIRBHUM ZILLA PARISHAD
SURI, BIRBHUM.
Abridged Notice Inviting e-Tender
Tender Notice No. BHM-N-04-2026-27
Memo no:3645/3(1)/BZP dt:-02/09/2026
Additional Executive Officer, Birbhum Zilla Parishad invites e-Tender for 41 (Forty- One) nos. of work. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website **https://tenders.wb.gov.in** & **https://birbhum.gov.in**
Sd/- Additional Executive Officer, Birbhum Zilla Parishad.
Memo No-109(3)/Inf(advt)/Bir, Dated-07/09/2026

DUBRAJPUR DEVELOPMENT BLOCK
DUBRAJPUR : BIRBHUM
Abridged Notice Inviting Tender
Tender Notice No - 07/DDB/2026(VB-G RAM G)
Memo No - 2090/DDB/2026
Dated - 02/09/2026
Block Development Officer, Dubrajpur Development Block invites Tenders for 11(Eleven) no of works closed on 12.09.2026 at 06.55 PM. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website wbtenders.gov.in Sd/- Block Development Officer
Dubrajpur Development Block
Dubrajpur Birbhum

Rajpur-Sonarpur Municiplity
Harinavi, Kolkata-124
NIT NO.: WBMAD/ULB/RSM/241/E-GOV/SI/2026-27, Date: 03.09.2026. For details visit: http://www.tenders.wb.gov.in
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331
NOTICE INVITING E-TENDER
Executive Officer, Diamond Harbour Municipality,invite e-tender for execution of O1(One) no. of Civil work from all Govt.contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.- WBMAD/ULB/DHM/NIT-17/381(e)/2026-27.** Bid Submission Start Date: **08.09.2026.** Bid Submission End-Date: **15.09.2026.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Executive Officer**
Diamond Harbour Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following RE-Tender are invited by the Administrator, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 933, Dt. 07/09/2026** for Illumination and maintenance to street lights including all electrical items at different area under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_ 1040887_1 to 4,** Last Date of Bid Submission **16/09/2026 at 18.55 Hrs.**
Sd/- **Sougata Roy, Administrator.**
Kanchrapara Municipality

e-Tender Notice
The Administrator, Dankuni Municipality, invites Tender for Additional Work for Restoration of Bitumen Road With Paver Block at Ward No-02,10,16 & 17 and Restoration of Paver Block Road at Ward No-12, 14,15 & 20 under UD& MA Schemes and Construction of Road Pavement By Paver Block in Ward No-15 within Dankuni Municipality for **E-N.I.T No- WB/DKM/Admin/e-NIT-19/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-20/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-21/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-22/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-23/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-24/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-25/2026-27 & WB/DKM/Admin/e-NIT-26/2026-27**. Bid Submission closing date (Online)- **30/09/2026** & **23/09/2026**. Details may be seen from **https://tenders.wb.gov.in** the official website of e-tender.
Sd/-
Administrator
Dankuni Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Construction of Boundary Wall for Proposed OHR at Gamon Colony, Ward-34 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-40/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5022664_1 • Est. Amount : Rs. 30,37,813.00
2) Name of the Work : Construction of Boundary Wall for Proposed OHR at Golfnagar, Ward-11 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-41/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5022671_1 • Est. Amount : Rs.23,57,051.00
Last Date : **22-09-2026, 5:00 PM**
CORRIGENDUM NOTICE
The Bid Submission Closing date is extended **upto 5:00 p.m. on 12.09.2026** and Bid Opening Date will be **15.09.2026 after 11:00 a.m.** for the following tenders.

TENDER Ref. No.	TENDER ID:
WBDMC/COMM/PW/NIT-072/26-27 (2nd Call)	2026_MAD_5019719_1

For details : **tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
GARULIA MUNICIPALITY
P.O. Garulia, Dist.- North 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited by the Executive Officer, Garulia Municipality, P.O. Garulia, North 24 Parganas for following 1 no scheme for " Improvement of Drain at Ward No-1 Under 15th Finance Commission (Untied Fund) in Garulia Municipality"
e-NIT No.: WBMAD/ULB/GM/NIT-02/2026-27
Date: 05-09-2026
Tender ID: 2026_MAD_5022570_1
Tender Value: Rs.1,58,760-00
Name of The Work: Improvement of Both Side Drain at Santigarh Main Road Bye Lane Durgamandop Goli Near H_O Mr Sajal Ganguly to Garh Shyamnagare Primary School In Ward No_01 Under Garulia Municipality Start date of Bid Submission: **08-09-2026 6-30 p.m.** Bid Submission End Date: **16-09-2026 6-30 p.m.** Details information will be available in **http://tenders.wb.gov.in.**
Sd/- **Sri Sib Sankar Banik, Executive Officer**
Garulia Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING TENDER
eNIQ No. 07/WBPWD/AE/AHESD of 2026-27 of AE, AHESD, PWD.
Name of work: Comprehensive Annual Maintenance & Servicing of Window, Split & Ceiling Suspended Type Room Air-Conditioner under Assembly House Electrical Section PWD For 12 Months - PHASE-I, Invites e-tender vide Tender ID: 2026_WBPWD_5022103_1 from resourceful contractors adequate experience in executing similar nature of work. The last date of online bid submission is 15/09/26 till 04:00 PM. For further details please log in http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, AHESD/PWD(E), GOVT. of W.B.
ICA- T17206(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIQ No. 11(2nd Call) of 2026-2027, Tender ID: 2026_WBPWD_5022152_1. Bid submission start date 08.09.2026. Bid submission end date 14.09.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- AE/AESD.
ICA- T17244(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D., Lalbazar Electrical Sub-Division, 81/2/2, Phears Lane, Kolkata-700012. Email: aelbesd@gmail.com invites e-tender (online) for the work named **"Electrical Installation including SITC of Air Conditioning arrangement in the proposed office of HOD/Philosophy, Presidency University, College street Campus, Kolkata."** Vide e-tender no. WBPWD/AE/LBESD/eNIQ-13 of 2026-27, Tender ID : 2026_WBPWD_5022131_1. Bid submission end date (online) for the job is **15.09.2026 upto 1:30 P.M.** detail information/download/upload will be available from the website: **http://etender.wb.nic.in**, **http://wbtenders.gov.in** and **http://pwdwb.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, Lalbazar Electrical Sub-Division.
ICA- T17228(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tenders is invited by the undersigned for the work "Annual Maintenance estimate of the electrical installation at Annex Building -III, Sales Tax Complex---Supply and Delivery of maintenance materials." Tender No : **WBPWD/EE/16/IR/T/KCED/II of 2026-27 (2nd call). Tender ID-2026_WBPWD_5022165_1.** Bid Submission end date 21.09.2026 up to 02:00 P.M Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B. Mandal, Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division.
ICA- T17234(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice inviting E-Tender
Assistant Engineer, PWD, R.G.Kar Hospital Sub-Division are follow / follows. NIT NO. WBPWD/AE/RGKHSD/eNIT-10e/2026-27, ID: 2026_WBPWD_5021859_1, 2026_WBPWD_5021859_2, 2026_WBPWD_5021859_3, 2026_WBPWD_5021859_4, 2026_WBPWD_5021859_5, 2026_WBPWD_5021859_6. Last date: 21/09/2026, 13.00 PM. Remarks: Details shown in https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., R.G. Kar Medical College &Hospital Sub-Division, PWD.
ICA- T17245(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Dum Dum Sub-Division, PWDte. invites online 01(one) no e-tender for the work of 1) **"Patch repairing work in different stretches (from Ch. 4.75 KM to Ch. 5.35 KM) as a post-monsoon measures at Madhusudan Banerjee Road under Kolkata North Division, P.W.Dte. during the year 2026-2027",** Estimate Amount Rs. 4,98,082.00, Tender ID : 2026_WBPWD_5022205_1. NIeT No: WBPWD/AE/DDSD/NIeT-08/2026-2027. Bid Submission upload start date 09.09.2026 from 12:30 Hours. Bid Submission upload end date : 16.09.2026 up to 12:30 Hours. The details of NIeT and Tender document may be downloaded from **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- AE, DDSD, PWDte., GOVT. OF W.B.
ICA- T17232(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Office of the Assistant Engineer, South 24 Pgs Mechanical Sub Division, P W (Roads) Directorate invites quotations for the Supply of Non-AC Motor Cab/ Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C. on hire basis. Ref : NIQ No. 39 of 2026-2027 of AE, SOUTH 24PGS MSD, PWR and Tender Id: 2026_WBPWD_5022085_1 Date: 03.09.2026. Bid submission start date 09.09.2026 at 10:00A.M. Bid submission Last date up to 19.09.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, South 24 Pgs. Mech. Sub Division PW(Roads) Directorate.
ICA- T17203(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/HOUSING/EE/DIV-III/Circle III(BSUP)/NIT-12/2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-III, Circle III(BSUP), Housing Sector, KMDA, 1st floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Engagement of 2 (two) no. sweeper on daily basis for a period of one year at Premsses No. 25, 25/1, B.B. Chatterjee Road under Scheme Kasba-I., Rs.3,87,484/- (Including GST & LWC), Rs.7,750/-, 12 months, **Last date & time of Online Bidsubmission:** 18.09.2026, Time: 17.00 hrs.,for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-494)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T17183(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE(E/M)/FAWS-II/T-07 of 2026-27
Online percentage premium two-part e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/FAWS-II, E/M Sector, KMDA, 83/1A, Vivekananda Road, Kolkata-700006, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agencies, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money to be Deposited, Time of Completion,** Preventive maintenance of thirteen (13) numbers DTW based pumping stations at different sites of Rajarhat Zone-II & Panpur Keutia zones located at BMC & Panpur Panchayet area under FAWS-II division (for 12 calendar months w.e.f date of work order)., Rs.4,83,185/-, Rs.9,664/- (Balanced amount to determine @ 2% of contract/ accepted amount is to be deposited before issuing of work order), 12 calendar months w.e.f date of work order, **Last date & time of Online Tender submission:** 18.09.2026, 13:30hrs., for details contact the above office or visit both website. **(KMDA-495)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T17184(1)/2026

Rajpur-Sonarpur Municiplity
Harinavi, Kolkata-124
NIT NO.: WBMAD/ULB/RSM/52/E-GOV/SI/2026-27, Date:10.08.2026. For details visit: http://www.tenders.wb.gov.in
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-02 of 2026-27 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 12 nos.various locations Repairing work under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: **08.09.2026 at 9.00 am.** Closing Date: **22.09.2026 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **tenders.wb.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Administrator/ Executive Officer, Basirhat Municipality

OFFICE OF THE SAINTHIA MUNICIPALITY
P.O.:- SAINTHIA DIST.:- BIRBHUM
NOTICE INVITING TENDER NO- e-NIT NO: WBMAD/SM/Engg.Sec/DMA/01 of 2026-2027
The Administrator of Sainthia Municipality invited tenders for the work of - **Construction of C.C. With Paver Block Road in different Wards under Sainthia Municipality.**
Tenders Submission closing date: - **1) 21.09.2026 at 11.00 A.M**
For further details please contact the mentioned office.
Sd/-
Executive Officer
Sainthia Municipality
Sainthia, Birbhum

NAIHATI MUNICIPALITY
1, R.B.C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS
NIT(E)/SEPTEMBER.-01/2026-27
MEMO NO.: 1065/MC-11,
DATE: 07.09.2026
Name of the work: 1. Improvement of concrete Road starting from Soni Mandir to House of Bapi Das in ward No 21 under Naihati Municipality. 2.Improvement of concrete Road starting from Police Bari up to House of Chopola Mondal in ward No- 21 under Naihati Municipality. Bid submission start date& time (online) **08.09.2026 after 10:00 Hrs.** Bid opening date& time for Technical Proposals (online) **17.09.2026 after 16:00 Hrs.** Govt. tender website must be followed.
Sd/- **Executive Officer,**
Naihati Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING e-TENDER
Memo No.: 539/GM/PW/NIT/26,
Dated: 03/09/2026
Tender No.: WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-4(e)/26-27,
Dated:-08/09/2026
The e-tender has hereby invited by the Administrator, Gobardanga Municipality. Name of the work: (1) Repairing of Bituminous and concrete roads in various wards under Gobardanga Municipality. Last date of submission of Bid on **22/09/2026.** For details Visit: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Administrator**
Gobardanga municipality

TITAGARH MUNICIPALITY
E-TENDER NOTICE
Sealed e-Tender are invited by Titagarh Municipality for different developmental works as per the following e-Tender References.
Notice Inviting e-Tender for under Titagarh Municipality under PWD/2026-27.
[Memo No. TM/PWD/2026-27/ NIeT-1(e)
Date: 08.09.2026]
e-Tender Reference No. WBMAD/ULB/e-Tender/TM/PWD/2026-27.
Last date & time of submission of bids online is **22/09/2026 up to 17:00 Hrs.**
For details visit website: **https://wbtenders.gov.in** & our Notice Board.
Date: 08.09.2026.
Sd/- **Executive Officer,**
Titagarh Municipality

TAKI MUNICIPALITY
P.O.: Taki, Dist.: North 24 Pgs
NOTICE INVITING E-TENDER
Notice Inviting e-Tender (MeT) is hereby invited on behalf of the Chairman, Taki Municipality, vide **NIeT No. 02/WBMAD/TM/26-27, Dated 07.09.2026,** for "Fifteen (15) Nos. of works for the Repair of Reads under Taki Municipality". The bid submission will commence from **08.09.2026 at 09:00 AM.** The last date and time of bid submission is **15.09.2026 up to 09:00 AM.** For further details, please contact Taki Municipality or visit **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Chairman**
Taki Municipality

TAKI MUNICIPALITY
P.O.: Taki, Dist.: North 24 Pgs
NOTICE INVITING E-TENDER
Notice Inviting e-Tender (NIeT) is hereby invited on behalf of the Chairman, Taki Municipality, vide **NIeT No. Dated 03/WBMAD/ TM/26-27, 07.09.2026,** for "Twelve (12) Nos. of works for the Repair of Roads under Taki Municipality." The bid submission will commence from **08.09.2026 at 09:00 AM.** The last date and time of bid submission is **22.09.2026 up to 09:00 AM.** For further details, please contact Taki Municipality or visit **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Chairman**
Taki Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
NIeT No. WBMAD/NIeT/35/BM/2026-27/PWD Dt. 05/09/2026 which were floated from this office circulated memo no.B.M. 625 dated 05/09/2026 **(TENDER ID- 2026_MAD_1040757_1, 2026_MAD_1040759_1, 2026_MAD_1040761_1, 2026_MAD_1040762_1)** in where the Tender submission closing date **22.09.2026** instead of **14.09.2026** and Date of opening of tender documents **24.09.2026** instead of **16.09.2026** and Date, Time and Place of Opening of Technical Bid will be through the website **http://wbtenders.gov.in.** All other Terms & Condition & criteria remains unaltered regarding this Tender. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/242/26-27 Dated 07.09.2026	REPAIRING AND RESTORATION OF ROAD AT S.B.SARANI NEAR BOSEPUKUR MORE AT WARD NO - 16 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.2,17,841.00

Bid Submission end date: **16.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- F.O & E.O-In-charge.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ডেপুটি সিএমই/পিওএইচ, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো কোচগুলিতে প্যাচওয়ার্ক ও হালকা রঙের প্রলেপ সম্পর্কিত রঙের কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমানঃ** ৪৯,৪০,০০০ টাকা মাত্র। **বিড সিকিউরিটিঃ** ৯৮,৮০০ টাকা মাত্র। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৯.০৯.২০২৬ দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানাঃ** চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস-এর অফিস, নোয়াপাড়া কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০৯০। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in**।
টেন্ডার নং ঃ এমআর-পিওএইচ-৭৪-১৭৭
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ২১১_২০২৬-২৭ এবং ২১২_২০২৬-২৭, তারিখ ০৩.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/ এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া। ক্রঃ নং ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২১১_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/২/হাওড়ার শাখায় গুড়াপ, ঝাপানডাঙ্গা, জৌগ্রাম, মসাগ্রাম, নবগ্রাম, চাঁচাই, পাল্লা রোড, শক্তিগড়, পালসিট ও গাংপুর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম শেডের ব্যবস্থা করা। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭,০৩,১৩,৭৭৮.৭০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১৪,০৬,৩০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ২১২_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ডানকুনির অধীনে এসএসই/ডব্লু/ডানকুনি শাখায় (৪৯/২-৪ ডাউন হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড, ৫০/৯- ৫০/১১ আপ হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড, ৫৫/২৫-৫৬/ ১ আপ হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড, ৯/১২-১১/২০ সিসিআর লাইন, ৮/১-৮/৯ আপ এসিসিএল ইত্যাদি অবস্থানে) ব্যাড ব্যাঙ্কের সংস্কারের প্রয়োজন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৮০,১২,০০৬.১০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,৬০,৩০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস (উভয় ক্রমিক নম্বরের জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিটির জন্য ২৮.০৯.২০২৬-এ দুপুর ২টা (উভয় ক্রমিক নম্বরের জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্‌ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না, যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov. in**-এ পাওয়া যাচ্ছে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-320/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট

হাতের মুঠোয় মিসলেনিয়াস

পর্ব ৪

আগামী ৪ অক্টোবর মিসলেনিয়াস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ঠিক কেমন হওয়া উচিত? পরীক্ষার হলে টাইম ম্যানেজমেন্ট, নেগেটিভ মার্কিংয়ের ঝুঁকি, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বদলাতে থাকা প্যাটার্ন, না কি সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব? শেষ মুহূর্তে ঠিক কোন কোন বিষয়ে ফোকাস করবে তোমরা? পরীক্ষার্থীদের মনের এমন যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দফতরের অ্যাসিস্টেন্ট রেভিনিউ কমিশনার দীপায়ন গাঙ্গুলি। লিখলেন বেস্ট সেলার 'জানা-অজানা পশ্চিমবঙ্গ'-র লেখক এবং ইন্ডিয়ান অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক অনিন্দ্য কিশোর।

প্রশ্ন — আগামী ৪ অক্টোবর মিসলেনিয়াস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এই হাতে-গোনা দিনে পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত?

দীপায়ন — দেখুন, এই পরীক্ষায় ৭৫টি জেনারেল স্টাডিজ এবং ২৫টি অঙ্কের প্রশ্ন আসে। আমার মতে, এখন প্রতিদিন অন্তত ১ থেকে ২ ঘণ্টা অঙ্ক প্র্যাকটিস করা উচিত। এর পাশাপাশি আগামী ১৫ দিন, সপ্তাহে ১ দিন করে একেকটি জিএস বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া উচিত। যেমন সোমবার ইতিহাস, মঙ্গলবার ভূগোল, বুধবার পলিটি, বৃহস্পতিবার ইকোনমি, শুক্রবার বিজ্ঞান, শনিবার স্ট্যাটিক জিকে এবং রবিবার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। আর শেষ ১৫ দিনে প্রতিদিন ১টি করে সমস্ত বিষয়ের ওপর মক টেস্ট দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন — ৭৫ টি জিএস-এর মধ্যে বিজ্ঞান, স্ট্যাটিক জিকে ও আর্ট অ্যান্ড কালচার থেকেই প্রায় ৭০ শতাংশ প্রশ্ন আসে। এই প্যাটার্ন অনুযায়ী ফোকাস কী রকম হওয়া উচিত?

দীপায়ন — একদম ঠিক বলেছেন। বিজ্ঞান, স্ট্যাটিক জিকে এবং আর্ট অ্যান্ড কালচার থেকেই বেশিরভাগ প্রশ্ন করা হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ২০১৮ ও ২০১৯ সালের প্রশ্নপত্র দেখলে বুঝবেন একটু কঠিন প্রশ্ন এসেছিল। ফিজিক্সের ক্ষেত্রে মোশন, ফোর্স, মহাকর্ষ, কার্য-শক্তি-ক্ষমতা, আলো, তাপ এবং বিদ্যুতের সূত্র ও বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রশ্ন আসে। কেমিস্ট্রিতে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন, অ্যাসিড-বেস-সল্ট, মেটালার্জি, কার্বনের যৌগ এবং পর্যায়সারণি থেকে প্রশ্ন আসে। বায়োলজিতে সেল বায়োলজি, নার্ভাস সিস্টেম এবং বিভিন্ন রোগ সংক্রান্ত প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান যেমন বায়োটেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্লোনিং এবং কম্পিউটারের বেসিক প্রশ্নও এখন আসছে। সঙ্গে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগসূত্র (যেমন নোবেল পুরস্কার বা নতুন আবিষ্কার) মাথায় রাখতে হবে।

প্রশ্ন — শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে চূড়ান্ত সফলতার জন্য 'টাইম ম্যানেজমেন্ট' কতটা আবশ্যক?

দীপায়ন — টাইম ম্যানেজমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা চাকরি করছেন তাদের কাছে সময় কম, আর যারা শুধু পড়াশোনা করছেন তাদের কাছে সময় বেশি। তবে যার কাছে সময় কম, তার মানে এই নয় যে সে পিছিয়ে পড়বে। প্রতিদিন একটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। কোনও মক টেস্ট দিয়ে দেখতে হবে স্কোর কেমন হচ্ছে। পরের দিন যদি ইমপ্রুভমেন্ট না হয়, তবে বুঝতে হবে প্রস্তুতির কোনও জায়গায় ঘাটতি আছে। সেই দুর্বল জায়গাগুলো খুঁজে বের করে প্রতিদিন এক থেকে দেড় ঘণ্টা তার পেছনে বরাদ্দ করতে হবে। কারণ, যা পরিমাপ করা যায়; তা উন্নতও করা যায়।

প্রশ্ন — পরীক্ষার হলে ১০০টি প্রশ্নের জন্য সময় দেড় ঘণ্টা। মাথা ঠান্ডা রেখে সর্বোচ্চ উত্তর করে আসার বিশেষ কোনও স্ট্র্যাটেজি আছে কি?

দীপায়ন — আমার কাছে সময় ৯০ মিনিট। এর মধ্যে প্রথম ৫ মিনিট সই-সাবুদ করার জন্য সরিয়ে রাখলাম। বাকি ৮৫ মিনিটের মধ্যে প্রথম ২৫ মিনিটে আমি কেবল সেই জিএস প্রশ্নগুলোর উত্তর করব যেগুলোতে আমি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। এরপরের ৫০ মিনিট আমি ২৫টি অঙ্ক সমাধানের জন্য রাখব। যে অঙ্কগুলো চেনা বা আগে করেছি সেগুলো আগে করব। এতে আমার ৭৫ মিনিট চলে গেল। বাকি ১০ মিনিটে আমি সেই জিএস প্রশ্নগুলো দেখব যেগুলোতে আমার দু'টি অপশনের মধ্যে কনফিউশন আছে। শেষে একবার মিলিয়ে নেব সব ঠিকঠাক মার্কিং করেছি কি না।

প্রশ্ন — নেগেটিভ মার্কিং ও সঠিক উত্তরের মধ্যে ব্যালেন্স কী ভাবে করা উচিত? পুরোপুরি শিওর না হলে কি রিস্ক নেওয়া ঠিক?

দীপায়ন — প্রথমে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত উত্তরগুলো করে নিতে হবে। যদি দেখা যায় আমি ৬০টির বেশি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে ফেলেছি, তা হলে আমি খুব বেশি হলে ১০ থেকে ১৫টি প্রশ্নে রিস্ক নেব (যেগুলোতে দু'টি অপশনে ডাউট আছে)। কারণ ১০টি রিস্ক নিয়ে যদি ১০টিই ভুল হয়, তবে ৫ নম্বর কাটা যাবে। আর যদি ৫টি ঠিক ও ৫টি ভুল হয়, তা হলেও আমার স্কোর বাড়বে। কিন্তু অপ্রয়োজনে ওয়াইল্ড গেস বা হাফ-হার্টেড অ্যাটেম্পট না নেওয়াই ভাল।

প্রশ্ন — পরীক্ষার শেষ মুহূর্তে মানসিক চাপ কাটিয়ে মোটিভেশন বা আত্মবিশ্বাস কী ভাবে ধরে রাখা যায়?

দীপায়ন — শেষ এক মাসে নতুন কোনও বিষয় না পড়াই ভাল। যেগুলো আগে পড়া হয়েছে সেগুলোই বারবার রিভিশন দিতে হবে। রিভিশনের সময় পুরো বই না পড়ে, যে অংশগুলো আগে মার্ক করে রাখা হয়েছিল বা যেগুলো মনে রাখতে অসুবিধা হয়, শুধুমাত্র সেগুলোর ওপর ফোকাস করতে হবে। এতে একসঙ্গে অনেক কিছু পড়ার চাপ কমবে এবং কনফিডেন্স লেভেল অনেকটাই বেড়ে যাবে।

প্রশ্ন — কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্যাটার্নে কি কোনও পরিবর্তন আসতে পারে?

দীপায়ন — হ্যাঁ, আসতে পারে। এই বছরের ডব্লিউবিসিএস প্রিলিমিনারিতে আমরা দেখেছি স্টেটমেন্ট-বেসড প্রশ্ন আসছে। মিসলেনিয়াসেও সেরকম হতে পারে। বিশেষ করে ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই-অগস্ট মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স খুব ভাল করে তৈরি করতে হবে। এ ছাড়া কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন স্কিম (যেমন পিএম বিশ্বকর্মা, পিএম সূর্যঘর) সম্পর্কে জানতে হবে। জি-২০, ব্রিকস বা কপ মিটিংগুলোর ভেন্যু, থিম এবং আউটকাম সম্পর্কেও পড়ে রাখা উচিত।

প্রশ্ন — 'এতদিন হয়নি, এবার কি সাফল্য পাব?' পরীক্ষার্থীদের এই ভীতি ও মানসিক চাপ কাটানোর উপায় কী?

দীপায়ন — মোটিভেশনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল পাংচুয়ালিটি বা নিয়মানুবর্তিতা। প্রতিদিনের একটা চেকলিস্ট তৈরি করতে হবে যে আজকে আমি এই টপিকগুলো পড়ব। দিনের শেষে মিলিয়ে দেখতে হবে টার্গেটগুলো অ্যাচিভ হল কি না। ছোট ছোট টার্গেট পূরণ হলে আত্মবিশ্বাস এমনিতেই বেড়ে যাবে। পরপর কয়েকদিন এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে পরীক্ষার ভীতি এবং মানসিক চাপ অনেকটাই কমে যাবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন — জেন-জি পরীক্ষার্থীদের জন্য এই সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া আশীর্বাদ না কি অভিশাপ?

দীপায়ন — সোশ্যাল মিডিয়াকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এখন অনেক দরকারি তথ্য এবং খবর ইউটিউব বা নিউজ চ্যানেল থেকে পাওয়া যায়। তবে পরীক্ষার্থীদের সিলেক্ট করতে হবে কোন তথ্যটা পরীক্ষার জন্য কাজে লাগবে আর কোনটা লাগবে না। দরকারি এবং অপ্রয়োজনীও তথ্যের মাঝে একটা স্পষ্ট সীমারেখা নিজেদেরকেই টেনে নিতে হবে।

প্রশ্ন — সবশেষে, ফাইনাল টিপস কী?

দীপায়ন — পরীক্ষা যতই কঠিন হোক না কেন, সফল তো কোনও পরীক্ষার্থীই হবে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে। ঠদ্রদ্মদ্মত্রন্দ্ধ খন্ত্র :দ্রষ্ঠ ন্দ্মদ্মত্রন্দ্ধব্ধখ:ন্ম জ্জ ঠত্রা ত্বখ: খত্বত্ত্রডত্র, ন্দ্র ত্বখ: জ্জ.' এই আত্মবিশ্বাসটা মনের মধ্যে রাখতে হবে। তবেই মিসলেনিয়াস পরীক্ষার সাফল্য আসবে তোমার হাতের মুঠোয়!

পাশ-ফেল প্রথা প্রয়োজন

সীমাবদ্ধতার মধ্যেও একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথের সন্ধান

রীপা পাল

শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ের অক্ষরে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের বোধ, বিবেচনা ও ব্যক্তিত্ব গঠনের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মূল্যায়ন। বহুদিন ধরে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্পাশ,ফেলদ প্রথা সেই মূল্যায়নের প্রধান মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বছরের শেষে একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাফল্য নির্ধারণ করে তাকে উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়। সমাজে ধীরে ধীরে এমন ধারণা গড়ে উঠেছে যে পাশ মানেই সাফল্যের স্বীকৃতি, আর ফেল মানেই ব্যর্থতার কলঙ্ক। কিন্তু বাস্তবতা কি এত সরল? পাশ,ফেল প্রথা কি সত্যিই শিক্ষার মান রক্ষার একমাত্র উপায়, নাকি এটি আমাদের মানসিকতার একটি পুরোনো কাঠামো?

পাশ,ফেল ব্যবস্থার পক্ষে যে যুক্তিগুলি তুলে ধরা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের বিকাশ। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে থাকলে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় মনোযোগী হয়; এমন ধারণা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে ছোটবেলা থেকেই প্রস্তুতি প্রয়োজন; পাশ,ফেল প্রথা সেই প্রস্তুতির মানসিকতা তৈরি করে বলে অনেকে মনে করেন। তদুপরি, উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়ায় একটি ন্যূনতম মান নির্ধারণ অপরিহার্য। সবাই সমান দক্ষতায় উত্তীর্ণ হতে পারে না; এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে একটি মানদণ্ড প্রয়োজন, যা পাশ,ফেল পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ফলে এই ব্যবস্থাকে অনেকেই শিক্ষার মান সংরক্ষণের একটি কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচনা করেন।

কিন্তু একই সঙ্গে এই প্রথার সীমাবদ্ধতাও অনস্বীকার্য। ত্ফেলদ শব্দটি অনেক শিক্ষার্থীর কাছে কেবল একটি ফলাফল নয়, বরং আত্মসম্মানে আঘাতের সমান। অল্পবয়সে বারবার ব্যর্থতার তকমা পেলে তাদের মনে ভয়, লজ্জা ও হীনমন্যতা জন্ম নিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, একটি পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত নম্বর না পাওয়ার কারণে একজন মেধাবী শিক্ষার্থী নিজেকে অযোগ্য ভাবতে শুরু করে। পরীক্ষানির্ভর এই ব্যবস্থায় মুখস্থবিদ্যার প্রবণতা বাড়ে, সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থাকে। অথচ শিক্ষা হওয়া উচিত এমন এক ক্ষেত্র, যেখানে ভুল করার স্বাধীনতা থাকবে এবং সেই ভুল থেকেই শেখার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রাথমিক স্তরে ফেলবিহীন ব্যবস্থা চালুর পেছনে ছিল শিশুর মানসিক বিকাশের বিষয়টি বিবেচনা করা। ধারণা ছিল, ছোটদের মধ্যে অযথা ভীতি সঞ্চার না করে শেখার আনন্দময় পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার। কিছু ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক ফলও দেখা গেছে; বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে, ফেলজনিত আতঙ্ক কমেছে। তবে অন্যদিকে অভিযোগ উঠেছে, বাধ্যবাধকতা না থাকলে অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনায় শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে সম্পূর্ণ ফেলবিহীন ব্যবস্থা যেমন প্রশ্নাতীত নয়, তেমনি কঠোর পাশ,ফেল প্রথাও সমাধানের একমাত্র পথ নয়।

মূল সমস্যা আসলে পদ্ধতিতে নয়, দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমরা যদি পাশকে চূড়ান্ত সাফল্য এবং ফেলকে চূড়ান্ত ব্যর্থতা হিসেবে দেখি, তবে শিক্ষা তার মানবিকতা হারায়। বরং মূল্যায়ন হওয়া উচিত এমনভাবে, যাতে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও মানসিক বিকাশের প্রতিফলন ঘটে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, উপস্থাপনা, ব্যবহারিক দক্ষতা; এসবের সমন্বয়ে একটি বহুমাত্রিক মূল্যায়ন পদ্ধতি গড়ে তোলা সম্ভব। কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট মানে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে তাকে শাস্তি না দিয়ে সহায়তা ও পুনরায় শেখার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এতে ফেল শব্দটি ভয়ের প্রতীক না হয়ে উন্নতির প্রেরণায় পরিণত হবে।

উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত জীবনে একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সেই মান নির্ধারণের পদ্ধতি যেন মানবিক হয় এবং শিক্ষার্থীর আত্মমর্যাদায় আঘাত না করে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা জরুরি। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ নয়; বরং নিজেকে জানার ও গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা। পাশ,ফেল প্রথা যদি সেই গড়ে ওঠার পথে সহায়ক হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য; আর যদি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তবে তার সংস্কার অপরিহার্য।

অতএব, পাশ,ফেল প্রথা থাকা বা না থাকা; বিষয়টি সাদা-কালো নয়। এর উভয় দিকেই যুক্তি ও বাস্তবতা রয়েছে। প্রয়োজন একপাক্ষিক অবস্থান নয়, বরং একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষা তখনই সত্যিকার অর্থে সফল হবে, যখন তা ভয়ের নয়, প্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে; যখন ব্যর্থতাকেও শেখার একটি স্বাভাবিক ধাপ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। পাশ ও ফেল; এই দুই শব্দের বাইরে গিয়ে যদি আমরা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারি, তবেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হবে সত্যিকার অর্থে আলোকিত ও ফলপ্রসূ।

শিক্ষিত যুবসমাজ নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করে, সুশিক্ষিত যুবসমাজ তৈরি করে দেশ ও জাতি

শুভম সিংহ

কোনও দেশের ভবিষ্যৎ কেবল এই বিষয়ের উপর নির্ভর করে না যে, সেই দেশের যুবসমাজের হাতে কতগুলি ডিগ্রি রয়েছে; বরং তা নির্ভর করে সেই শিক্ষা তাদের মধ্যে কতটা বিবেক, চরিত্র, কর্তব্যবোধ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তুলতে পেরেছে তার উপর। শিক্ষা যদি জ্ঞান দেয়, কিন্তু সেই জ্ঞানকে সঠিক পথে ব্যবহারের চেতনা তৈরি করতে না পারে, তবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশ একটি বৃহৎ ছাত্র আন্দোলনের সাক্ষী হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কথিত অনিয়ম, প্রশ্নপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হওয়া নানা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই যুবসমাজের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই ছাত্রছাত্রীদের এই উদ্বেগকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না। একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পিছনে শুধু কয়েক ঘণ্টার পরিশ্রম থাকে না; তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একজন পরীক্ষার্থীর জীবনের বহু বছরের প্রস্তুতি, তাঁর পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থিক সামর্থ্য এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তাই পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে আপস করা মানে একজন ছাত্রের পরিশ্রম এবং ব্যবস্থার প্রতি তাঁর বিশ্বাস, দুইয়ের প্রতিই অবিচার করা। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার, ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করার এবং ন্যায্য দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। একটি প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের পরিচয়ই হল, সেখানে প্রশ্নে শাসক অস্বস্তিতে পড়ে না এবং মতপার্থক্যকে শত্রুতা হিসেবে দেখা হয় না। কিন্তু গণতন্ত্র যতটা অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত, ততটাই দায়িত্ববোধ ও বিবেকের উপরও নির্ভরশীল।

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ এই প্রেক্ষাপটে আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছে। ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব সমস্যা থেকে শুরু হওয়া কোনও আন্দোলন যদি ধীরে ধীরে এমন সব রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিষয়ের মঞ্চ হয়ে ওঠে, যার সঙ্গে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই, তবে সবার আগে ছাত্রছাত্রীদেরই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পরীক্ষা সংস্কার এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার দাবির মধ্যে যদি ৩৭০ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল, বিতর্কিত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অতীতে শোনা বিতর্কিত 'আজাদি'র মতো বক্তব্য প্রবেশ করতে শুরু করে, তবে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, আন্দোলনের দিশা আসলে কে নির্ধারণ করছে? ছাত্রছাত্রীরা কি তাঁদের বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য পথে নেমেছেন, নাকি তাঁদের যন্ত্রণা ও ক্ষোভকে অন্য কোনও রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত উদ্দেশ্যে পরিচালিত করার চেষ্টা চলছে?

এর থেকেও উদ্বেগজনক হল এমন কিছু দৃশ্য ও বক্তব্য, যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে অশালীন ও অমর্যাদাকর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। গণতন্ত্র অবশ্যই মতবিরোধ ও সমালোচনার অধিকার দেয়। কিন্তু সাংবিধানিক পদে আসীন কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অশালীনতাকে না মতাদর্শগত বিরোধ বলা যায়, না তা সুস্থ ছাত্র-চেতনার পরিচয় বহন করে। ঠিক এখানেই শিক্ষার প্রকৃত পরীক্ষা। একজন শিক্ষিত যুবক একটি স্লোগান পড়তে পারেন; কিন্তু একজন সুশিক্ষিত যুবক সেই স্লোগানের অর্থ ও উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করেন। একজন শিক্ষিত যুবক ভিড়ের অংশ হয়ে যেতে পারেন; একজন সুশিক্ষিত যুবক ভিড়ের মধ্যেও নিজের বিবেক ও বিচারবুদ্ধিকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাই আমাদের সামনে প্রশ্নটি শুধু পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতার নয়, শিক্ষার চরিত্রেরও। আমরা সাধারণত 'শিক্ষিত' এবং 'সুশিক্ষিত' শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করি। অথচ এই দুইয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে জ্ঞান, ডিগ্রি এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকতে পারে। একজন সুশিক্ষিত মানুষের কাছে এগুলির পাশাপাশি থাকে বিবেক, সংবেদনশীলতা, নৈতিকতা এবং নিজের অর্জিত জ্ঞানের প্রতি দায়বদ্ধতা।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি যে অশিক্ষিত হবেন, এমন কোনও কথা নেই। কোনও Digital Examination System-এর প্রযুক্তিগত দুর্বলতার অপব্যবহারকারী ব্যক্তি Technology সম্পর্কে যথেষ্ট দক্ষ হতে পারেন। Cyber Crime-এ যুক্ত কোনও ব্যক্তি Computer Science-এ পারদর্শী হতে পারেন। অর্থনৈতিক অপরাধের জটিল পথ খুঁজে বার করা ব্যক্তিও উচ্চশিক্ষিত হতে পারেন।

অর্থাৎ, জ্ঞান থাকা মানেই সদাচরণের নিশ্চয়তা নয়। এই কারণেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল মানুষের বৌদ্ধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হতে পারে না। জ্ঞানের সঙ্গে যদি চরিত্র না থাকে, তবে সেই জ্ঞানই সমাজের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষা আমাদের শেখায়, আমরা কী করতে পারি; আর সুশিক্ষা আমাদের সেই বিবেক দেয়, যা বলে, আমাদের কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়।

আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সাফল্যের মাপকাঠি অত্যন্ত স্পষ্ট, ভালো নম্বর, নামী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, বড় Degree, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য, ভালো চাকরি এবং উন্নত বেতন। বাবা-মায়েরাও স্বাভাবিকভাবেই চান তাঁদের সন্তান এই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাক। এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। সমস্যা তখনই শুরু হয়, যখন শিক্ষার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা কেবল এই অর্জনগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আমরা নিয়মিত সন্তানদের জিজ্ঞাসা করি, পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছ? কিন্তু আমরা হয়তো খুব কমই জিজ্ঞাসা করি, শিক্ষা তার ব্যক্তিত্বে কী পরিবর্তন এনেছে? শিক্ষা কি তাকে আরও সৎ করেছে? অন্যের প্রতি তার সংবেদনশীলতা কি বেড়েছে? নিজের অধিকারের পাশাপাশি সে কি নিজের কর্তব্যও বোঝে? সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার নৈতিক সাহস কি তার মধ্যে তৈরি হয়েছে?

কোনও ছাত্র যদি দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের Degree অর্জন করেন, কিন্তু সাফল্য পাওয়ার জন্য প্রতারণা, দুর্নীতি বা অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা না করেন, তবে তাঁর শিক্ষার সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরায় শিক্ষাকে কখনও কেবল কর্মসংস্থান লাভের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়নি। শিক্ষা বরাবরই ব্যক্তি-নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-দর্শনও মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষা বাইরে থেকে তথ্যের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া নয়; বরং মানুষের ভিতরে আত্মবিশ্বাস, বিবেক, চরিত্র এবং শ্রেষ্ঠত্বকে জাগ্রত করার মাধ্যম।

একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের Science– Technology– Artificial Intelligence– Engineering এবং Professional Skills-এ দক্ষ যুবসমাজের প্রয়োজন। ভারত যদি বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী শক্তি হয়ে উঠতে চায়, তবে এই ক্ষেত্রগুলিতে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতেই হবে। কিন্তু Technology যত শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তাকে পরিচালনা করা মানুষের চরিত্রও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। Artificial Intelligence-এর যুগে Human Values-এর প্রয়োজনীয়তা কমবে না; বরং আরও বৃদ্ধি পাবে। পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা বজায় রাখতে কঠোর আইন প্রয়োজন। প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী এবং সংগঠিত নকলচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পরীক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক Technology– স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়ানো জরুরি। দোষীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণও প্রয়োজন। কিন্তু আইনেরও একটি সীমা রয়েছে।আইন কোনও ব্যক্তিকে অপরাধ করার পরে শাস্তি দিতে পারে; কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কার তাকে অপরাধ করার আগেই থামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

আমরা Encryption-এর মাধ্যমে প্রশ্নপত্র সুরক্ষিত করতে পারি, পরীক্ষা কেন্দ্রে নজরদারি বাড়াতে পারি এবং অপরাধের জন্য কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারি। এগুলি সবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু কোনও সভ্য সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত তার নাগরিকদের চরিত্র।

এমন একটি সমাজের কথা কল্পনা করুন, যেখানে কোনও ব্যক্তির সামনে দুর্নীতি করার সুযোগ রয়েছে এবং ধরা পড়ার ভয়ও নেই, তবুও তিনি শুধু এই কারণে অন্যায় কাজ করছেন না যে তাঁর বিবেক তাঁকে সেই অনুমতি দিচ্ছে না। আইনের ভয়ে জন্ম নেওয়া সততার তুলনায় চরিত্র থেকে জন্ম নেওয়া সততা অনেক বেশি স্থায়ী। তাই শিক্ষা সংস্কার নিয়ে আলোচনা কেবল Syllabus– Examination Pattern– Digital Classroom– Infrastructure– Skill Development এবং Employment-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। শিক্ষায় Value Education– Ethics– Civic Sense– Constitutional Duties– Social Responsibility এবং Character Building-কেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এই দায়িত্ব শুধু সরকার কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে দেওয়াও যথার্থ হবে না। পরিবার হল শিশুর প্রথম বিদ্যালয়, আর সমাজ তার সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গন। শিক্ষক, বাবা-মা, সংবাদমাধ্যম, জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সকলেই একজন তরুণের ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আমরা যদি চাই আমাদের আগামী প্রজন্ম সৎ হোক, তবে সমাজে তাদের সততার সম্মান দেখতে হবে। আমরা যদি চাই যুবসমাজ গণতান্ত্রিক শালীনতা ও মর্যাদা বুঝুক, তবে জনজীবনেও তাদের সংলাপ ও শালীনতার উদাহরণ দেখতে হবে। আমরা যদি যুবসমাজের মধ্যে কর্তব্যবোধ গড়ে তুলতে চাই, তবে সমাজকেও নিজের আচরণের মাধ্যমে কর্তব্যের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভারতের কাছে আজ বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুবশক্তি রয়েছে। আগামী বছরগুলিতে এই তরুণ প্রজন্মই দেশের প্রশাসন, রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, বিচারব্যবস্থা এবং সামাজিক জীবনের নেতৃত্ব দেবে। তাই আজ আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্তগুলি নিচ্ছি, তা শুধু বর্তমানের পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ করবে না; আগামী ভারতেরচরিত্রও গড়ে দেবে। আমাদের এমন যুবসমাজ প্রয়োজন, যারা আধুনিক হবে, কিন্তু নিজের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না; যাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে, কিন্তু তারা সংবেদনহীন হবে না; যারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকবে, কিন্তু কর্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না; যারা ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার সাহস রাখবে, কিন্তু ভিড়ের শোরগোলে নিজের বিবেক হারাবে না; যারা সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা রাখবে, কিন্তু সেই সাফল্যের জন্য নিজের চরিত্রের সঙ্গে আপস করবে না। Degree একজন ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে, কিন্তু তাঁর আচরণই প্রমাণ করে তিনি সত্যিকার অর্থে কতটা সুশিক্ষিত। তাই আজ শিক্ষা নিয়ে আলোচনার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন শুধু এই হওয়া উচিত নয় যে, আমরা কতগুলি বিদ্যালয় খুলেছি, কতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছি, কতজন ছাত্রছাত্রীকে ঙ্গত্রন্তুত্র দিয়েছি অথবা কতজন যুবক-যুবতীকে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তুলেছি। এগুলি সবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর পাশাপাশি আরও একটি প্রশ্ন আমাদের করতে হবে, আমরা কতজন চরিত্রবান, সংবেদনশীল, বিবেকবান এবং দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করতে পেরেছি? ভারতের শিক্ষিত যুবসমাজ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষিত যুবসমাজই যথেষ্ট নয়। আমাদের এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে, যাদের হাতে থাকবে Degree, মস্তিষ্কে থাকবে জ্ঞান, হৃদয়ে থাকবে সংবেদনশীলতা, আচরণে থাকবে নৈতিকতা এবং মনে থাকবে দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ। কারণ একজন শিক্ষিত যুবক নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে পারেন, কিন্তু একজন সুশিক্ষিত যুবক সমাজের ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারেন। আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি তাই এই নয়, 'আমরা আমাদের যুবসমাজকে কতটা পড়াচ্ছি?' বরং প্রশ্নটি হওয়া উচিত-'আমরা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে কেমন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছি?' তাই আজ শুধু শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন নেই; শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েও নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। ভারতের শুধু শিক্ষিত যুবসমাজ প্রয়োজন নয়। ভারতের প্রয়োজন সুশিক্ষিত যুবসমাজ, যারা নিজেদের অধিকার জানবে, আবার নিজেদের কর্তব্যও বুঝবে; যারা প্রশ্ন করার সাহস রাখবে, আবার উত্তর শোনার ধৈর্যও রাখবে; যারা আধুনিক হবে, কিন্তু নিজের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকবে; যারা সাফল্যের স্বপ্ন দেখবে, কিন্তু সেই সাফল্যের জন্য নৈতিকতার সঙ্গে আপস করবে না। কারণ শেষ পর্যন্ত, শিক্ষিত যুবক নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে পারেন, কিন্তু সুশিক্ষিত যুবক একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করেন।